আলোচনা-প্রসঙ্গে

দ্বাদশ খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

(পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

দ্বাদশ খণ্ড

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম-এ

প্রকাশকঃ
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাব্লিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

প্রকাশক-কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ
জানুয়ারী, ১৯৭৭

প্রুফ-রীডারঃ
শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মুদ্রাকরঃ
শ্রীঅমূল্যকুমার ঘোষ
সৎসঙ্গ প্রেস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

ভূমিকা

'আলোচনা-প্রসঙ্গে' দ্বাদশ খণ্ডের ভিতর ২১।৫।৪৮ থেকে ১২।৭।৪৮ পর্য্যন্ত এই মাসদুয়েকের কথোপকথন প্রকাশিত হ'ল। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর তখন দেওঘরে। দেশবিভাগের পরবর্ত্তী কাল। ব্যক্তিগত জীবন থেকে সুরু ক'রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের কত বিচিত্র বিষয় সম্বন্ধেই যে আলোচনা হয়েছে তার ঠিক নেই। সমাধানগুলি বিশিষ্ট স্থান, কাল, পাত্রকে অবলম্বন ক'রে প্রদত্ত হ'লেও তার মধ্যে এক বিশ্বজনীন শাশ্বত সত্যের উদাত্ত সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে। তাঁর পুণ্য সান্নিধ্যে কি আনন্দ-উদ্দীপনামুখর মধুময় দিনগুলিই না গেছে! পরম সুন্দরকে আদৌ প্রকাশ করতে পারিনি, এই জন্য গভীর বেদনা বোধ করি। শুধু তাঁর অমৃতনির্দ্দেশগুলি সাধ্যমত ধরা আছে, যা' কিনা আমাদের নিত্যদিনের চলার পাথেয়। কথোপকথনগুলি 'আলোচনা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশনার পূর্ব্বে পরমপূজ্যপাদ বড়দাকে শুনিয়ে দেওয়া হয়।

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নকালে শ্রীমান ফুল্লেন্দু দাস ও পদ্মপাদ সেন আমাকে মাঝে-মাঝে সাহায্য করেছেন। শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিষয়-সূচী প্রণয়ন ক'রে দিয়েছেন। শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রুফ দেখেছেন। পরম দয়ালের চরণে এঁদের মঙ্গল প্রার্থনা করি। এই পুস্তকের পঠন পাঠন সকলের কল্যাণ আবাহন করুক। —বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)　　　　　　　　　　শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস
১৭।১২।৭৬

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

দ

ধ

ন

প

ব

আলোচনা-প্রসঙ্গে

৭ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ২১।৫।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় একখানি ইজিচেয়ারে আনন্দিত চিত্তে ব'সে আছেন। পূজনীয় খেপুদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা), প্রমথদা (দে), হাউজারম্যানদা, ফেনদা, প্রভৃতি কাছে উপস্থিত আছেন। সৎসঙ্গের তরফ থেকে খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের কাছে লিখিত একটি আবেদন প্রমথদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনালেন। কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ যারা তাদের মধ্যে communal quarrel (সাম্প্রদায়িক কলহ) ঠাঁই পায় না। পাবে কি ক'রে? কারণ, If God is one, prophets i. e. His messengers are also the same. Any conception other than this is false. (ঈশ্বর যদি এক হ'ন তবে প্রেরিতগণ অর্থাৎ তাঁর বার্ত্তাবহগণও সকলেই এক। এ ছাড়া অন্য কোন ধারণা মিথ্যা)। আমি যদি একজন প্রেরিতপুরুষকে মানি, তাহ'লে আমি সব প্রেরিতপুরুষকেই মানতে বাধ্য। তাঁদের কাউকে যদি অবজ্ঞা করি, তাহ'লে প্রকারান্তরে আমার প্রিয়পরম যিনি, তাঁকেই অবজ্ঞা করা হয়। আমি বুঝি—তাঁদের সবার একই কথা, অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী যে-ভাবে যে-কথা পরিবেষণ করবার তাই-ই ক'রে থাকেন তাঁরা। সর্ব্বত্র তাঁদের উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে ভ্রান্তির পথ থেকে ফিরিয়ে এনে পরমপিতার পরিচ্ছন্ন পথে পরিচালিত করা।

কথা হ'চ্ছে এরই ফাঁকে জসিদির একটি মা ব্যাকুল কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—বাবা! আমি বড় বিপন্ন। কি ক'রে আমার বিপদ যাবে? আমায় একটা পথ ব'লে দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর সমবেদনাভরে বললেন—কি আর করবি মা! প্রাণভরে ভগবানকে ডাক্। ভগবানের নাম কর। তিনি ছাড়া মানুষের আর কিই বা সম্বল আছে বল? ভগবান ছাড়া আর যা'-কিছুর উপরই মানুষ নির্ভর করতে যাক্, সবই একে-একে ছুটে যায়, কোনটাই টেকসই হয় না। তাঁকে যে ভালবাসে, সম্পদে, বিপদে যে কখনও তাঁকে ভোলে না, সে কিন্তু ঘাবড়ায় কম। তাঁকে লোকে কয় বিপদবারণ। শরীর ঠিক রাখিস আর তোর মনে কেউ কষ্ট দিলেও তুই কারও মনে কষ্ট দিস না। যতটুকু পারিস মানুষের ভাল করিস ও ভগবানের কাছে সবার মঙ্গল প্রার্থনা করিস। এইভাবে চললে দেখবি ভগবানের দয়ায় বিপদের দিনে সহায়-সম্বলের অভাব হবে না ও মনেও বল পাবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি দাদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি লম্বা বেশী না ফেন লম্বা বেশী?

দাদাটি বললেন—ফেন আমার থেকে ৬ ইঞ্চি বড়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয় Tall men are generally enthusiastic, dwarfs are generally shrewd (লম্বা লোকেরা সাধারণতঃ উৎসাহী, খাটো লোকেরা সাধারণতঃ চতুর)। অবশ্য এটা আমার একটা general notion (সাধারণ ধারণা) মাত্র, এর ব্যতিক্রম বহু থাকতে পারে।

Fenn—Ray তো লম্বা নয়, তাহ'লে কি Ray shrewd (চালাক)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ray ব'লে কথা নয়। আদত ব্যাপার হ'ল যারা tall (লম্বা) তারা একপায় যতখানি এগোয়, সেইটুকু এগুতে একজন ছোটখাট মানুষের দুই পা ফেলতে হয়। আর, এই যা' পার্থক্য তা make up (পূরণ) করতে তাদের সেই পরিমাণ মাথা খাটান লাগে। এটা শুধু এক ব্যাপারে নয়, বিভিন্ন ব্যাপারে এমনতর হওয়াই স্বাভাবিক। প্রকৃতির নিয়ম এমন, যার একদিকে খাঁকতি থাকে, সে সেই খাঁকতি অন্য কোন দিক দিয়ে পূরণ করতে উঠে-প'ড়ে লাগে।

প্রত্যেক রকমের জীবনতপেরও একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। A wise, active, unhoarding man is ever rich (একজন প্রজ্ঞাবান, সক্রিয়, সঞ্চয়বিমুখ মানুষ সর্ব্বদাই সমৃদ্ধ)। অন্ততঃ তার brain (মস্তিষ্ক) খুব rich (সমৃদ্ধ)। সেইজন্য সাধুসন্ন্যাসীরা নিঃসম্বল হ'য়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। Custom is that they should be empty (প্রথা এই যে তাঁরা শূন্য থাকবে)। Lord Gouranga (প্রভু গৌরাঙ্গ) চাইতেন না যে তাঁর কোন ত্যাগী ভক্ত even for the next day (এমন-কি পরের দিনের জন্যও) একটা হরতকী পর্য্যন্ত সংগ্রহ করে রাখুক। এতটুকু deviation (বিচ্যুতি) সম্বন্ধেও তিনি অত্যন্ত কঠোর মনোভাব ধারণ করতেন। সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে বিধি হ'লো—procure immediately what you need, never store, not even a penny (তোমার যখন যা' দরকার, তখনই তা' সংগ্রহ কর, কখনও সঞ্চয় ক'রো না, একটা পয়সাও না) But for গৃহস্থ-s it is opposite. They are to be everready for themselves and others. This is the law for house-holders. The law for the Sanyasi is to go empty. (কিন্তু গৃহস্থদের জন্য এর বিপরীত। তারা নিজেদের জন্য এবং অপরের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকবে। এই হ'ল গৃহীর ধর্ম্ম। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হ'লো শূন্যহাতে চলা)।

ফেন—ইনসিওরেন্স সম্বন্ধে আপনার মত কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইনসিউরেন্সের ভিতর-দিয়েই হো'ক বা অন্য কোন রকমেই হো'ক মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ সেই পর্য্যন্তই হওয়া ভাল, যাতে তার faculty of effort ever alive (প্রচেষ্টা-পরায়ণতা নিত্য সঞ্জীবিত) থাকে। অতি সঞ্চয়ের ফলে যদি তার মনে হয় I have enough, why should I exert? (আমার ঢের আছে, আমি কেন খাটতে যাব?)—তাহ'লে খারাপ হয়। তার ফলে মানুষের intellect and energy (বুদ্ধি ও শক্তি) ক্রমশঃ weak (দুর্ব্বল) হ'য়ে পড়ে।

হাউজারম্যানদা—সব দিকের সামঞ্জস্য বজায় রেখে যদি মানুষ মাত্রামত ইনসিউরেন্স করে, তা' কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা গৃহীর পক্ষে ভাল। Pious hoarding (পূতসঞ্চয়) দিয়ে সে সবার জন্য সব সময় ready (প্রস্তুত) থাকবে। সঞ্চয়টা হ'ল সেবার জন্য। যেহেতু ইষ্ট, কৃষ্টি, পরিবার-পরিবেশের সেবা গৃহীর নিত্যকর্ম্ম, সেই জন্য সে সাধ্যমত সঞ্চয় ক'রে চলবে।

হাউজারম্যানদা—কোন মানুষ যদি বিয়ে না করে, তাহ'লে তো তাঁর অনেক ভাল instinct (সহজাত সংস্কার) নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যদি কাউকে with being (সত্তা দিয়ে) ভালবাসে, তাহ'লে তাকে fulfil (পূরণ) করতে গিয়ে তার instinct (সহজাত সংস্কার)-গুলি সার্থক হ'য়ে ওঠে। ইষ্টকে যদি কেউ অমনতরভাবে ভালবাসে, তার বিয়ে না করলে কোন ক্ষতি হয় না।

হাউজারম্যানদা—For the coming of a good generation marriage is a necessity (অনাগত সৎবংশের আবির্ভাবের জন্য বিবাহ প্রয়োজন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—কথাটা ঠিক। কিন্তু এর মধ্যে আমরা আমাদের weakness (দুর্ব্বলতা)-এর support (সমর্থন)-ও অনেক সময় খুঁজি। সেটা ঠিক নয়। বিয়ে করা দোষের নয়, কিন্তু বিয়ে-পাগলা হওয়া দোষের।

শ্রীশ্রীঠাকুর মুগ্ধ মনে মোহনস্বরে তান তুললেন—'কত মণি প'ড়ে আছে আমার চিন্তামণির নাচদুয়ারে।' গাইতে-গাইতে আবার ভাবমুগ্ধ অন্তরে সহজ-কণ্ঠে বললেন—Enormous riches are scattered here and there at the feet-dust of our Beloved the Lord. (প্রিয়পরমের চরণধূলির মধ্যে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে কত বিপুল ঐশ্বর্য্য)। Riches for Lord are not riches, riches to serve Lord are

not riches because they do not induce pride of riches (ইষ্টের জন্য যে-ধন সে-ধন ধন নয়, ইষ্টসেবার জন্য যে-ঐশ্বর্য্য সে-ঐশ্বর্য্য ঐশ্বর্য্য নয়। কারণ, তা ধনগর্ব্ব সৃষ্টি করতে পারে না)। যে-অর্থ ইষ্টসেবায় লাগে তা' কখনও অনর্থের কারণ হয় না, বরং তা পরমার্থের পথই প্রশস্ত করে। অমনতর অর্থ যতই বাড়ুক, তাতে দোষ নেই। হিঞে শাক যেমন শাকের মধ্যে নয়, কারণ তা' ভাল ছাড়া ক্ষতি করে কমই। ইষ্ট মঙ্গলস্বরূপ, ইষ্ট পবিত্রতা-স্বরূপ তাই সব-কিছু তাঁকে নিবেদন ক'রে, তাঁর সেবায় লাগিয়ে হিতীপ্রতুল ও পরিশুদ্ধ ক'রে তুলতে হয়। আর, ইষ্টকে যা দেব তাও যেন সর্ব্বতোভাবে পূত ও শুদ্ধ হয়। Riches that serve Lord nurture the vital vim of every individual. Love Lord constantly, serve Lord and do for Lord and that will make you rich in vital vim (যে-ধন ইষ্টকে সেবা করে তা প্রত্যেকের জীবনী শক্তিকে পুষ্ট করে। সর্ব্বদা ইষ্টকে ভালবাস, সেবা কর, ইষ্টার্থে কর, তাই-ই তোমাকে জীবনী শক্তিতে সমৃদ্ধ ক'রে তুলবে)।

প্রমথদা—ঠাকুর, আপনার ক'রে-দেওয়া দুটো ইংরেজীর বাংলা প্রফুল্ল ভাইকে দিতে বলেছিলেন। এখন দিই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

প্রমথদা এক-টুকরো কাগজ দিলেন। তাতে লেখা আছে—Public relations officer—গণ-সংশ্রয়ী কর্ম্মী, Public servant—গণসেবী কর্ম্মী অথবা গণ-সংশ্রয়ী কর্ম্মী।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ২২।৫।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় তক্তপোষে উপবিষ্ট। ঘরে রেডিওতে ভক্তি-সঙ্গীত গীত হ'চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তন্ময় হয়ে সেই গান শুনছেন।

এমন সময় তপোবনের শৈল-মা প্রার্থনা জানালেন—দয়াল! আশীর্ব্বাদ করবেন যেন মৃত্যুর পর শান্তিদায়ক স্থান পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে সৎনাম পাইছে ও ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে নামধ্যান ইত্যাদি করণীয়গুলি ঠিকমত করে সে ইহজন্মে সব অবস্থার মধ্যেই অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে এবং পরজন্মেও ভাল জায়গাই পায়।

মা'টি কথাচ্ছলে বললেন—বাঁচতে আর ইচ্ছা করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচাই তো ভাল। বাঁচাই তো পুণ্য। যত বাঁচি ততই তো তাঁকে ভালবাসতে পারি, তাঁর সেবা করতে পারি, তাঁর নাম করতে পারি, তাঁর স্মরণ-মনন করতে পারি, তাঁর গুণগান করতে পারি, সে আমরা যে-কোন অবস্থার মধ্যেই থাকি না কেন। বেঁচে থাকতে-থাকতে ইষ্টনিষ্ঠার সংস্কারকে যত পাকাপোক্ত ক'রে নেওয়া যায়, সেই তো মহালাভ। তাই সব সময় ইষ্টকে নিয়ে কোন-না-কোনভাবে জড়িত থাকতে হয়—তা' যার পক্ষে যেমন ক'রে সম্ভব। এই চিন্তাটা মনে গেঁথে ফেলতে হয় যে তিনিই আমার সব, তাঁর জন্যই আমার যা'-কিছু।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ২৪।৫।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা গোটা দশেকের সময় ঘরে শুভ্রশয্যায় সুখাসীন। পূজনীয় বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), নরেনদা (মিত্র), দেবেনদা (রায়), জিতেনদা (রায়), হরেনদা (বসু), খগেনদা (তপাদার), বোনামা, সরোজিনীমা, কালিদাসী-মা প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন।

হাউজারম্যানদা সম্প্রতি দেশে চ'লে গেছেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বললেন—ও কতদূরে চলে গেছে! কতদিন ওকে আর দেখতে পাব না! তবে মা'র কাছে থাকবে, মা'ও ওকে পেয়ে খুশি হবে। ও-ও মা'কে পেয়ে খুশি হবে। সে ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নিগ্ধদৃষ্টিতে বড়দার দিকে চেয়ে অন্তরঙ্গসুরে বললেন—রে তোকে কিন্তু খুব ভালবাসে।

বড়দা ঈষৎ হেসে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ! ওকে প্রয়োজনমত বকাঝকা করলেও ও বেগড়ায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা হ'ল ভালবাসার একটা নিশানা। কারও উপর টান থাকলে তার শাসনে মানুষ ছিটকে যায় না। আর, তার সম্বন্ধে হীনম্মন্য আত্মাভিমানও কখনও প্রবল হয় না। এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমাদের worker (কর্ম্মী)-রা অনেক right man (উপযুক্ত লোক)-এর কাছে approach-ই করতে (পেঁাছাতেই) পারে না। কিন্তু খবরের কাগজগুলি তা' সহজেই পারে। এখন চাই ব্যষ্টি ও সমষ্টির সব দিককার সব সমস্যার স্থায়ী সমাধান যাতে হয় সেই সব কল্যাণকর ভাবধারাগুলি জনসাধারণের মধ্যে ক্রমাগত এমনভাবে চারিয়ে যাওয়া, যাতে তাদের চিন্তা, চলন ও চেতনা ঠিক পথে চলেই কি চলে। আমি কোন কৃতিত্বের দাবী করি না,

কিন্তু পরমপিতা দয়া ক'রে এই মুখ্যু মানুষটাকে যা' দেখিয়েছেন ও বুঝিয়েছেন তা' জানলে ও আচরণ করলে সবার মঙ্গলই যে অবধারিত, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চার-পাঁচখানা দৈনিক পত্রিকা ঠিক করতে হয়। এইটে জোগাড় হ'লে দু-একজন লোক খুব keenly (তীব্রভাবে) এই কাজ manage (পরিচালনা) করা লাগে। প্রত্যেক paper (কাগজ) থেকে একজন ক'রে representative (প্রতিনিধি) রাখা লাগে, তাকে দিয়ে প্রয়োজনীয় কথাগুলি লেখান লাগে। Editor (সম্পাদক)-দের সঙ্গে দেখা করতে হয়, তাদের বোঝাতে হয়, তাদের exalt (উদ্দীপ্ত) করতে হয়, তাদের দিয়ে লেখাতে হয়। Proprietor (স্বত্বাধিকারী)-দের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে হয়। সব দিক লক্ষ্য রাখতে হয়। সবার মঙ্গলসাধনই আমাদের একমাত্র স্বার্থ। তা' ছাড়া আমাদের অন্য কোন ধান্ধা নেই, অন্য কোন স্বার্থ নেই। মোদ্দা ব্যাপার যখন এই, তখন আমরা ঠিকভাবে proceed করতে (অগ্রসর হ'তে) পারলে সবার active co-operation (সক্রিয় সহযোগিতা) পাবই। বিধিমত করলেই হয়। That is the only secret of success (তাই-ই কৃতকার্য্যতার একমাত্র রহস্য)।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হ'য়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ব'সে দেবেন হালদার নামক এক বহিরাগত দাদার নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

দেবেনদা—কার জন্মবার দেশের weekly holiday (সাপ্তাহিক ছুটির দিন) হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Greatest fulfiller of the present age (বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ পূরণ-পুরুষ) যিনি পূর্ব্ববর্ত্তীদের fulfil (পরিপূরণ) করেন, তাঁর জন্ম-বারই weekly holiday (সাপ্তাহিক ছুটির দিন) হওয়া উচিত।

দেবেনদা—গ্রামের উন্নতির জন্য সৎসঙ্গীদের মধ্যে কোন প্রচেষ্টা তো দেখি না এবং কর্ম্মীরাও সে-বিষয়ে উদ্যোগী নন। এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎসঙ্গীরা প্রাণপণ চেষ্টা করে integration (সংহতি) আনবার জন্য। তার জন্য মানুষকে আদর্শে যুক্ত করে তোলা চাই, মানুষের ভুল ধারণাগুলি ভাঙ্গা চাই, ঠিক ধারণা set (প্রতিষ্ঠা) করা চাই, তাদের pursue (পশ্চাদ্ধাবন) ক'রে খাঁটি জিনিস ধরান চাই, পারস্পরিক দরদ ও সেবাপরায়ণতা জাগিয়ে তোলা চাই। এইগুলি হ'লো গোড়ার কাজ। এ কাজ সৎসঙ্গীরা এবং কর্ম্মীরা মিলে সাধ্যমত করেই চলেছে এবং success (সাফল্য)-ও কম হয়নি। তবে এখনও বহু করার বাকী। সবার প্রতিই আমাদের দায়িত্ব আছে। কিন্তু আমি দেখি হিন্দুদের আজ বড় দুর্দ্দশা। হিন্দুরা আজ জানে না তারা হিন্দু কেন ও কিসে। তারা জানে না কী তাদের

করণীয়। তাদের ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে আজ তারা অবজ্ঞার চোখে দেখছে। প্রতিলোম ও divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) চালু হ'তে চলেছে। বর্ণাশ্রম ভাঙ্গার জন্যে সকলে ব্যস্ত। আদর্শপ্রাণতার ধার ধারে না বেশীরভাগ লোক। সবাই স্ব-স্ব প্রধান। বড়কে শ্রদ্ধা করতে জানে না। কারও ভাল কেউ দেখতে পারে না। পরস্পর পরস্পরকে ধ'রে তোলার চাইতে টেনে নামাতেই পটু। পূর্ব্ব-পুরুষদের কৃতিত্ব ও গৌরব সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ। সেই অজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা তাঁদের বিরূপ সমালোচনায় মুখর। আবার প্রবৃত্তিরোচক, অস্তিত্ব-অপঘাতী, বৈশিষ্ট্য-বিনাশী মতবাদগুলির প্রশংসায় এরা পঞ্চমুখ। কত আর কব! ভাবতে গেলে ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয়। এ সবের প্রতিকার না ক'রে, ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টির ভিত্তিতে integration (সংহতি) না এনে যা-কিছুই কর না কেন কিছুই টিকবে না, সবই বাইরের এক ঝাপটায় নষ্ট হ'য়ে যাবে। তাই fundamental (ভিত্তিগত) দিকে সৎসঙ্গীদের প্রচণ্ড ঝোঁক। মনে কর, হিন্দুরা পূর্ব্ববঙ্গে সংগঠনমূলক কাজ তো কম করেনি। কিন্তু মূল বাদ দিয়ে, দূরদর্শী ব্যবস্থাপনা বরবাদ ক'রে এত যে কাজের ঘটা, রাজনীতির গরম-গরম বক্তৃতায় মুখের ফেনা উঠিয়ে ফেলা, তার ফল কি হ'ল? আমার মতে দেশভাগ হওয়া মোটেই ভাল হয়নি, তা' হিন্দুর পক্ষেও না, মুসলমানের পক্ষেও না। ঈশ্বরপরায়ণতা, আদর্শনিষ্ঠা ও পারস্পরিক প্রীতি ও সেবা সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটি নরনারীর অনুশীলনীয় বস্তু। এইগুলি না থাকলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকে না, মুসলমানের মুসলমানত্ব থাকে না, খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টানত্ব থাকে না, এক কথায় ধর্ম্মই অন্তর্হিত হয়। আমরা চাই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণতার জাগরণ—যাতে প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যেকটি মানুষের আপনজন হ'য়ে ওঠে বাস্তব সক্রিয়তায়। একমেবাদ্বিতীয়ং যিনি, পরমপিতা যিনি, পরম পরিপূরণী পুরুষ যিনি তাঁর নামে যেদিন আমাদের সকলের হৃদয় আনন্দে ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে, সেদিন আর আমাদের ভাবনা নেই। তখন আপসে আপ্ কত উন্নতিমূলক কাজ যে হবে তার লেখাজোখা নেই। Integration (সংহতি) আসলে, সেবাবুদ্ধি জাগলে সৎকাজের প্লাবন ডেকে যাবে। তবে মূলকাজ অব্যাহত রেখে এখন যেখানে যতটা যা' করা যায়, তা' করাই ভাল। আর তোমরাই তা' করবে।

দেবেনদা—আমি কয়েকবছর আগে নাম নিয়েছিলাম বন্ধুবান্ধবদের পীড়া-পীড়িতে। আমার মনে কোন দাগ কাটেনি। তারপর চাতুর্ব্বর্ণ্য ইত্যাদির কথা শুনি, আমার এ-সব পছন্দ হয় না। আমি কোন সমাধান পাচ্ছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথার ফাঁকে মাঝখানে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আকাশপানে চেয়ে তারা দেখছিলেন। এইবার তিনি সোজা হ'য়ে ব'সে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় তীব্র

ওজস্বিতার সঙ্গে বললেন—চাতুর্ব্বর্ণ্য মানি, কারণ, hard facts of life (জীবনের কঠোর বাস্তব তথ্য) ঘাড় ধ'রে মানায়। যদি বাঁচতে চাই বাঁচার অপরিহার্য্য বিধিগুলিকে না মেনে উপায় নেই। আমি তো দেখি জন্মগত সংস্কার ও বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা ক'রে জীবনের একটা পদক্ষেপও ঠিকমত ফেলা যায় না। তুমি হয়তো অতোখানি ভাব না, তাই তুমি না মেনে পার। তুমি হয়তো ভাববে নানারকম নিষিদ্ধ খাদ্য খেলে এমন একটা দোষ কী? তাই সেগুলি খেতে তোমার হয়তো আটকাবে না। কিন্তু যারা দূরদর্শী, কি করলে তার ফলাফল কালে-কালে কি হয় সে-সম্বন্ধে যারা সচেতন, তারা কিন্তু যেমন খুশি চলতে, করতে ও খাদ্য-খানা খেতে সাহস পায় কম। নিজেদের খেয়ালের সিদ্ধান্তের চাইতে শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর তারা মূল্য দেয় ঢের বেশী। এতে ক'রে তারা ঠকে ব'লে মনে হয় না। আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ আপাত-রমণীয় না হ'তে পারে, কিন্তু তাই-ই জীবনের পথ, অমৃতের পথ। আর নাম পেয়েছ, করতে চাইলে করবে, ইচ্ছা না হলে করবে না, সে আলাদা কথা। তবে মনে রেখো নাম ক'রে কৃতার্থ হই আমরা, ভগবান কৃতার্থ হন না। ভগবান বলছেন না 'আমাকে রক্ষা কর', আমরাই রক্ষা পাবার জন্য তাঁর আশ্রয় নিই। জানি বা না জানি, বুঝি বা না বুঝি এ-কথা ঠিকই যে তাঁর দয়া ছাড়া একমুহূর্ত্তও আমরা টিকতে পারি না। এমনই বেকুব আমরা যে যাঁর দৌলতে আমাদের সব-কিছু, এমন-কি আমাদের অস্তিত্বের মূল উৎস যিনি, তাঁকেই অস্বীকার ক'রে অহঙ্কারের জয়ঘোষণায় আমরা ডঙ্কা মেরে বেড়াই। তবু দয়ালের দয়ায় স্রোত নিরন্তর সমানে বইতে থাকে। নইলে তো সবাই লহমায় নিভে যেতাম। এহেন তিনি—তবু আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর কথা স্মরণ করি না। ধর, তুমি দয়া ক'রে নাম নিয়ে ধন্য করেছ। কিছু করলে না, ধরলে না, অথচ সমাধান চাও। তা হবে কি ক'রে বল! সমাধানের মধ্যে আছে সম্যক ধারণ, সম্যক নিষ্পন্ন করা। না করলে কি হয়? Sincerely (নিষ্ঠা-সহকারে) করতে হয়। যারা নিয়মিত পড়াশুনা করে না, পরীক্ষার সময় আসন্ন হ'লে কেউ একটু-আধটু দেখিয়ে দিলেও তারা তা' ভাল ক'রে ধরতে পারে না। ধরবে কি ক'রে? চুম্বকে কথাটা বুঝাতে গেলেও তো কিছুটা পড়াশুনার চর্চ্চা থাকা দরকার। কথায় বলে—লেখা নাই, পড়া নাই, ছিরু বিশ্বাস নাম। গোড়ারটা না বুঝে, না ক'রে শেষেরটা বুঝতে গেলে তো হয় না। সবটার একটা ক্রম আছে। নিষ্ঠার সঙ্গে সেই ক্রম অনুযায়ী করতে হয়। নিজের কাছে যে নিজে sincere (অকপট) নয়, সে দুনিয়ার কাছেও sincere (অকপট) নয়। নিজের দোষ-দুর্ব্বলতাকে যে জয় করতে পারে সে দুনিয়াকেও জয় করতে পারে।

দাদাটি অনুতপ্ত হৃদয়ে বললেন—আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। এখন থেকে আমি ঠিকমত করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার করাই তোমাকে বুঝিয়ে দেবে। এখানকার বইটইগুলি প'ড়ো। মাঝে-মাঝে এখানে এসো। আর যারা করে, জানে-শোনে তাদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ ক'রো।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার উঠলেন। তিনি পায়খানা ক'রে হাতমুখ ধুয়ে আসার পর শ্রীশ্রীবড়মা ভোগ নিয়ে আসলেন।

ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর শৈলমাকে (শ্রীশ্রীঠাকুর একে ডাক্তার বলতেন) সামনে বসিয়ে মাজুম পোলাও খাওয়ালেন। আদর ক'রে বার-বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—কেমন হইছেরে শৈল?

খুব ভাল—সজল রসনায়, সহাস্য বদনে, স্খলিত বচনে সংক্ষেপে উত্তর দেন ভোজনব্যস্ত শৈলমা।

শ্রীশ্রীঠাকুর চোখের ইশারায় ইঙ্গিত করেন হেমপ্রভামাকে আরো পোলাও দিতে।

হেমপ্রভামা দিয়ে চলেন। শৈলমা আকণ্ঠ খেয়ে ঢক-ঢক ক'রে খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে ঢেকুর তুলে বলেন—আর পারব না ঠাকুর। গলা দিয়ে আর নামছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন—মাল আর আছে নাকি?

হেমপ্রভামা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রফুল্ল, খগেন (তপাদার) ওদের সবার হাতে-হাতে একটু ক'রে দিলে পারিস।

সবাই হাত ধুয়ে হাতে ক'রে পোলাও খাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন পরিতৃপ্তির সঙ্গে সবার সানন্দ আহার্য্যগ্রহণের দৃশ্য উপভোগ করছেন।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ২৫।৫।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে তাঁবুর ছায়ায় ইজিচেয়ারে ব'সে উপস্থিত দাদাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ন্যাংড়া আমের মধ্যে নিকৃষ্টতম যেটা, তার মধ্যেও ন্যাংড়ার speciality (বিশেষত্ব) কিছু-না-কিছু পাওয়া যাবে, যা' কিনা nurture (পোষণ) দিয়ে একটা full-fledged (পূর্ণ-বিকশিত) ন্যাংড়াতে পরিণত করা যায়। একটা বোম্বাই আম যতই ভাল হোক, তার মধ্যে কিন্তু

ন্যাংড়ার স্বাদ, গন্ধ পাওয়া যাবে না। যা' যেমন, তা' তেমন। একটাকে দিয়ে আর একটার কাজ হবে না। তাই প্রত্যেকটা শুভ বৈশিষ্ট্যকে টিকিয়ে রাখা ও ক্রমোন্নত ক'রে তোলার চেষ্টা করা ভাল। নইলে evolution (বিবর্ত্তন) hampered (ব্যাহত) হয়। বর্ণ-বিধানের একটা প্রধান লক্ষ্য হ'ল প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকে তাজা রেখে evolution (বিবর্ত্তন)-এর progressive run (প্রগতিমুখর গতি) বজায় রাখা। একাকার করতে গেলে জীবনই টেকে না। নাককে যদি চোখ ক'রে তুলতে চাই, এবং তাতে যদি কৃতকার্য্যও হই তাতে কোন লাভ নেই। কারণ, তখন নাকের কাজ করবে কে? আর, নাকের service (সেবা) না পেয়ে প্রাণই বা বাঁচবে কি করে? আবার, প্রাণহীন দেহে চোখেরই বা utility (উপযোগিতা) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ অন্যমনাভাবে নীরবে ব'সে রইলেন তারপর চিন্তান্বিত কণ্ঠে বললেন—চারিদিকে চাইলে মনে হয়—ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী; সবাই যেন বলছে—কে আছ কোথায়, ধ'রে তোল। কথাটি ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

চকিতে পরিবেশটি যেন বিষাদগম্ভীর হ'য়ে উঠলো। আবার কিছুসময় চুপচাপ কাটলো। বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে গরমও বেড়ে চললো।

এরপর প্রতিলোম বিবাহ-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওটা বড় সর্ব্বনাশা জিনিস। মেয়েরা যদি সতীত্ব হারায়, চরিত্র হারায়, তাহলে তাদের কিছুই থাকে না। কিন্তু ঐ অবস্থায়ও যদি তারা হীন-সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে পারে, তাহ'লেও মন্দের ভাল। মেয়েদের হীন-সংস্পর্শ মারাত্মক ব্যাপার। 'নীচ সহ গতি যার, নীচ সে দুর্ম্মতি'।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিয়ের প্রথম উদ্দেশ্যই হ'লো—genetic enrichment (জননগত সমৃদ্ধি)। এইটে হ'লো first and foremost (প্রথম ও প্রধান)। তারপরের জিনিস হ'লো cultural enrichment (কৃষ্টিগত সমৃদ্ধি)। তাই বর-কনের বংশগত ও ব্যক্তিগত আচার, ব্যবহার ও কর্ম্মের সঙ্গতি আছে কিনা তা' দেখা লাগে। আবার চাই physical enrichment (শরীরগত সমৃদ্ধি)।

পুরুষ-নারীর genetic compatibility (জননগত সঙ্গতি) যদি থাকে এবং psychical ও physical compatibility (মানসিক এবং শারীরিক সঙ্গতি) যদি কিছু কমও হয়, সেখানে বরং বিয়ে চলে, অবশ্য প্রশস্ত নয়। কিন্তু psychical ও physical compatibility (মানসিক ও শারীরিক সঙ্গতি) আছে, অথচ genetic compatibility (জননগত সঙ্গতি) নেই সেখানে বিয়ে

চলে না না। Genetic asset (জনন সম্পদ) কার কেমনতর, তা' না বুঝে বিয়ে-থাওয়ার সম্বন্ধ করা ভাল নয়। যেখানে বর্ণবিধান, বিবাহবিধি ও সত্তাপোষণী আচার-নিয়ম সুষ্ঠুভাবে পরিপালিত হয় সেখানে এটা determine (নির্ণয়) করা অনেকখানি সহজ হয়। কিন্তু যেখানে এসব নেই, সেখানে ব্যাপারটা শক্তই বটে। তাই আমার মনে হয়—যদি এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার করা যায়, যার সাহায্যে এটা নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহ'লে খুব ভাল হয়। Genetics (জননতত্ত্ব) সম্বন্ধে বাস্তবজ্ঞান ও তার প্রচার ও প্রয়োগ যত বাড়ে ততই জগতের মঙ্গল। আমার মনে হয় আমাদের বাপ, বড়-বাপ এ-বিষয়ে যা' ব'লে গেছেন, ঘুরে-ফিরে বিজ্ঞানকে একদিন সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

কেষ্টদা—পশুজগতে ও উদ্ভিদজগতে eugenics (সুপ্রজনন)-এর principle (নীতি) apply (প্রয়োগ) ক'রে তো যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু মানুষের জগতে এর প্রয়োগ-সম্বন্ধে মানুষ যেন তত আগ্রহশীল নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আমরা নিজেদের মঙ্গল সম্বন্ধে উদাসীন। আর একটা কথা। সবর্ণ বিয়ে যেমন ঠিকমত দিতে হয়, অনুলোম অসবর্ণ বিয়েও তেমনি judiciously ও correctly (বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ও যথাযথভাবে) adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে হয়। অনুলোম বিয়েটা কলম দেওয়ার মত ব্যাপার। ভাল আমের সঙ্গে বুনো আমের কলম নাকি খুব ভাল হয়। খুব vigour (তেজ) হয়। বিধিমত হ'লে অনুলোম সন্তান খুব তুখোড় হয়। তবে সবর্ণ বিয়ে না ক'রে অনুলোম করতে নেই। তা' করলে বংশের original (মূল) ধারার বৈশিষ্ট্য অনেকখানি ভাঙ্গা পড়ে। তাই সবর্ণে সমঘরে বিয়ের উপর এতখানি জোর দেওয়া হয়।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—সুস্থ শরীর-বিধানের মধ্যে প্রকৃতির তরফ থেকে এমন ব্যবস্থা আছে যে তার মধ্যে জীবনীশক্তির প্রতিকূল কোন শক্তি ঢুকলে তা প্রতিরোধ করার মত শক্তি শরীরের মধ্যে আপনা থেকে গ'ড়ে ওঠে। এই ব্যবস্থা না থাকলে প্রতিকূল সংক্রমণকে পরাভূত ক'রে মানুষের দীর্ঘদিন বাঁচাই কঠিন হ'তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—Administrative system (শাসন ব্যবস্থা)-ও ঐ রকম হওয়া উচিত।

কেষ্টদা—কিন্তু মানুষের সৃষ্ট কোন-কিছুর মধ্যে তো এইরকমটা দেখা যায় না। বরং সত্তাবিরোধী প্রবৃত্তিপরায়ণতাই সর্ব্বত্র প্রবল হ'য়ে মানুষের বিধ্বস্তির পথ প্রশস্ত করে। মানুষ নিজেই নিজের সঙ্গে শত্রুতা করে। এত ভেবেচিন্তে যে মানুষ রাষ্ট্রগঠন করে কিন্তু তা স্বতঃই সত্তাপোষণী ও অসৎ-নিরোধী হ'য়ে

ওঠে কই? বেশীর ভাগ মানুষই তো নিজের ভুলকে সমর্থন করে, তা' সংশোধন করতে চেষ্টা করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করে না due to ignorance (অজ্ঞতার দরুন)। কিসে কী হয়, obsession (অভিভূতি)-এর দরুন মানুষ তা' বুঝেও বুঝতে চায় না।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সহায়রামবাবুর poliporin ওষুধটা বের হ'লে খুব কাজ হবে। সুশীলদার মাধ্যমে জানলাম ওষুধটা খুব ভাল হয়েছে। যে-কোন রকমের টাইফয়েডের রোগীকে দিলে সারে অথচ কোন reaction (প্রতিক্রিয়া) হয় না।

বেলা বাড়তে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্য অনেকে ঘরের মধ্যে এসে বসলেন। প্যারীদা ও সরোজিনীমা প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের গাড়ু, গামছা, তামাক, টিকে, গড়গড়া, পিকদানি, জলের ঘটি, সুপারির কৌটা, দাঁতখোটা ইত্যাদি ঘরের মধ্যে নিয়ে আসলেন। ঋত্বিক্ সঙ্ঘের কাজকর্ম্ম-সম্পর্কে কতিপয় বিশিষ্ট কর্ম্মীকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনারা যে কিছুই করলেন না জোর দিয়ে। এটা না হ'লে ওটা, ওটা না হ'লে সেটা, এইভাবে কত কীই তো দিলাম, কিন্তু কোনটাই তো ঠিকমত করলেন না। আদৎ কথা, আপনাদের এই সম্বন্ধে ধান্ধাই কম। কিন্তু আমি যা'-যা' বলেছি সেগুলি সময়মত না করলে পরে এমন ধাক্কা আসবে যা' সামাল দেওয়া কঠিন হবে।

সকলেই অধোবদনে কথাগুলি শুনলেন।

সংবাদপত্রে লেখার ধরণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের idea (ভাবধারা)-গুলি নানাভাবে পরিবেষণ করা লাগে। যেমন হয়তো লেখা হ'লো social doctrines in politics (রাজনীতির মধ্যে সামাজিক নীতি)। রকমারি ধরণে লিখতে হয়। Burning problem-এর (জ্বলন্ত সমস্যা) উপর দাঁড়িয়ে তার মধ্য-দিয়ে কথাগুলি ঢোকাতে হয়, তাতে খুব effective (কার্য্যকরী) হয়, editor (সম্পাদক)-দের মাথায় জিনিসগুলি set করাতে (বসিয়ে দিতে) গেলে, তাদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া লাগে, গল্প করা লাগে, তাদের বই দেওয়া লাগে। যারা এই কাজ করবে, তাদের যেমন চাই conviction (প্রত্যয়), তেমনি চাই personality, character, intelligence ও all round knowledge (ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা ও সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান)। সকলে না শুনলেও, যাদের inclination (প্রবণতা) আছে, তারা শুনবে, বুঝতে চেষ্টা করবে, ভাববে নূতন idea (চিন্তাধারা) ভালভাবে receive (গ্রহণ) ক'রে ভাল ক'রে ফোটাতে পারলে তাদেরও একটা কৃতিত্ব হবে। মহাত্মাজীর প্রার্থনান্তিক ভাষণ যেমন নিত্য বেরুত, তেমনি এখানকার conver-

sation (কথোপকথন)-গুলিও দেওয়া যায়। এর মধ্যে তো politics (রাজনীতি) ইত্যাদি সব সম্পর্কে কথা থাকে। প্রত্যেক কাগজের representative (প্রতিনিধি) এখানে থাকলে ভাল হয়। কয়েকটা কাগজে বিভিন্ন রকমে রোজই লেখা বের করতে হয়। সেই সঙ্গে নিজেদের দু'খানা ইংরেজী ও দু'খানা বাংলা daily (দৈনিক-পত্রিকা) বের করা লাগে। মানুষের চিন্তাধারা ঠিকপথে পরিচালিত করবার জন্যই এ-সব দরকার। লোকের চিন্তাপ্রণালী শুদ্ধ হ'লে চলনও শুদ্ধির পথে অগ্রসর হয়।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ২৬।৫।৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলার দালান ঘরে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। কাছে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), ডাক্তার কালীদা (সেন) প্রভৃতি।

মানব-মঙ্গলের জন্য তাঁর প্রাণ সর্ব্বদাই ব্যাকুল। তাই সাত্বত চলনের অমৃত-সঙ্কেত দানে তাঁর কখনও শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। অনুশ্রুতি প্রথম খণ্ডের জন্য ইদানীং আরো কিছু ছড়া লিখিয়ে দিচ্ছেন তিনি। সঙ্গে-সঙ্গে চলছে প্রাণোন্মাদী আলাপ-আলোচনা, প্রশ্ন, পরিপ্রশ্ন। অপূর্ব্ব আনন্দস্রোতে কোথা দিয়ে যে দিন চলে যায়, তা' যেন ঠাওরই পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

যে জাতিতে বাজারী বেশ্যা
স্বৈরিণী নারী কম
নিছক জানিস সে জাতিটির
আছেই বুকের দম।

কেষ্টদা প্রফুল্লকে বললেন—ছড়াটা পড় তো!

পড়া হ'ল।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পুরুষ নারী কারও পক্ষে ব্যভিচার ভাল না। ওতে মাথার দফা রফা হ'য়ে যায়। আদর্শপ্রাণ উপযুক্ত পুরুষের বিহিত বহু বিবাহ ভাল। তাতে জাতির মধ্যে যোগ্য লোক বাড়ে। কিন্তু মেয়েদের যদি chastity (সতীত্ব) না থাকে তবে তারা কখনও সুসন্তানের জননী হতে পারে না। তাদের পেটের ছাওয়াল-পাওয়াল concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'তে পারে কমই। এমন একটা climate (আবহাওয়া) সৃষ্টি করা লাগে যাতে জীবন গেলেও মেয়েরা ব্যভিচারের পথে পা না বাড়ায়। পুরুষরাও তখন তাদের entice (প্রলুব্ধ) করতে সাহস পায় না। যে-সব পুরুষ বদমাইসি করতে চায়

অথচ বিয়ের দায়িত্ব নিতে নারাজ, তাদের sex-life (যৌনজীবন) কোনদিন adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয় না এবং তাদের দ্বারা সমাজ contaminated (কলুষিত) হয়।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর আগ্রহভরে বললেন—দেখেন কেষ্টদা! নিম্নমুখী গতি মানুষের স্বাভাবিক, কিন্তু সমাজের কাঠামোর মধ্যে এমন কতকগুলি এৎফাক করা লাগে যাতে মানুষের দৃষ্টি ঊর্দ্ধমুখী হয়ই কি হয়। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে; আর, সবর্ণ বিয়ের ব্যাপারেও মেয়েদের মধ্যে এমন একটা sentiment (ভাব) গজিয়ে দিতে হয় যাতে তারা উন্নত কুলশীল ও চরিত্রসম্পন্ন পিতৃমাতৃভক্ত, শ্রেয়নিষ্ঠ পুরুষ ছাড়া যাকে-তাকে বিয়ে করতে রাজী না হয়। আর, সর্ব্বস্তরে এন্তার যাজন চালানো লাগে যাতে মানুষের সুপ্ত শ্রেয়শ্রদ্ধা পুনরায় গর্জ্জে ওঠে। আবার, প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে যে-সব gradation (ক্রম) আছে সেগুলি ঠিক ক'রে দেওয়া লাগে। উন্নতি কথাটার মানেই হচ্ছে ঊর্দ্ধে সক্রিয় নতি। এছাড়া উন্নতির আর কোন পথই নেই।

রকমভেদে জন-জাতিকে
সাজাবি এমন ক'রে
উঁচুর ঝোঁকে অবাধ হবে
ধর্ম্ম রাখবে ধ'রে।

কি বলেন কেষ্টদা? টানহীন মানুষ তো নেই। এখন এই টানটাকে ঠিক মত মোড় ফিরিয়ে দিতে পারলেই সব কাম ফরশা।

চট্টগ্রাম থেকে এক দাদা এসেছেন। তিনি প্রণাম ক'রে বললেন—দেশ থেকে চলে এসেছি। অল্প কিছু টাকা সঙ্গে আছে। এখন কোথায় থাকব, কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেশে কী করতে?

উক্ত দাদা—ব্যবসা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেশুনে গঙ্গার পশ্চিম পারে কোন একটা ভাল জায়গায় একটু জমি কিনে ঘর তোলা লাগে। আর ব্যবসা যা' জান, অল্প পুঁজি দিয়ে তেমন কিছু সুরু করা ভাল। বাড়ীর জন্য যে জমি কিনবে, তাতে যেন একটু জায়গা বেশী থাকে, যাতে কৃষি ক'রেও দু'চার পয়সা কামাই করতে পার এবং সংসারের তরিতরকারির কাজও ও থেকে চ'লে যায়। ধীরে-ধীরে একটু ধানের জমি করার তালে থাকতে হয়। বাড়ীতে ইচ্ছা করলে একটা গাই পুষতে পার। আশেপাশে সৎসঙ্গী অনেক আছে এমন পরিবেশে থাকা ভাল। সৎসঙ্গীরা সৎসঙ্গীদের জন্য খুব করে। অন্য লোককেও এরা সেবা-সাহায্য করতে কসুর করে না। আর,

যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি কাঁটায়-কাঁটায় নিখুঁতভাবে পালন ক'রে চলবে। ও বড় জবর মাল। ঐ মূলে শক্ত থাকলে ঝড়ঝাপটায় কাবু করতে পারবে কমই।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কার instinct (সহজাত সংস্কার) কেমন তাই দেখতে হয়। কা'রও instinct (সহজাত সংস্কার) যদি ভাল হয় এবং বিয়ে-থাওয়া যদি বিধিমাফিক হয়, তাহ'লে তার পরবর্ত্তী বংশধররাও ভাল হবে এটা আশা করা যায়। অবশ্য শুধু ভাল instinct (সহজাত সংস্কার) থাকলেই হবে না, nurture (পোষণ)-ও ঠিকমত দেওয়া লাগবে। Special nurture-এ (বিশেষ পোষণে) special result (বিশেষ ফল) হয়ই, কিন্তু তা' instinct (সহজাত সংস্কার)-এর মত transmissible (সংক্রমণযোগ্য) হয় না।

প্রফুল্ল—আপনার শেষের কথাটা পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। Idea (ভাব)-টা বুঝেছি, কিন্তু একটা concrete example (বাস্তব দৃষ্টান্ত) পেলে বুঝটা আরো পরিষ্কার হ'তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সামনের দিকে ঝুঁকে ব'সে ললিত ভঙ্গীতে ডান হাতখানি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বললেন—ধর, একটা আমগাছকে special nurture (বিশেষ পোষণ) দিয়ে হয়তো একটা বটগাছের মত বড় করা হ'ল। কিন্তু তার বীচিতে যে গাছ হবে, তা' যে বটগাছের মত বড় হবে, তার কোন মানে নেই। কিন্তু বটগাছের বড় হওয়াটা তার instinctive (সহজাত সংস্কারগত)। তাই বড় বটগাছের চারা সহজেই বড় হবে। বুঝলি তো ব্যাপারটা?

প্রফুল্ল—আজ্ঞে হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তাহ'লে এখন ছড়া লেখ্।

জাত-সমাজ বা সম্প্রদায়ে
 যেমন নারীই হো'ক
বিহিতভাবে রকমফেরে
 রাখিস ঘুরিয়ে রোখ্;
জাতিকুল-বা-ধর্ম্মভ্রষ্টা
 যতই নারী হবে
ধ্বসে যাবেই জীবন জাতির
 নিছক জানিস সবে,
তাইতে বলি শোন্ তোরা ও!
 আলহাদ্‌দুষ্টি যারা
রাখতে নারী সামাল হ' রে
 ঘুচিয়ে বেকুব মারা।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে-কোন কারণেই হোক মেয়েরা যাতে সমাজের বাইরে চ'লে না যায়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। পরিস্থিতির চাপে বা নিজের ভুলে যদি কোন মেয়ে ভ্রষ্টা হয় তাহ'লে সমাজপতিদের উচিত তাই করা যাতে তারা পরিশুদ্ধ হ'য়ে সমাজের বুকে ফিরে আসতে পারে। কোন মেয়ে যদি দুর্ব্বৃত্তের দ্বারা বলপূর্ব্বক ধর্ষিতা হয় এবং সে যদি সমাজে ফিরে আসার সুযোগ না পায়, তাহ'লে সেটা সমাজের পক্ষে নৃশংসতা। দুর্ব্বৃত্তের হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা করা সমাজেরই দায়িত্ব। সে-দায়িত্ব পালন করতে না পারা সমাজের পক্ষে প্রায়শ্চিত্তার্হ অপরাধ। সেই প্রায়শ্চিত্ত না ক'রে উল্টে যদি সমাজ ঐ মেয়েদের ঘরে ফিরে আসার পথ রুদ্ধ ক'রে দেয়, তাহ'লে ঐ মেয়েরাই এর ফলে একদিন সমাজের ferocious enemy (হিংস্র শত্রু) হ'য়ে দাঁড়ায়। তাতে দুষ্টের দলই পুষ্ট হয়। আমার মনে হয় এমন-কি distorted (বিকৃত) মেয়ে যারা, তাদেরও এমন psychologically (মনোবিজ্ঞান সম্মতভাবে) tackle (পরিচালনা) করা লাগে, যাতে তারা আরো দূষিত হ'য়ে সমাজের দশজনের আরো ক্ষতির কারণ হ'তে না পারে। এ কাজ করতে গেলে নিজে আদর্শে অচ্যুত থেকে রকমারি রংঢং করা লাগে। যার-তার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। অনধিকারী যদি এই সব করতে যায়, তাহ'লে যাদের মোড় ফেরাতে যাবে, তাদের মোড় ফেরাতে তো পারবেই না, উপরন্তু নিজেও ডুববে।

এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত ছড়াটি দিলেন—

সাপ নিয়ে তুই খেলবি যদি
ও রে বেদের ছেলে
মন্ত্র ওষুধ ঠিক রাখিস, নয়
মরবি ছোবল খেলে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর উদ্বেগের সঙ্গে বললেন—ঐ আর একটা সর্ব্বনাশা আড়-কাঠির আমদানি হ'তে যাচ্ছে দেশে। যীশুখ্রীষ্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এর বিরুদ্ধে ব'লে গেছেন। কি আছে তো কথাটা?

বাইবেল থেকে ম্যাথুর পঞ্চম অধ্যায়ের ৩২তম উক্তিটি পড়ে শোনান হ'ল—

But I tell you, anyone who divorces his wife for any reason except unchastity makes her an adultress, and whoever marries a divorced woman commits adultery (কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যে তার স্ত্রীকে অসতীত্ব ছাড়া অন্য কোন কারণে

চিরতরে বর্জ্জন করে সে তাকে ব্যভিচারিণী ক'রে তোলে এবং যে স্বামী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা নারীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।)

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাহ'লেই বুঝে দেখ। তারপর এই ছড়াটি দিলেন—

ত্যক্ত নারীর আবার বিয়ে
দৃপ্ত বুকে ক্ষিপ্ত ফণা,
গলায় প'রে পুরুষ বেড়ায়
প্রিয়বুকে সটান টনা।

কেষ্টদা—এখন করা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' যা' কইছি, তা' নিয়ে আড়ে-হাতে লাগেন। নিষ্ঠাবান, শক্তিবান, বুদ্ধিমান, দীর্ঘদৃষ্টিসম্পন্ন, চতুর, চৌকষ, সুনিয়ন্ত্রিত, স্বভাবনেতৃত্ব-সম্পন্ন, বিশেষ মানুষেরই আজ বড় অভাব। আর, তেমন লোক এক-আধজন থাকলেও তারা এই হুজুগের যুগে পাত্তা পায় কম। তাদের পাত্তা দিলে যে অকাম করার সুবিধা হয় না।

এই ব'লে ছড়া দিলেন—

বিশিষ্টকে করলে বাতিল
যম-বাঘা সব পিছু ধায়,
চলার পথে বিনা বাধায়
ঘাড় মটকে রক্ত খায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইভাবে পর-পর ছড়া লেখা চলতে লাগলো।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৭।৫।৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ-সম্বন্ধে একটি ছড়া দিলেন। তারপর সেই সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন—অনুলোমে বিভিন্ন বর্ণগুলি যে শুধু সুসম্বদ্ধ হয়, তা' নয়, দেশের মধ্যে একটা cultural upliftment (কৃষ্টিগত উন্নয়ন)-ও হয়। উচ্চবর্ণে মেয়ের বিয়ে হ'লে সেই মেয়ে যেমন স্বামীর ঘরের উন্নত চাল-চলন ও আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়, তেমনি সেই মেয়ের বাপ-মাও জামাই-মেয়ে ও নাতি-নাতনীর খাতিরে উন্নত চালচলন ও আচার-আচরণে অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করে। বড়র প্রতি শ্রদ্ধা মানুষকে বড়ই ক'রে তোলে। এইভাবে অনুলোমে সমস্ত জাতির মধ্যে একটা ঊর্দ্ধমুখী মনোভাব

চারিয়ে যায়। অনুলোমজ সন্তানেরা পিতৃবর্ণের বিশেষ-বিশেষ বর্গে স্থানলাভ করে। এতে original paternal instinct (পিতৃপুরুষের মৌলিক সহজাত সংস্কার)-গুলির নানারকম rich ও fine variety (সমৃদ্ধ ও সূক্ষ্ম ধরণ)-এর সৃষ্টি হয়। তাদের ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মদক্ষতাও তদনুগ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয় যেটা কিনা জাতির উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হ'য়ে ওঠে।

প্রফুল্ল—আপনি তো বলেছেন সমান বিয়ের সাম্যধাঁজ। এই সাম্যধাঁজওয়ালা মানুষই তো সমাজ-সংস্থিতির জন্য সব চাইতে বেশী প্রয়োজন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কী? তাই তো আমাদের শাস্ত্রের বিধান হচ্ছে উপযুক্ত যারা তারা আগে সবর্ণ বিয়ে ক'রে তারপর অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ করতে পারে। সবর্ণ বিয়ে না ক'রে কিন্তু প্রথমেই অনুলোম বিয়ে করা চলে না। সেটা অশাস্ত্রীয় ব্যাপার। এর উদ্দেশ্য হ'চ্ছে—সাম্যধাঁজওয়ালা বংশগত মূল ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা। তাই সবর্ণে সদৃশ ঘরে বিবাহের এত প্রশংসা ও প্রচলন। এটা অব্যাহত রেখে তারপর উপযুক্ততা বুঝে ক্ষেত্রবিশেষে অনুলোমের ব্যবস্থা করতে হবে। অনুলোমের কথা যখন আমি বলি তখন আমি এটা ধরেই নিই যে তার আগে বিহিত সবর্ণ বিয়ে হওয়াই চাই। তাই অনুলোম বিবাহ-সম্বন্ধে আমার প্রশংসা শুনে কেউ যদি এ-কথা মনে করে যে আমি সবর্ণ বিয়েকে খাটো করছি তাহ'লে সে কিন্তু মহা ভুল করবে। তবে আমি যা' বলছিলাম তাও তলিয়ে বুঝবার মত। ধর, একজন বিপ্র প্রথম সবর্ণ বিয়ে করলো, তার সবর্ণ সন্তান থাকলো। তদুপরি যদি তার একটি ক্ষত্রিয়া স্ত্রী থাকে এবং তার গর্ভে সন্তান হয়, তবে ঐ সন্তানের মধ্যে বিপ্র instinct (সহজাত সংস্কার) ও ক্ষত্রিয় temperament (মেজাজ)-এর একটা happy blending (সুখকর সংমিশ্রণ) দেখা যাবেই কি যাবে। এই ধরণের নানারকম combination (সংযোগ)-এর ভিতর-দিয়ে বিভিন্ন প্রকার new specific variety (নূতন বিশেষ শ্রেণী) evolve করবে (বিবর্ত্তিত হবে) যাদের সামর্থ্য ও উপযোগিতা হবে নূতনতর রকমের, যা' কিনা জাতীয় জীবনকে richer ও more varied (সমৃদ্ধতর ও বিচিত্রতর) ক'রে তুলবে। এটা কি কম আসানের কথা? অনুলোমের আরো অনেক সুফল আছে। আমি একটা দিককার কথাই এখানে বললাম। তবে অনুলোমজ সন্তানদের উপাধি লেখার সময় পিতার উপাধির সঙ্গে তাদের স্ব-স্ব বর্ণপরিচয় ব্র্যাকেটে লেখার অভ্যাস করা ভাল। ধর, বাবা বিপ্র চট্টোপাধ্যায়, মা বৈশ্যা। তাদের সন্তান পদবী লিখবে চট্টোপাধ্যায় (অম্বোষ্ঠ)। এই প্রথা চালু না থাকলে পরে বিয়ে-থাওয়ার বেলায় গোলাম-ঘণ্ট হ'য়ে যেতে পারে। এটা করাই লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। সূর্য্য অস্ত গেছে। তবু গরম হাওয়ায় যেন গা পুড়ে যায়। বঙ্কিমদা (রায়), বীরেনদা (মিত্র), সতীশদা (দাস), হরেনদা (বসু), খগেনদা (তপাদার), আদিনাথদা (মজুমদার), গোপেনদা (রায়), ভোলানাথদা (সরকার), নগেনদা (বসু), হরিদাসদা (সিংহ), যতীনদা (শীল), চারুদা (করণ), রজনীদা (রায়) প্রভৃতি দাদারা এবং মায়ামাসীমা, কালীষষ্ঠীমা, অমূল্যদার মা, হেমপ্রভামা, সরোজিনীমা, বিজয়দার মা, কালিদাসীমা, রেণুমা, শৈলমা, (বসু), সুষমামা, সুশীলাদি, সেবাদি প্রভৃতি তাঁকে ঘিরে বসে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কটা বাজে রে?

প্রফুল্ল—সাড়ে সাতটা।

কালিষষ্ঠীমা—গরমের চোট দেখে বোঝার জো নেই রাত সাড়ে সাতটা না বেলা সাড়ে সাতটা।

কালীষষ্ঠীমার বলার ভঙ্গীতে মৃদু হাসির তরঙ্গ উঠলো আসরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তারিফ ক'রে বললেন—কালীষষ্ঠী যা' কথা কয় সাত কথার এক কথা। ঠেলার জো নাই কারও।

কালীষষ্ঠীমা উৎসাহিত হ'য়ে রসিয়ে-রসিয়ে কত কথাই ব'লে চলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সাগ্রহে শোনেন।

এদিকে শৈলমা মাঝে-মাঝে ফোড়ন কেটে উস্‌কে দেন।

অন্যমনস্কতার ভিতর-দিয়ে খানিকটা সময় কেটে যায়।

এরপর বহিরাগত একটি দাদা বললেন—বাবা! আমি ব্যবসা করতে চাই, কী ব্যবসা করব আপনি বলে দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর মাথায় যেটা ধরে সেই ব্যবসা করবি। আমি কি আর-কেউ ব'লে দিলে ভাল হয় না। ভেবে দেখবি তুই কী বুঝিস ভাল, পারিস ভাল, কোন্ দিকে তোর ঝোঁক, কোন দিকে তোর মাথা খেলে। সঙ্গে-সঙ্গে আরো ভাববি তা' দিয়ে লোকের কী অভাব বা প্রয়োজন তুই মেটাতে পারিস। এই রকম ভেবে-চিন্তে সব দিকে নজর রেখে সততার সঙ্গে যদি কাজ করিস, তাহ'লে দাঁড়িয়ে যেতে পারবি আর সে-অবস্থায় পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের দরুন যদি এক জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় গিয়ে ব্যবসা করতে হয় কিংবা এক ব্যবসা ছেড়ে আর-এক ব্যবসা করতে হয়, তাতেও তোর আটকাবে না। তোর চলন-চরিত্র, তোর অভিজ্ঞতা, তোর বুদ্ধি-বিবেচনা, তোর কর্ম্মপটুতাই তোর capital (মূলধন) হ'য়ে দাঁড়াবে। যাই করিস যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ঠিকমত করবি। মহাজন ও খরিদ্দারের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবি। সব জিনিস নিজের নখদর্পণে

রেখে চলবি। হিসাবপত্র নিখুঁতভাবে রাখবি। কথা খেলাপ করবি না। অল্প মূলধন নিয়ে কাজ করবি। মূলধন কখনও ভাঙ্গবি না। বরং লাভের সবটা খরচ না ক'রে তার থেকে সাধ্যমত মূলধনে যোগ করবি। ধার-বাকী না দিয়ে পারলে ভাল হয়, দিলেও হুঁশিয়ার হয়ে হিসাব ক'রে লোক বুঝে মাত্রামত দিতে হয়। আর তিক্ততার সৃষ্টি না ক'রে সময়মত সুকৌশলে তা' আদায় ক'রে নিতে হয়। যে সময়ে যা' করবার, তখনই তা' করতে হবে। ঢিলেমি বা দীর্ঘসূত্রতা ব্যবসা ও ব্যবসায়ীর মহাশত্রু।

দাদাটি বললেন—আমি এইভাবে চলতে চেষ্টা করব।

এরপর একে-একে প্রণাম ক'রে অনেকেই বিদায় নিলেন।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ২৮।৫।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), পণ্ডিত ভাই (ভট্টাচার্য্য), রাজেনদা (মজুমদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই প্রফুল্ল! কাল যে ছড়াগুলি দিয়েছিলাম কেষ্টদাকে পড়ে শুনাবি নাকি?

প্রফুল্ল—আজ্ঞে হ্যাঁ!

ছড়া পড়া হচ্ছে। পড়ার সময় কোন-কোনটার ভাষা শ্রীশ্রীঠাকুর একটু-আধটু পরিবর্ত্তন ক'রে দিচ্ছেন। আবার সঙ্গে-সঙ্গে সে-বিষয়ে সবার মতামত জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছেন। প্রত্যেকের মন্তব্য ধীরভাবে শুনছেন। আর তাৎপর্য্য-সহ বুঝিয়ে দিচ্ছেন—কেন কোন্ শব্দটি প্রয়োগ করছেন।

অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ-সম্বন্ধে একটি ছড়া পড়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওতে ছেলেমেয়ের খুব vigour (তেজ) হয়।

কেষ্টদা—Science of heredity (বংশগতি-বিজ্ঞান) বলে যে hybrid vigour (সংমিশ্রণোদ্ভূত জাতকের তেজ) inherited (তার সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত) হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার আবার কায়দা আছে। ঐ-সব ছেলেদের ঐ ধরণের ঐ থাকের উপযুক্ত মেয়ে বিয়ে করা লাগে। বংশপরম্পরায় কয়েকপুরুষ ধ'রে এই রকম করলে ঐ বংশধারা একটা stable basis-এ (অটল ভিত্তিতে) এসে দাঁড়ায়। এই স্তরে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ধারার পুরুষ-সন্তানদের বিয়ে-থাওয়া এইভাবে চলাই ভাল। এটা আমার মত। আর মেয়েদের তো উঁচু ঘরে

দেওয়ার কোন অসুবিধা নেই। মোটকথা প্রতিলোম বিয়ে অসিদ্ধ। বিহিত সবর্ণ ও অনুলোম বিয়েই বিয়ে।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৯।৫।৪৮)

বহিরাগত একজন দরিদ্র মুমূর্ষু রোগীর যাবতীয় দায়িত্ব শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদার উপর অর্পণ করেন। প্যারীদাও তার জন্য অসম্ভব কষ্টস্বীকার করেন। ভিক্ষা ক'রে তার জন্য ওষুধ ও পথ্য সংগ্রহ ক'রে দেন। নিজে বার-বার তার দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করেন। কোন-কোন সময় কম্পাউণ্ডার শচীন ব্যানার্জ্জীদা বা অন্য কাউকে সেখানে নিয়োগ করেন। কিন্তু প্যারীদার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে রোগীটি মারা যান। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই মৃত্যুর সময় প্যারীদা ক্ষুধার্ত্ত হয়ে বাড়ীতে খেতে চলে আসেন এবং রোগীর কাছে কাউকে রেখে আসতে পারেন না।

দাদাটির মৃত্যুকালে কেউ তার কাছে উপস্থিত ছিলেন না এই সংবাদ পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর মর্ম্মান্তিক বেদনায় ছটফট করতে থাকেন। বার-বার আক্ষেপের সুরে বলেন—এমন একলা মানুষ আমি আর দেখিনি আমার মত। নির্ভর করার মত মানুষ দেখি না।

একটু পরে প্যারীদা আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর বেদনার্ত্ত কণ্ঠে বললেন—আমরা মানুষের জীবন দিতে পারি না, কিন্তু মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারি এবং সেইটেই পুণ্যকর্ম্ম। তুমি ঐ অবস্থায় ওকে ফেলে খেতে চলে আসলে কেন? হয়তো বা বাঁচতো না, কিংবা বাঁচতো। না বাঁচলেও তুমি থেকে চেষ্টা করলে মানুষটা অন্ততঃ একটু consoled (সান্ত্বনিত) হ'তো। ভাবতো আমি নির্বান্ধব নই।...............শেষ সময়ে পাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে হয়তো আতঙ্কেই প্রাণত্যাগ করেছে। মরবার সময় একটু জলও পেল না। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে আমার।

প্যারীদা—ক'দিন ধ'রেই এমনি চলছে। আমি বুঝতে পারিনি যে অল্প সময়ের মধ্যে এমন কাণ্ড ঘটবে। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আমার করাটা আমি show করাতে (দেখাতে) পারি না, তাতেই আমার দোষ হ'য়ে দাঁড়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা show (দেখান)-এর ব্যাপার নয়, সহানুভূতির ব্যাপার। নিজেকে অন্যের অবস্থায় ফেলে বুঝে-বুঝে তার জন্য যা'-যা' করণীয় তা' করা।..................তুমি হয়তো খুব করেছ, কিন্তু লোকটা শেষ মুহূর্ত্তে sympathetic attendance (সহানুভূতিপূর্ণ সাহচর্য্য) পেল না, service (সেবা) পেল না, এই যা' দুঃখ।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ৩০।৫।৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোয় তাঁর ঘরখানিতে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। এখন বেশ নিরিবিলি। তাঁর স্নিগ্ধমধুর মমতামাখা একান্ত সান্নিধ্যে সত্যিই খুব ভাল লাগে। মনে হয় দুনিয়ায় আর যেন চাওয়ার ও পাওয়ার কিছু নেই। এ যেন ধ্যানমন্দিরে ভক্তের ভগবদ্দর্শনের পরম লগ্ন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে তৎকথিত সাম্প্রতিক কয়েকটি বাণী প'ড়ে শোনান হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আত্মপ্রসাদের সুরে বললেন—শুনতে তো ভালই লাগে। পরক্ষণেই আবার বললেন—তাহ'লেও তোরা critically (সমালোচনী দৃষ্টিতে) দেখিস। ভেবে দেখিস কোন cruel critic (নিষ্ঠুর সমালোচক)-এর কদর্থ করতে পারে কিনা।

প্রফুল্ল—সব আটঘাট বেঁধে এমনভাবে বলা আছে যে কেউ কদর্থ করতে গেলেও নিজেই ঠেকে পড়বে। সামগ্রিক সঙ্গতি নিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা করতে পারবে না। আগের কথা, পরের কথা বাদ দিয়ে মাঝখানের একটা লাইন তুলে নিয়ে যদি উল্টো অর্থ করে, তা' হয়তো করতে পারে। কিন্তু সুধীসমাজের কাছে তা' গ্রাহ্য হবার যোগ্য নয়। তবে ধাতুগত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আপনি যে-যে অর্থে শব্দগুলি প্রয়োগ করেন, সে-সম্বন্ধে পাঠকদের যথাযথ জ্ঞান না থাকায় বাণীগুলির সম্যক তাৎপর্য্য-অনুধাবনে তাদের অসুবিধা হ'তে পারে। এ দিক দিয়ে আপনি যে নূতন ক'রে অভিধান রচনার কথা বলেছেন, তা' একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তা' করাই লাগে।

এমন সময় পূজনীয়া ছোটমা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আদরভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—বাপাই সোনা কী কয়?

ছোট মা—আমাকে খুশি করার চেষ্টা করে খুব। আর আপনার উপরও খুব নেশা। আপনার সম্বন্ধে গল্প শুনতে খুব ভালবাসে। বোসমাকে পেলে ছাড়তে চায় না। কালিদাসীদি ও সুশীলদা ওকে খুব ভালবাসে। কাজলাও তাদের পেলে বেশ খুশি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—ছেলেকে সোহাগ করলে মা মনে করে তাকেও যেন সোহাগ করা হ'ল।

ছোটমা—ওর সবই ভাল, কিন্তু পড়াশুনায় টান হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার উপর যখন টান আছে, তখন তা' থেকে সময়মত সবই গজাবে। বার-বার পড়্-পড়্ না ক'রে পড়াশুনায় যাতে interest (অনুরাগ) গজায় সুকৌশলে তাই করতে হয়। হয়তো বললে—তোমার মুখে রামায়ণ পড়া

শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। মাঝে-মাঝে আমাকে প'ড়ে শুনিও। পড়ার পর তারিফ করতে হয়। আবার, জিনিসগুলি গল্পের মত ক'রে বলতে পারে কিনা তাও দেখতে হয়। পড়ায় একবার রস পেয়ে গেলে, পড়ার অভ্যাসটা হ'লে তখন পাঠ্য বইও পড়বে। তাড়াতাড়ি নির্ভুল ও পরিষ্কারভাবে লেখা ও অঙ্ক কষা ইত্যাদি খেলার মত ক'রে শেখাতে হয়। এমন করাতে হয় যাতে একটা ঝোঁক ও রোখ চেপে যায়। খেলা ও বেড়াবার ব্যাপারেও উৎসাহ দিতে হয়। হাতে-কলমে নিজে যদি কিছু করতে চায় তাতেও বাধা দিতে নেই, অবশ্য যদি তা' বিপজ্জনক না হয়। কোন কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে গেলে এমনভাবে বুঝিয়ে বলতে হয় যাতে ঐ কাজ না করার সিদ্ধান্ত সে নিজেই গ্রহণ করে। ছেলেকে যদি কোন উপদেশ দাও তা' নিজে পালন ক'রো। মায়ের চাল-চলন ও চরিত্র অজ্ঞাতসারে ছেলেপেলের মধ্যে ঢুকে যায়। তাই ছেলের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে মাকে খুব হিসাব ক'রে চলতে হয়। এটা চলায়, বলায়, করায়, ভাবায় সব দিক দিয়ে। আর, শ্রেয়োনিষ্ঠায় এটা কিন্তু সহজ হয়।

বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা সম্পর্কে যে আন্দোলন চলছে সে সম্পর্কে কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেশবিভাগের পর বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতি হয়েছে তাতে এর প্রয়োজন খুব বেশী। কারণ, পূর্ব্ববঙ্গ থেকে ক্রমাগত লোক আসছে এবং আরো কত আসবে তার ঠিক নেই। এইসব উদ্বাস্তুদের বেশীর ভাগই পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় পেতে চায়। আর, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আবার বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের লোক যা'রা তারাও তাদের ভাষা, আচার-নীতি, বৈশিষ্ট্য, প্রথা ইত্যাদিকে অব্যাহত রাখার জন্য বঙ্গজননীর কোলে থাকতে চায়। এরমধ্যে আপত্তিজনক কিছু নেই, বিরোধেরও কিছু নেই। প্রত্যেকে যদি তার নিজের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী চলে এবং অপরকে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী চলতে দেয় তাতে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়ে সম্প্রীতি বজায় থাকে। তাই আমি বলি redistribution (পুনর্বিন্যাস) হ'লেও প্রত্যেক প্রদেশ যেন প্রত্যেক প্রদেশের জন্য হয়। তাহ'লে কোন গোল থাকে না। পশ্চিমবঙ্গ একক উন্নতি করতে পারে না যদি তার আশপাশের প্রদেশগুলি এবং ভারতের অন্য সব প্রদেশ উন্নত না হয়। প্রত্যেক প্রদেশকে নিজে উন্নত হ'তে হবে এবং অন্যান্য প্রদেশকে উন্নত ক'রে তুলতে সচেষ্ট থাকতে হবে। পারস্পরিক প্রীতি ও বান্ধবতা যাতে প্রতুল হ'য়ে ওঠে তেমনতরভাবে উচ্ছল আবেগে কওয়া লাগে, করা লাগে। বিরোধ ও দ্বন্দ্বের প্রশ্রয় না দিয়ে বিহারের নেতাদের কাছে সহজ ও অকাট্যভাবে appeal (আবেদন) ক'রে-ক'রে তাদের মনটাকে এমন গলিয়ে দেওয়া লাগে, যাতে তাদের

willing support (ইচ্ছাপ্রণোদিত সমর্থন) automatic (স্বতঃ) হ'য়ে ওঠে। হীনম্মন্যতাপ্রসূত বিরোধও ভাল না, আবার দুর্ব্বলতার দরুন অবাঞ্ছনীয় নতিস্বীকারও ভাল না। আদর্শনিষ্ঠা মাথায় থাকলে মানুষের চলন আপসে আপ্ অনাবিল, বলিষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ব'সে আছেন।

সুরেন পালদা বললেন—অনেক সময় দেখেছি যাদের জন্য আমি কিছু করেছি, তাদের অনেকে আমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করেছে। এমন কেন করে তা' বুঝতে পারি না। তাই দুই-এক সময় মনে হয় কারও ভাল করতে চেষ্টা না করা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ বুদ্ধি ভাল না। উপকারের পরিবর্ত্তে মানুষ আপনার সঙ্গে যে আচরণই করুক, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, নিজের অস্তিত্ব অব্যাহত রেখে সাধ্যমত অপরের ভাল করার চেষ্টা করাই ভাল—কোন প্রত্যাশা না রেখে এবং ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় লক্ষ্য রেখে। এতে অকৃতজ্ঞতাবশে কিছু-কিছু লোক আপনার দ্বারা উপকৃত হ'য়ে আপনার অপকার করলেও on the whole (মোটের উপর) আপনার ভালই হবে। বিধাতার রাজ্যে Divine economy (ভাগবত নিয়মনীতি) ব'লে একটা জিনিস আছে। যার দরুন বৃহত্তর পরিবেশের অনেকেই অনাহূতভাবে আপনার আনুকূল্য করবে। আপনি যাদের জন্য কিছুই করেননি তেমনি কত লোক এগিয়ে এসে আপনার ভাল করবে। তবে আপনি ঐ ধরণের প্রত্যাশা মনে পুষে রাখবেন না। প্রত্যাশাপীড়িত হ'য়ে থাকলে নিজের করণীয়ই ঠিকভাবে করতে পারবেন না। আবার, প্রত্যাশা ব্যাহত হ'লে মনে কষ্ট পাবেন। প্রত্যাশা কিন্তু প্রাপ্তি আনে না, প্রাপ্তি আনে বিহিত করা। তাই পরমপিতার দিকে মন রেখে তাঁরই প্রীতির জন্য যা' করার তা' ক'রে যেতে হয়। একেই কয় নিষ্কাম কর্ম্ম। গীতায় আছে 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি' (কল্যাণকারীর কখনও দুর্গতি হয় না)। ইষ্টার্থী কর্ম্মই সৎকর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্ম, কল্যাণকর্ম্ম।

এরপর দুমকার সিভিল সার্জ্জন সপরিবারে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে আসলেন। তাঁরা প্রণাম ক'রে উপবেশন করার পর সিভিল সার্জ্জন বললেন—আপনার নাম খুব শুনেছি, তাই একবার দর্শন করতে আসলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা এসেছেন ব'লে আমি খুব তৃপ্ত।

সিভিল সার্জ্জন—শুনেছি পূর্ব্ববঙ্গের বহু উদ্বাস্তু পরিবারকে আপনার প্রতিপালন করতে হয়। আপনারা তো গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত, আমিও চেষ্টা করি, যাদের কাছে আছি তাদের যত কম ভারাক্রান্ত ক'রে পারি। আমরা যদি আমাদের যোগ্যতার উপর দাঁড়াতে পারি, তাতে সবারই লাভ। আপনারা তো আমাদের পিছনে আছেনই।

সিভিল সার্জ্জন—এই রকম কথা বড় শোনা যায় না। যাহো'ক গরীব রোগীদের মধ্যে বিতরণের জন্য ওষুধপত্রের দরকার হ'লে আমি সে-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। এখানকার কোন দরখাস্ত পেলে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এখানকার যাদের জানাবার জানিয়ে রাখব।

এরপর ওরা বিদায়গ্রহণ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আব্দারের সুরে বললেন—ফাঁক পেলেই আবার চ'লে আসবেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাজের লোকের কতকগুলি লক্ষণ আছে। শত পেষণের মধ্যে পড়লেও তাদের শ্রেয়-আনুগত্য নষ্ট হয় না। তাদের কথায় ও কাজে মিল থাকে। এবং কোন কাজের দায়িত্ব নিয়ে তারা গড়িমসি করে না। যখন যা' করবার তখনই তা' করে। এই ক'টা টোটকা লক্ষণ দেখে বোঝা যায় কে কতখানি dependable (নির্ভরযোগ্য)। তোমার সামনে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য খুব তৎপরতা দেখায়, অথচ আদতে কাজের লোক নয়, তেমন মানুষও কিন্তু ঢের আছে। তাদের বোলচাল দেখে কিন্তু কখনও ভুলতে নেই। প্রথমে যে ক'টা লক্ষণের কথা বললাম, ঐ ক'টাই কিন্তু লক্ষ্য করবার। এইগুলির সঙ্গে আরো অনেক লক্ষণ থাকে। কিন্তু এইগুলিই primary (প্রাথমিক)।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত ছড়াটি বললেন—

কথায় কাজে নাইকো মিল
আনুগত্য ভঙ্গপ্রবণ,
যথাসময় করে নাকো
কাজ দিলে তা' সম্পাদন,
ঠিক জানিস তুই এমন মানুষ
হয় না কভু কাজের জন।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ১।৬।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে আমতলায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন। সরোজিনী মা এবং দুই-এক জন কাছে আছেন। এক মৃতবৎসা কন্যাশোকাতুরা জননী কাঁদতে-কাঁদতে তার শিশু কন্যার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন

ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা! আমি কি আমার মাকে ফিরে পাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে নির্দ্দেশ ও ভরসা দিয়ে বললেন—ইষ্টপ্রাণ হ'য়ে সদাচারী হ'য়ে থাকতে হবে। কারও সঙ্গে অসম্প্রীতি যেন না হয়। ইল্লত-বালাই যার-তার হাতে খাবি না। যে-সে ভাবে চলবি না। পবিত্র আত্মার ও-সব সহ্য হয় না। আর, ঋতুস্নানের দিন ভিজে কাপড়ে ভিজে চুলে এক সিকি অশ্বগন্ধার শিকড় ঝাল বাটা হয়নি এমনতর পাটায়—(চন্দনপাটা হ'লেও চলে) কাঁচা দুধ দিয়ে নিজ হাতে বেটে ইষ্টনাম ক'রে ভক্তিভরে নিবেদন ক'রে খাবি। কেউ যেন ছোঁয় না। খুব শুদ্ধাচারে খেতে হবে। নচেৎ সুফল ফলবে না। নিষ্ঠাসহকারে ঠিকমত যদি করতে পারিস তুই মা হ'য়েও সুখী হবি, আর তোর স্বামী বাপ হয়েও সুখী হবে। তোর স্বামীর যদি সহ্য হয় তবে রোজ সকালে ইষ্টভৃতি করার পর একটু করে অশ্বগন্ধা-চূর্ণ সহ খানিকটা দুধ খেতে দিবি। একটা দেবতাকে আবাহন করতে হ'লে মা-বাপকে তাদের শরীর-মন সেইভাবে তৈরী করতে হয়। জায়গা তৈরী না হ'লে সেখানে শুদ্ধাত্মার আগমন হয় না। চৈতন্যদেবকে পাবার আগে, রামকৃষ্ণদেবকে পাবার আগে তাঁদের মা-বাপের কত সাধনা করতে হয়েছিল। এ ব্যাপারে মায়ের দায়িত্বই বেশী। স্বামীকে দেবতার মত ভক্তি করবি। তা'হলেই দেবতার মত সন্তান পাবি।

রাত্রি গোটা নয়েকের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তক্তপোষের উপর পাতা শুভ্রশয্যায় শয়ান অবস্থায় চুপচাপ আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। রত্নেশ্বরদা, সুরেনদা (বিশ্বাস), গোপেনদা (রায়), তরুমা প্রভৃতি কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বগতভাবে অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বললেন—আমি একটা কথা ভাবি—আমাদের করণীয় যা' তা' আমরা করলাম না কেন? যা' একেবারে ধ্রুব তা' করলাম না কেন? করা তো কঠিন কিছু নয়। অবশ্য আমরা যে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা পছন্দ করি—তাও তো নয়!

২০শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ৩।৬।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে আম্রবৃক্ষের ছায়াতলে ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। তাঁর চোখেমুখে মাখান আছে এক প্রশান্ত পরিতৃপ্তি, এক গভীর দরদী সংবেদনা। তাঁকে ঘিরে যেন এক শান্তি-সমীরণ বইছে, যার সুখস্পর্শ তাঁর সান্নিধ্যে আসলেই অনুভব করা যায়। অশান্ত, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন মন যেন আপনা থেকে ধীর, স্থির হ'য়ে আসে।

নওগাঁর গৌরদা (ঘোষ) বিষ্টুদার ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবার কথা চিন্তা করছেন। এই সম্পর্কে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মতামত জানতে চাওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর সরাসরি কোন উত্তর না দিয়ে ইষ্টকর্ম্মের গুরুত্বের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হাসতে-হাসতে বললেন—আমার বিয়ের কী করলি?

গৌরদা নিস্তব্ধ হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের রহস্যজনক উত্তরের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলেন। ইষ্টেচ্ছাপূরণকে মুখ্য না ক'রে সংসারকেই যে মুখ্য ক'রে চলা হ'চ্ছে—এমনতর একটা নির্ব্বেদের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো তাঁর চোখে-মুখে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নির্লিপ্তকণ্ঠে রূঢ় সত্য প্রকট করলেন—এত নিশ্চত যা' তা' মানুষ করে না কেন ভেবে পাই না। অথচ 'হা হতোঽস্মি'-ও তো যায় না। তাই দুই-এক সময় মনে হয় ঐ-সব দুঃখের প্রলাপ বোধহয় একটা luxury (বিলাসিতা)। নিস্তারের পথ পাওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি সে পথে কোমর বেঁধে না এগোয়, তাহ'লেই ধ'রে নেওয়া লাগে সে আদৌ নিস্তার চায় কিনা সেইটেই সন্দেহের।

প্রফুল্ল—অনেক সময় দেখা যায় মানুষ বছরের পর বছর আপনার কাছে একই সমস্যার কথা বার-বার লেখে। অথচ তার সমাধান হিসাবে আপনি যা' করতে বলেন তা' করতে চায় না। এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকেই বলে obsession (অভিভূতি), তুমি হাজার বল কিছুই তার মাথায় ঢুকবে না। সে চায় তার obsession (অভিভূতি)-কে অক্ষত রেখে ঐ obsession (অভিভূতি)-প্রসূত কষ্টের হাত থেকে রেহাই পেতে, যা' কিনা কখনও হবার নয়। চরিত্রের যে গলদের দরুন মানুষের কষ্ট, সেই গলদ না গেলে মানুষের কষ্ট যায় না, যদিও বাইরে থেকে সাধ্যমত সাহায্য করাই ভাল যাতে সে সাবাড় হ'য়ে না যায়। বেঁচে থাকলে ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর-দিয়ে একদিন হয়তো আত্ম-সংশোধনের চেষ্টা ও সঙ্কল্প তার ভিতর জাগতে পারে এবং সে হয়তো শুধরেও যেতে পারে। অস্তিত্ব না টিকলে সে পথ তো জন্মের মত রুদ্ধ হ'য়ে যায়। তাই আমি চাই যে সাধ্যমত তোমরা যেন তোমাদের সামনে কাউকে বিনষ্ট হ'য়ে যেতে না দাও।

প্রফুল্ল—কারও অস্তিত্ব যদি বহুর অস্তিত্বের পক্ষে অকল্যাণকর ব'লে বিবেচিত হয়, সেখানে কী করা? তাকে পালন-পোষণ করা মানে তো বহুর ক্ষতির পথ প্রশস্ত করা! এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে তো এটা একটা সমাজ-বিরোধী কাজ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—পালন-পোষণ করবে তার সত্তাকে এবং তা' করতে গেলেই তার ভিতরকার সত্তাক্ষয়ী প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে তোমাকে রুখে দাঁড়ান লাগবে।

এটা যত tactfully (সুকৌশলে) করা যায় ততই ভাল। তাকে এমনতরভাবে environed and engaged (পরিবেষ্টিত ও ব্যাপৃত) ক'রে রাখা লাগে যাতে সে নিজের ও অপরের ক্ষতি করার অবকাশ পায় কম।

প্রফুল্ল—এতখানি অতন্দ্র সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, জ্ঞান, শক্তি, দরদ, শ্রম, অর্থ, সামর্থ্য, সময় ও সেবা অপরের পিছনে বিনিয়োগ করার সাধ্য আমাদের কোথায়? আবার নগদানগদি সুফল না পেলে তো আমরা চটে যাই। যাদের ভাল করার চেষ্টা করি তারা যদি অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয় কিংবা নিন্দা, শত্রুতা, ক্ষতি বা অপমানজনক ব্যবহার করে, তাহলে তো তাদের মুখদর্শন করতেও ইচ্ছা করে না। অন্য পরে কা কথা! নিজের পরিবারে কোন বেয়াড়া লোক থাকলে তাকেই বা আমরা কতটুকু ভালবেসে স'য়ে-ব'য়ে চলতে পারি? তাই দুষ্টলোকের সংশোধনের জন্য যে চেষ্টা করা প্রয়োজন, তা' একমাত্র আপনার পক্ষেই করা সম্ভব। আমার মত মানুষের পক্ষে তা' করতে চেষ্টা করা অনধিকার চর্চ্চা ব'লে মনে করি। ওতে দোষ দেখে দুষ্ট হ'য়ে দোষের যজন, যাজন ও ভরণ ক'রে আরো অধোগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—দূর পাগল! তা' হ'তে দিবি কেন? তুই থাকবি তোর ইষ্টকে নিয়ে মত্ত হ'য়ে। আর ভিতরে-বাইরে ভালমন্দ যা' দেখবি তাকেই ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করবি—আত্মস্বার্থ-প্রতিষ্ঠামূলক প্রচেষ্টা ও প্রত্যাশাকে বিদায় দিয়ে। এতে তোর প্রতি শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়ে যে তোর ইষ্টের প্রতি যতখানি সক্রিয়ভাবে আকৃষ্ট হবে, তার সংশোধনের পথ ততখানি খুলে যাবে। এই তো কথা! এ না ক'রেও তোমার রেহাই নেই। গায় গু মাখলে যমে ছাড়বে না। পরিবেশকে বাদ দিয়ে তুমি একলা বাঁচতে পার না। আর, যে যা' করে তা কেন সে করে তা যদি তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর—তাহ'লে দোষ-দর্শনের পরিবর্ত্তে বোধবর্দ্ধন হবে তোমার। সঙ্গে-সঙ্গে সহানুভূতি ও সহনশীলতা বাড়তে থাকবে। সবই অভ্যাসের ব্যাপার। নিজের nerve (স্নায়ু)-কে সজ্ঞান প্রচেষ্টায় আরো-আরো সহ্য-ধৈর্য্যপরায়ণ করে তুলতে হয়। তখন তোমাকে দিয়ে যে মানুষের কত উপকার হবে তা বলে শেষ করা যায় না। আর, মানুষের ভাল করতে গেলে যে শুধু মিষ্টি ব্যবহারেই কাজ হয় তা' নয়। কখনও-কখনও প্রীতি-সমন্বিত কঠোর ব্যবহারেরও দরকার হয়। কিন্তু সাবধান! অহঙ্কার, অভিমান, ক্রোধ, বিরক্তি, ক্ষোভ ও বিদ্বেষের দ্বারা অভিভূত হ'য়ে থাক যখন, তখন কাউকে শাসন করতে যেও না। তা'তে তোমার লাখ করা বরবাদ হ'য়ে যেতে পারে। ঐ মুহূর্ত্তে তোমার একমাত্র করণীয় হ'ল আগে নিজেকে শাসনে সংযত ও সুস্থ-স্বচ্ছ ক'রে তোলা। নইলে আপনি পায়

না শুনতে, আবার শঙ্করাকে ডাকে! এমনতর অবস্থ হবে। তুমি হাস্যাস্পদ হ'য়ে উঠবে লোকের কাছে। তাই কথায় বলে—Physician! heal thyself (চিকিৎসক! তুমি আগে নিজেকে সারাও)।

একটু আগে কেষ্টদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে উপবেশন করেছেন। তিনি কথাগুলি শুনছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শেষ হ'য়ে গেলে তিনি বললেন—মানুষের জীবনের গতি ও পরিণতি বহুলাংশে নির্ভর করে তার জন্মগত ক্রোমোসম ও জীনের বিন্যাসের উপর। যেখানে আমাদের হাত পা বাঁধা, সেখানে আমাদের করার আছে কতটুকু?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যা'ই হই আর যাই করি, বাঁচার নেশা আমাদের কখনও ছাড়ে না। আবার, আমাদের অস্তিত্ব-পোষণী চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মগুলি আমাদের biological base (জৈবী ভিত্তি)-টাকে transform (পরিবর্ত্তন) ক'রে better progeny (আরো ভাল সন্ততি) আসার পথ সৃষ্টি করে।

কেষ্টদা—বিজ্ঞান তা' বলে না, বিজ্ঞান বলে—acquired qualities (অর্জ্জিত গুণগুলি) transmitted (সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত) হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি—তপস্যায় মানুষ transmissible qualities (সংক্রমণযোগ্য গুণাবলী) acquire (অর্জ্জন) করতে পারে। পুরুষের যদি ইষ্টের প্রতি অনুরতি ও অনুগতি থাকে, তার বিয়ে যদি ঠিকমত হয় এবং স্ত্রীর যদি স্বামীর প্রতি নেশা, অনুরতি ও অনুগতি থাকে, তবে সেখানে সন্তানের সম্পদ্ খুব বেড়ে যায়। মনে রাখতে হবে—অনুরতি ও অনুগতির মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। অনুরতিটা অনুগতিকে বাড়িয়ে তোলে, আবার অনুগতিটা অনুরতিকে বাড়ায়। অনুগতিটা হ'ল অনুরতির সক্রিয় অভিব্যক্তি। পিতামাতা উভয়ের অনুরতির ও অনুগতির intensity ও continuity (তীব্রতা ও ক্রমাগতি)-র উপর আবার সন্তানের longevity (আয়ু) নির্ভর করে।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেসব পুরুষের উৎসমুখী টান নেই, বিস্তারমুখী চলন নেই, এক কথায় প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তি নেই, sexual leaning ও obsession (যৌন আনতি ও অভিভূতি) যাদের আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, একটুতেই যারা আত্মহারা হ'য়ে পড়ে, আমার মনে হয় তাদের ছেলে-মেয়েদের দীর্ঘায়ু হবার সম্ভাবনা কম থাকে, তা'রা week (দুর্ব্বল) হয়, susceptibility to disease and depravity (রোগ এবং দুর্নীতির প্রতি প্রবণতা) তাদের রেহাই দেয় কমই।

কিন্তু যে পুরুষ সক্রিয়ভাবে আদর্শনিষ্ঠ, শ্রেয়শ্রদ্ধাপরায়ণ, উচ্চচিন্তা ও মহৎ কর্ম্মে স্বভাবতঃই ব্যাপৃত থাকে যে, sex-urge-এর (যৌন আকূতির)

উপর যার খানিকটা control (আধিপত্য) আছে, সে যদি স্ত্রীর দ্বারা properly solicited (যথাযথভাবে প্রার্থিত) হ'য়ে intense healthy effulgence of emotion and affection (গভীর, সুস্থ আবেগ ও স্নেহের প্রদীপ্তি) নিয়ে স্ত্রীতে উপগত হয় এবং এর ভিতর-দিয়ে যদি কোন সন্তান আসে, তার স্বাস্থ্য, আয়ু, মেধা, বুদ্ধি, বল উৎকর্ষ লাভ করে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

অবশ্য বিয়ে ঠিকমত হওয়া চাই এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা থাকা চাই। শুধু মৌখিক ভালবাসা থাকলে হবে না। ভালবাসাটা কতখানি active ও unrepelling (অচ্যুত ও সক্রিয়) তার উপরই নির্ভর করে তাদের উদ্বর্দ্ধন এবং সুসন্তানের প্রজনন। তেমন ভালবাসা থাকলে স্ত্রী স্বামীর সুখ-সুবিধার জন্য ব্যতিব্যস্ত না হ'য়েই পারে না। মাথা খাটিয়ে-খাটিয়ে রকমারি service (সেবা) আপনা থেকেই দেয়। আর, এর জন্য যত কষ্টই হোক না কেন, তাতে কাতর হয় না।

কেষ্টদা—গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে দেখা যায় অর্জ্জুন যখন জ্ঞাতিবধের সম্ভাবনার কথা চিন্তা ক'রে শোকে এবং অবসাদে অভিভূত তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন।

(হে অর্জ্জুন, এই সঙ্কটকালে আর্য্যগণের অযোগ্য, স্বর্গগতির প্রতিবন্ধক ও অযশস্কর এই মোহ তোমার ভিতর কোথা থেকে আসল?) অর্জ্জুন যা' বলেছিলেন, তা' তো খুব অসঙ্গত ব'লে মনে হয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অতো কঠোর ভাষায় তা'র সমালোচনা করলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Evil (অসৎ)-কে support (সমর্থন) করা, ভীরুতার জন্য অধর্ম্ম কে support (সমর্থন) ক'রে অন্যায় অবিচারকে অপ্রতিহত গতিতে চলতে দেওয়া—এইটেই হচ্ছে অনার্য্যজুষ্ট কাজ। অজ্ঞাতবশতঃ যারা অন্যায় করে, তারা পাপী সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের চাইতে বেশী পাপী হ'চ্ছে তারা, যারা জেনে-বুঝেও দুর্ব্বলতাবশতঃ ঐ অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে চলে। যারা কাপুরুষ তারা আর যা' হোক ধার্ম্মিক নয়। Evil (অসৎ)-কে তাড়াবার জন্য যারা নিজেদের exert (উদ্যত) করতে পারে না তারা ক্লীবত্বদুষ্ট। এই সত্যটা অর্জ্জুনের মাথায় ধরিয়ে দেবার জন্য তাকে একটু নাড়া দিয়ে ঐভাবে বলা। এর পরমুহূর্ত্তেই আবার বাস্তব করণীয় সম্বন্ধে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলে বলছেন—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

(হে অর্জ্জুন, ক্লীবভাব আশ্রয় ক'রো না, এই ধরণের কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না। হে শত্রুতাপন, হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্ব্বলতা ত্যাগ ক'রে যুদ্ধার্থে উঠে দাঁড়াও।)

অর্জ্জুনের ক্ষণিক দুর্ব্বলতার obsession (অভিভূতি)-টা ভেঙ্গে দিয়ে তিনি চেয়েছেন তাঁর সুপ্ত সহজাত ক্ষাত্রবীর্য্যের উদ্বোধন ক'রে তুলতে। আর এ কথায় কাজও দিয়েছে। তাই একটু পরে অর্জ্জুন নিজের ভুল বুঝতে পেরে আত্মসমালোচনা ও আত্মসমর্পণের সুরে বলেছেন—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।

('এদের বধ ক'রে কি ভাবে জীবনধারণ করব'—এই ধরণের দীনতাদোষে আমার শৌর্য্যতেজাদিসমন্বিত স্বভাব অভিভূত ও আমার চিত্ত স্বধর্ম্ম বিষয়ে বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছে। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আমার পক্ষে যা' মঙ্গলকর তা' নিশ্চয় ক'রে বলুন। আমি আপনার শিষ্য, আমি আপনার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দিন।)

কেষ্টঠাকুর এমন psychologically (মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে) deal (পরিচালনা) করেছেন যে বুঝতে পারলে মজা আছে। অর্জ্জুন তখন মায়ামোহে বিষাদমগ্ন, তাই ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রকৃত কল্যাণ কোন্ পথে সে-সম্বন্ধে তিনি অচেতন ও অজ্ঞ। এই অজ্ঞতার কালোমেঘ ঠাকুর হেসে উড়িয়ে দিলেন। সঞ্জয়ের বিবরণের মধ্যে যে 'প্রহসন্নিব' কথাটি আছে একটু পরে, তা' বড়ই তাৎপর্য্য-পূর্ণ। এ যেন হাসির আলোর ঝলকে বিষাদ ও বিমূঢ়তার অন্ধকারকে অপসারিত ক'রে দেওয়া। আবার কেমন তীব্রভাবে বলেছেন—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে

(যাদের জন্য শোক করা উচিত নয়, তাদের জন্য তুমি শোক করছ, অথচ প্রাজ্ঞের মত কথা বলছ।) অর্থাৎ, মুখে প্রজ্ঞাবাদ এবং আচরণে মূঢ়তা—এটা যে একটা হাস্যকর ও অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যাপার এইটেই প্রকারান্তরে ধরিয়ে দিয়েছেন।

কেষ্টদা—যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের কাছে শ্রীকৃষ্ণের এত তত্ত্বকথা অবতারণা করার হেতু কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যখন আর্ত্ত হ'য়ে পড়ে, বিপন্ন হ'য়ে পড়ে, তখন যে

কিছুটা অন্তর্ম্মুখী হয়, principles of life (জীবনের নীতিনিচয়)-সম্বন্ধে considerate (বিবেচনাশীল) হয়। সেগুলি unfold (বিকশিত) ক'রে set ক'রে (গেঁথে) দেবার ঐ হ'চ্ছে opportune moment (বিহিত সময়)। Melting condition of ego (অহংএর দ্রবীভূত অবস্থা) যখন আসে, তখন মাথায় engrave (অঙ্কিত) করা যায় ভালভাবে। শক্ত গালার উপর সীলমোহর দিতে যান, তা' কিন্তু আপনি পারবেন না, গালা যখন গলা অবস্থায় থাকে, তখন এটা কিন্তু খুব সোজা কাজ। তাই একটা কথা আছে না? Strike the iron while it is red hot (লোহা যখন উত্তপ্ত হ'য়ে লাল হ'য়ে থাকে, তখন তাকে আঘাত কর)। যে-কাজই আমরা করতে চাই—স্থান, কাল, পাত্র, রীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে তা' করতে হবে। এই সূক্ষ্ম বোধ যাদের থাকে এবং সেই বোধ-অনুযায়ী নিখুঁতভাবে যারা করে, তারা কৃতকার্য্য হয়ই। আবার এক্ষেত্রে কেষ্টঠাকুরের তত্ত্বালোচনা কিন্তু নিছক আলোচনার মধ্যেই পরিসমাপ্তি লাভ করেনি। তিনি অর্জ্জুনকে অকাট্য জ্ঞান দান ক'রে প্রত্যয়দীপ্ত কর্ম্মে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলেছেন।

কেষ্টদা—ধ্যান-ধারণার কথা অত কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Consequently (আনুসঙ্গিকভাবে) এসেছে। সবই তো interlinked (পরস্পর জড়িত)।

কেষ্টদা—গীতা জিনিসটা কোন্‌ভাবে নেব? Historical fact না philosophy (ঐতিহাসিক তথ্য না দর্শন)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেক সত্তারই একটা তত্ত্ব আছে। সত্তার তত্ত্ব মানে the germinal base from which it springs (সেই বীজগত ভিত্তি যা' থেকে তা' উদ্ভূত হয়)। যেমন একটা বৃক্ষরূপ সত্তার তত্ত্ব নিহিত থাকে তার বীজে। বৃক্ষ সেই বীজেরই evolved form (বিবর্ত্তিত রূপ)। গাছটাকে জানতে গেলে তার বীজটাকে জানতে হয়, আবার বীজের মধ্যে কি সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তা' বুঝতে গেলে গাছকে দেখতে হয়। কার্য্য থেকে কারণকে নির্দ্ধারণ করা এবং কারণ কিভাবে কার্য্যে রূপায়িত হয় তা' বোঝা—এই সবটা নিয়ে গজায় তত্ত্ববোধ। এ-দিক দিয়ে তত্ত্ববোধের unfoldment (বিকাশ) আছে গীতায়। অর্জ্জুন প্রশ্ন করছেন আর শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তর দিচ্ছেন, পর-পর যেমন-যেমন প্রশ্ন উঠেছে, তেমনি-তেমনি উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এর মধ্যে একটা মজা দেখেছেন কেষ্টদা? যেমন উত্তর দিচ্ছেন তেমনি আবার তার ভিতর-দিয়ে অর্জ্জুনকে psychologically (মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে) manipulate (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে চলেছেন। তার কারণ, কোন্ তত্ত্বগত প্রশ্ন কোন্ মনোভাব থেকে উদ্ভূত হ'চ্ছে

তা' তিনি টের পাচ্ছেন। তাই যেসব knot (গেরো) খোলা দরকার সেগুলি খুলে-খুলে দিচ্ছেন। অর্জ্জুনের কি obsession (অভিভূতি) এবং তা' কাটিয়ে তাকে কোন্ দিকে নিতে হবে সে-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সচেতন, তাই সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে তিনি তাকে drive (পরিচালনা) করছেন একই লক্ষ্যে। আবার, situation (পরিস্থিতি)-টাও হয়েছে তার সম্পূর্ণ অনুকূল। রথটা place (স্থাপন) করা হয়েছে এমনভাবে—attack (আক্রমণ) হয়নি, কিন্তু down on the path of attack (ঠিক আক্রমণের মুখে)। Fact (বাস্তব)-কে, situation (অবস্থা)-কে এমনভাবে হাজির করিয়েছেন যখন to uphold existence (অস্তিত্বের ধৃতির জন্য) actively ordained (সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত) হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেদিক দিয়ে I believe it to be out and out true (আমি একে পুরোপুরি সত্য ঘটনা ব'লে মনে করি)। এতখানি সত্য যে প্রসঙ্গ উঠলে যেন চোখের সামনে দেখতে পাই।

তাঁর প্রতিটি কথা, চোখের চাউনি, ইশারা-ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল তিনি সম্মুখে ঘটমান কোন ঘটনা দেখে-দেখে সেই অনুভূতি থেকে যা' বলার তা' বলছেন।

সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি-সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দিব্যদৃষ্টি বলতে farsighted vision (দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দর্শন)-ও বোঝা যেতে পারে। অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি অবিশ্বাস্য রকমে বাড়িয়ে তোলা যায়। দূরের দৃশ্য খোলা চোখে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া কঠিন কাজ কিছু নয়। দূরের দৃশ্য ভাল ক'রে দেখার শক্তি হয়তো সঞ্জয়ের খানিকটা আয়ত্ত করা ছিল। আবার, সেই শক্তিকে আরো বাড়াবার তুক হয়তো তিনি ব্যাসদেবের কাছ থেকেও জেনেছিলেন। এই শক্তি যেমন তাঁর ছিল আবার তিনি হয়তো এমন একটা position-এ (স্থানে) নিজেকে স্থাপন করেছিলেন, যেখান থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনা দেখে-দেখে বলা তাঁর পক্ষে খুব কঠিন কাজ ছিল না।

কেষ্টদা—Clairvoyance (ক্লেয়ারভয়্যান্স)-জাতীয় কোন ব্যাপারও হ'তে পারে এটা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Clairvoyance (ক্লেয়ারভয়্যান্স)-ই হোক television (দূরেক্ষণ)-ই হোক, আর eye-vision (চোখের দৃষ্টি)-ই হোক সঞ্জয়কে যে একটা proper medium (উপযুক্ত মাধ্যম) হিসাবে select (নির্ব্বাচন) ও use (ব্যবহার) করেছিলেন ব্যাসদেব সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি যে বৈশিষ্ট্যপালী কথাটা এত বেশী কই, তার বিশেষ মানে আছে। যাকে যখন

যেখানে লাগাতে হয় তাকে তখন সেখানে লাগানই কর্ম্ম-কৌশল। প্রত্যেকটি মানুষকে আবার শাসন, তোষণ, পোষণ করতে হয়, প্রেরণা ও শিক্ষা দিতে হয়, কাজে লাগাতে হয় তার বিশিষ্ট রকমে। এইটে যে না জানে, না বোঝে সে ভাল করতে গিয়ে বিভ্রাটের সৃষ্টি ক'রে বসে। Responsible (দায়িত্বশীল) কাজ যারা করবে তাদের বিশেষ কয়েকটি গুণ থাকা চাই। প্রথম হ'লো—নিষ্ঠা, দ্বিতীয়—আত্মনিয়ন্ত্রণ বা সংযম, তৃতীয়—আত্মস্বার্থকে কখনও primary (প্রাথমিক) ক'রে না দেখা, চতুর্থ—সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্র-অনুযায়ী চলা, পঞ্চম—বিহিত নিয়মে ও বিহিত সময়ে ক্রমাগতি সহ নিত্য দক্ষ ও ক্ষিপ্রভাবে সবদিকে নজর রেখে কাজ ক'রে যাওয়া, ষষ্ঠ—অযথা কারও সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি না করা, সপ্তম—কথা খেলাপ না করা। স্থান-কাল-পাত্র-অনুযায়ী চলার কথা যা' বললাম তা' ততদিন রপ্ত হয় না, যতদিন সক্রিয় পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও বৈশিষ্ট্যবীক্ষণী বোধদৃষ্টি জাগ্রত না হয়। রামদাসস্বামী কেমন সুন্দর বলেছেন—

"অনেক বিদ্যা শিখিল
প্রসঙ্গ না বুঝিল
সে বিদ্বানে পোছে কেবা?"

এখানেও বাস্তবতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তার কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

গীতার নানারকম টীকা-টিপ্পনী সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ-সব ছেড়ে নিয়ে গীতার সহজ-সরল অর্থ যদি অনুধাবন করি with every materialising devoutness (বাস্তববায়নী নিষ্ঠাসহ), তাহ'লে গীতা তার সমস্ত fact (সত্যতা) নিয়ে gradually (ক্রমান্বয়ে) আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে। বুঝ-অনুযায়ী চলা চাই, চলার ভিতর-দিয়ে আসে অনুভব। করার ভিতর-দিয়ে নিজের দাঁড়ায় অনুভব না করলে, বুঝটা সত্তায় গাঁথে না।

কেষ্টদা—গীতার সব কথার পারস্পরিক সঙ্গতি কোথায় তা' আপাতদৃষ্টিতে ভাল ক'রে বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতাকে যদি out and out (পুরোপুরি) follow (অনুসরণ) করি with every materialising activeness in character (চরিত্রগত বাস্তুবায়নী সক্রিয়তাসহ), তাহ'লে সেই চলাই আমাদের নিয়ে গিয়ে হাজির করবে সেখানে—যেখানে যেয়ে গীতার সব কথার সমীচীন তাৎপর্য্য আমাদের কাছে meaningfully adjusted (অর্থসঙ্গতিসহ বিন্যস্ত)

হ'য়ে উঠবে। সবচেয়ে সহজ হ'ল যাঁর চরিত্রে গীতা revealed (প্রকাশিত) হয়েছে তাঁকে অনুসরণ ক'রে গীতা realise (হৃদয়ঙ্গম) করা। Annotated (টীকা-সমন্বিত) গীতাকে অনুসরণ না ক'রে living (জীবন্ত) গীতাকে normal way-তে (সহজভাবে) অনুসরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।—

"যত পাছে পাছে ছুটে যাব আমি,
তত আরো আরো দূরে রবে তুমি,
যতই না পাব, তত পেতে চাব,
ততই বাড়িবে পিপাসা আমার।
আদর্শ তোমারে দেখিব যত,
তোমার স্বভাব পেয়ে হব তোমার মত
ফুরাবে না তুমি, ফুরাব না আমি,
তোমাতে আমাতে হব একাকার।"

কেষ্টদা—একই গীতাকে অনুসরণ ক'রে কেউ হ'চ্ছেন বোমার দলের নেতা, আবার কেউ বা হ'চ্ছেন অহিংসা আন্দোলনের নেতা। এর সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহুক্ষেত্রে গীতাকে ঠিকমত ধরাও হয়নি, বোঝাও হয়নি, অনুসরণ করাও হয়নি। তবে যার মধ্যে যে ভুলই থাক না কেন, সে যদি কায়মনোবাক্যে গীতাকে পুরোপুরি মেনে চলতে চেষ্টা করে, তাহ'লে তার ভুল ভেঙ্গে যাবে।

কেষ্টদা—কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠেকে-ঠেকে ঠ'কে-ঠ'কে—আত্মবিচার ও আত্মবিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে। ভাবায়, চলায়, করায় unrepelling continuity (অচ্যুত ক্রমাগতি) থাকলে conflict (দ্বন্দ্ব)-ই বোঝার প্রয়াসকে বাড়িয়ে দেয়।

কেষ্টদা—তত্ত্ব কার কাছে প্রতিভাত হয়েছে, তা' বুঝব কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সশ্রদ্ধভাবে তাঁর আচার-আচরণ, চাল-চলন, চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে, অনুধাবন ক'রে। বিহিত মনোভাব নিয়ে সঙ্গ করতে থাকলে বুঝ আপনি আসে। তাঁর চরিত্রের ভিতর একটা normal evolution (সহজ বিবর্ত্তন) পরিলক্ষিত হয়। সত্তাপোষণী চলন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে। ভালমন্দ যে যেমনই হো'ক কারও প্রতি তাঁর দ্রোহ থাকে না, বিদ্বেষ থাকে না, অশুভবুদ্ধি থাকে না। তাঁর একমাত্র বুদ্ধি থাকে কেমন ক'রে প্রত্যেকের মন্দের নিরাকরণ ক'রে তার ভালটাকে অবাধ ও উন্মুক্ত ক'রে তোলা যায়। প্রত্যেকের মঙ্গল সাধনকে তিনি আত্মস্বার্থ বলে বিবেচনা করেন। এ ব্যাপারে তিনি হন নাছোড়বান্দা। সহন, বহন, সেবা, সর্ব্বাঙ্গীণ জ্ঞান ও প্রেম তাঁর সত্তায়

গে'থে থাকে, কস্মিনকালেও এর ব্যত্যয় হয় না। তাই ব'লে তিনি কখনও অসৎ-নিরোধে পরাঙ্মুখ হন না। তবে তাঁর অসৎ-নিরোধের মধ্যেও মমতা, দরদ ও মঙ্গলবুদ্ধির উচ্ছল অভিব্যক্তি দেখা যায়, যেমন বোধ করা যায় মায়ের শাসনের ভিতর। ফলকথা, তিনি দোষ হিসাবে দোষ দেখতে জানেন না। মানুষ কখন, কোন্ অবস্থায় কেন কি করে তা' তাঁর জ্ঞানদীপ্ত, দরদী দৃষ্টিতে সর্ব্বদাই ধরা পড়ে। তাই প্রবৃত্তিপরায়ণ মানুষের অসহায় অবস্থা দেখে তিনি ভিতরে-ভিতরে করুণাসিক্ত হ'য়ে ওঠেন। প্রেমী যিনি, তাঁর জীবনে তাই গভীর ব্যথা ও প্রচণ্ড নিরাকরণ-প্রয়াস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। যেমন ক'রে বাহ্যবস্তুগুলি আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে দেখি, স্পর্শ করি, বোধ করি, বিভেদ করি, বুঝি, তত্ত্বপুরুষ বা তত্ত্বজ্ঞপুরুষের চরিত্রগত এতজ্জাতীয় divine quality (ভাগবত গুণ)-গুলিও তেমনি ক'রে আমরা দেখতে পারি ও অনুভব করতে পারি যদি আমরা শ্রদ্ধা, প্রশ্ন, সঙ্গ ও সেবার ভিতর-দিয়ে তাঁর অনুসরণে প্রবৃত্ত থাকি। Reality cannot be refuted (বাস্তবতাকে নাকচ করা যায় না।)

কেষ্টদা—অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে কাল্পনিক চরিত্র ব'লে মনে করেন। তাঁরা বলেন শ্রীকৃষ্ণ ব'লে কোন ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি হলেন নৈর্ব্যক্তিক শুদ্ধ জ্ঞান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জ্ঞানী ছাড়া জ্ঞান কোথায় থাকে তা' তো বোঝা যায় না। সত্তা ছাড়া তত্ত্বই বা কী! জ্ঞানবাণী হ'লো তত্ত্বেরই adjusted (বিন্যস্ত) স্মারিণী। ঐ স্মারিণীর জন্মস্থান ও আবাসভূমি হ'ল ব্যক্তিমানুষের মস্তিষ্ক ও ব্যক্তিমানুষের চরিত্র। যা' কোন ব্যক্ত ব্যক্তির গোচরীভূত নয়, তেমন কোন জ্ঞান থাকলেও, মনুষ্যজাতির পক্ষে তা' না থাকারই সামিল। অব্যক্ত যা' তারই আওতায় পড়ে তা'। তা' নিয়ে মাক্কামাক্কি ক'রে ফয়দা কী? অনেক তর্ক-বিতর্ক, বোলচাল, আলোচনা-আন্দোলন চালিয়েও শেষটা দেখা যাবে—সব ফক্কা, বোধ একচুলও এগোয়নি। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। এমন-কি অকাট্য সহজ বোধ-গুলিও কেমন যেন ঘোলাটে ও জাবড়া হ'য়ে গেছে। কতকটা আধপাগলা ভাব।

প্রফুল্ল—কতকটা এই ধরণের ভাব নিয়ে আপনার একটা সুন্দর ছড়া দেওয়া আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (আগ্রহভরে)—তাড়াতাড়ি ক'য়ে ফেল্।

বলা হ'লো—

বস্তুবিহীন ভাবের বিলাস
অনার্য্যদের পাগলা ধাঁজ

'নাই'-এর পথে 'নাই'-নারায়ণ
আর্য্যেতরের স্বপনরাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সোল্লাসে)—ব্যস্! একেবারে খাপে-খাপে লাগে গিছে। (সকলের দিকে চেয়ে সহাস্যে) তা' ও মাঝে-মাঝে যোগান দেয় মন্দ না।

তাঁর প্রাণ-দোলানো আনন্দহিন্দোলে চকিতে সকলের প্রাণ খুশিতে দুলে উঠলো।

কেষ্টদা—অনেকে বলেন গীতায় কোন ভৌতিক যুদ্ধের সমর্থনের কথা বলা হয়নি। বরং তার নিরসনের কথা বলা হয়েছে। মানুষের মনের ভিতরে যে যুদ্ধ চলে সেইটেই গীতার আসল বক্তব্য। কর্ম্মফল ত্যাগ, অহিংসা ও সত্যের সাধনার উপরই এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলছি কর্ম্মফল ত্যাগের কথা। কিন্তু সে ত্যাগটা করি কোথায়? তা' কাউতে বা নিজেতে না ফাঁকায়? তার জন্য কোন পাত্র চাই তো? আবার যে-ত্যাগ করি সে-ত্যাগটা তো সত্তার পরিপোষণী হওয়া চাই? তা'হলে আমাদের কর্ম্মফল ত্যাগ করতে হবে এমনতরভাবে, এমনতর কায়দায় স্থান-কাল-পাত্র হিসাব ক'রে যাতে এই ত্যাগের দ্বারা আমার ও সমাজের প্রত্যেকের বাঁচার পথ প্রশস্ত হয় এবং পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাত-প্রসূত সমাজধ্বংসী যুদ্ধ-প্রবৃত্তি উভয়তঃ নিরাকৃত হয়। এমন অবস্থার সৃষ্টি করা লাগে যাতে মানুষ মানুষের ঘাতক না হ'য়ে পালক হ'য়ে ওঠে। তা' যদি না পারা যায়, তাহ'লেই আসে কুরুক্ষেত্রের বা কর্ম্মক্ষেত্রের লড়াই to achieve being and becoming by hindering the hindrances thereof (বাঁচা-বাড়ার পথের বাধাকে অপসারণ ক'রে বাঁচা-বাড়াকে অধিগত করতে)। তাই মানুষের অন্তর্জীবনের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য্য। কারণ, মনে আক্রোশ পুষে রাখলে শরীর আপসে আপ আক্রোশের পথে চলে। ঈশ্বরকে ভালবেসে তাঁর প্রীত্যর্থে কর্ম্মফল ত্যাগ ক'রে তাই মনটাকে শান্ত, সংযত, নির্লোভ ও সক্রিয়ভাবে সর্ব্বভূতহিতরত ক'রে তুলতে হয়। এই যত করা যাবে, ততই হানাহানির নিরাকরণ হবে, সমাজ-পরিবেশ সুস্থ হবে। আবার ভেবে দেখেন—সত্যই বা কী? অহিংসাই বা কী? সত্তা যদি না থাকে তবে সত্য থাকে কোথায়? তাহ'লেই যেমন আমি বুঝি ঐ সত্তাই হচ্ছে pivot (কীলক) on which সত্য stands (যার উপর সত্য দাঁড়ায়)। আর, এই সত্তাকে কোনরূপেই হনন না করা, এমন-কি যা' তাকে হনন করে তাকেও perfectly (সুষ্ঠুভাবে) নিরাকৃত করা—এই হ'চ্ছে সত্যিকার অহিংসা। তাই বুঝে দেখুন এই সত্তার প্রতিই যদি প্রেম না থাকে, তবে এই অহিংসার প্রয়োজন কোথায়? আবার, যখনই এই অহিংসা নিবর্বীর্য্যতাবশতঃ নিজের ও

অপরের সত্তাকে হত হ'তে দেয়, সেখানে যদি আমরা চুপ ক'রে থাকি, তার কোন প্রতিকার যদি না করি তাহ'লে কি অহিংসা পালন করা হয়? ঐ অহিংসা কি সত্তা ও সত্যের শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায় না? তাই অন্তরে-বাহিরে সত্যের প্রতিষ্ঠা চাই-ই এবং সত্যকে বজায় রাখতে হ'লে সর্ব্বতোভাবে অহিংসা চাই-ই—তা' যেখানে যেমন ক'রে সম্ভব। আমার কাঁচা মাথায় বোকা বুঝ এই তো আসে। এ-কথা সকলের পছন্দ না হলেও আমি নাচার। পড়াশুনো তো করিনি—নিজের অনুভব যা' তাই-ই বলতে হয় আমাকে।

সত্য ও অহিংসার সম্পর্ক সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্য অর্থাৎ সত্তা-সংরক্ষণই আমাদের কাম্য। তাই অহিংসাকে তেমন ক'রে প্রয়োগ করতে হবে যাতে সত্তা বজায় থাকে।

কেষ্টদা—বুদ্ধদেব বলেছেন 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'। এ কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অহিংসা যেখানে সপরিবেশ নিজের সত্তাসম্বর্দ্ধনাকে সর্ব্বতোভাবে পুষ্ট করে সেখানেই তা' সার্থক হ'য়ে ওঠে, আর তা' যে পরম ধর্ম্ম সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কী? সত্তাকে হনন না করা যদি পরম ধর্ম্ম হয় তবে সত্তা-হননী যা' তাকে বিহিতভাবে নিরোধ করাও পরমধর্ম্মের অঙ্গীভূত। আমরা যদি জীবনপ্রেমী হই তবে মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চিরকালই চলবে। আমাদের উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকে, তবে সহজেই সব বোঝা যায়।

কেষ্টদা—গীতা পাঠের অধিকারী কারা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাকে যারা ভালবাসে, সত্যের প্রয়াসী যারা, তারাই সহজভাবে অধিকারী। যারা প্রবৃত্তিমার্গী, প্রবৃত্তিকে mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে যারা নারাজ, তারা অনেক সময় গীতা পড়ে to twist it to support their passionate move (নিজেদের প্রবৃত্তি-চলনের সমর্থনে গীতার অর্থকে বেঁকিয়ে নিতে)। এই ধরণের পড়াটা গীতার প্রতি নিষ্ঠুরোচিত ব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়।

কেষ্টদা—সদ্‌গুরু লাভ না হ'লে কি গীতা বোঝা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুধাবনী গীতাপাঠ আবার সদ্‌গুরুলাভের পথ প্রশস্ত ক'রে দেয়। অন্ততঃ সদ্‌গুরুলাভের urge (আকূতি)-টা সৃষ্টি করিয়ে দেয়। যারা sincerely (আন্তরিকভাবে) ভগবানকে চায়, তাদের রকমই আলাদা। পরম-পিতার দয়ায় তাদের যোগাযোগও হয় ভাল ও ঠিকপথ বেছে নিতে তাদের ভুল হয় কমই। একমাত্র তাঁকে যারা চায়, তাদের আর কোন ভাবনা নেই। তাদের আবিলতা ক'মে যায়। তারা তাঁকে নিয়ে সুখ-দুঃখ সব অবস্থার মধ্যে আনন্দে থাকে। যারা তাঁকেও চায় আবার রকমারি কামনার পরিপূরণও চায়, শত

সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যেও জ্বালাযন্ত্রণা ও অশান্তি কিন্তু তাদের অল্পবিস্তর লেগেই থাকে। নিরখ-পরখ ও ইষ্টনেশা ঠিক থাকলে মানুষ এক সময় বুঝতে পারে যে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা ছাড়া তার আর কিছু চাইবার নেই। এই বুঝ যার পাকা হ'য়ে দাঁড়ায় এবং এই বুঝ-অনুযায়ী যে চলতে পারে, সে তখন জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য্য খুঁজে পায়।

প্রফুল্ল—শোনা যায় মানুষ যতই উন্নত হোক, প্রারব্ধ কর্ম্মফল তাকে ভোগ করতেই হয়। তাহ'লে মানুষের শান্তি কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তি আছে ইষ্টৈকলক্ষ্য হওয়ায়, ইষ্টসর্ব্বস্ব হওয়ায়। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা দুঃখ-দুর্ভোগ যাকে ইষ্ট থেকে বিচ্যুত করতে পারে না, ঐ সব-কিছুকে যে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার উপাদান ক'রে তোলে, অশান্তি তার মনের নাগাল পায় কমই। যে-মন পুরোপুরি ইষ্টমত্ত, বাহ্যিক প্রতিকূল অবস্থার চাপ তাকে ঘায়েল করতে পারেও কম। তবে পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রভাব মানুষকে কিছু-কিছু প্রভাবিত করেই। ঐ অবস্থায় মনও টলে। মন টলা মানে ইষ্টের স্মৃতি ও চেতনা কিছুটা স্তিমিত হওয়া। কিন্তু ইষ্টপ্রেমী যে তার কাছে ঐ দূরত্বটুকু দুঃসহ বিরহবেদনার সৃষ্টি করে। তার মনপ্রাণ আকুলি-বিকুলি ক'রে ওঠে ইষ্টে গভীরতরভাবে নিমজ্জিত হ'তে। ঐভাবে নিজেকে ইষ্টে নিমজ্জিত না করা পর্য্যন্ত সে তিলমাত্র স্বস্তি পায় না। যেন তেন প্রকারেণ তা' করতেই হয় তাকে। ফলকথা, লহমার শৈথিল্য তার সম্বেগকে তীব্রতর ক'রে তুলতেই সাহায্য করে। এমনি ক'রে ওঠাপড়ার ভিতর-দিয়ে সে এগিয়েই চলে। তাই কর্ম্মফল তাকে ইষ্ট থেকে বিচ্যুত করতে তো পারেই না বরং তাঁতে অচ্যুত হ'তে প্রেরণা জোগায়। এক কথায়, অভিশাপ আশীর্ব্বাদ হ'য়ে দাঁড়ায়।

প্রফুল্ল—গীতাকে সর্ব্বশাস্ত্রসার ও সনাতন বলা হয় কেন? আজকের জগতে কতরকমের অসমাহিত সমস্যা রয়েছে, ভবিষ্যতে আরো কত সমস্যা দেখা দেবে, সেগুলির বাস্তব সমাধান কি গীতা থেকে পাওয়া সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতা-সম্বন্ধে শাস্ত্রে যত কথা আছে, সবই ঠিক। গীতায় deal (আলোচনা) করা আছে fundamental divine truth (মৌলিক ভাগবত সত্য) নিয়ে। আর, এটা সনাতন অর্থাৎ সদাতন, চিরন্তন। তুমি আজও গীতাকে যথাযথভাবে অনুসরণ কর, অনুধাবন কর, ধীরে-ধীরে সমস্ত শাস্ত্র-তাৎপর্য্য প্রতিভাত হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে। তা' গুরু বা ইষ্টে তোমাকে সংন্যস্ত করাবেই কি করবে, আর ঐ অচ্যুত সক্রিয় নিষ্ঠানন্দনার ফলে তুমি হয়তো একদিন materialised glow of Gita (গীতার বাস্তবায়িত দীপ্তি) হ'য়ে উঠবে। আর, সেই আলোকে সম্বিৎসু কতজন যে আলোকিত হ'য়ে উঠবে,

কতজন যে অমৃতবরণ ক'রে ধন্য হবে, কত সমাধান তুমিই যে দিতে পারবে, তার ইয়ত্তা নেই। করলেই হয়। বিধিমত যে করে, সেই পায়, সেই পারে। সমাধানমুখী চলনে না চললে সমস্যাগুলি ভয়াল ব'লেই মনে হয়। কিন্তু সমাধানের অতীত কোন সমস্যা আছে ব'লে আমার ধারণা হয় না। সমাধান করতে পারলে দেখা যায় বাইরের সমস্যাগুলি আসে আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে। মন-প্রাণ-বুদ্ধি যাদের ইষ্ট বা মঙ্গলে সমাহিত হয়, কোন সমস্যাই তাদের কাবেজ করতে পারে না বরং সমস্যাগুলিকে কাবেজে এনে তারা বড় হ'য়ে ওঠে। কিন্তু মূল সমস্যা এই যে অসমাহিত intelligence (বুদ্ধি) সমাধানের পথ থাকতেও তা' ধরতে চায় না। তার কারণ unadjusted complex (অনিয়ন্ত্রিত বৃত্তি)-গুলিকে নিয়ে তাল পাকিয়ে অসমাধান অক্ষতভাবে প্রবল প্রতাপে বিরাজ করে তাদের অন্তরে। ঐই-ই যেন basis of the existence of passionate people (প্রবৃত্তিপরায়ণ মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তি)। আর, সাধারণ মানুষগুলি যেন তারই integrated form (সংহত রূপ)। মানুষ যতদিন নিজের দোষের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে তাতে অভিভূত ও একাকার হ'য়ে থাকে, ততদিন সে তার দোষকে দোষ ব'লে ধরতে পারে না। সে-সম্বন্ধে তার খেয়ালই থাকে না। এটা বড় গহীন সমস্যা। এতে শুধু যে তার নিজের ক্ষতি হয়, তা নয়, সমস্ত পারিপার্শ্বিকও পরস্পরের দোষের সংস্পর্শে আরো-আরো দুষ্ট হ'য়ে ওঠে। ঐ অন্ধকার গহন কন্দরে শুভচেতনার আলো জ্বালিয়ে সেখানে adjustment (নিয়ন্ত্রণ) এনে দিতে পারলে সব যা'-কিছুই adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে ওঠে। এই শাশ্বত সত্যটিই নানাভাবে প্রকট ক'রে তোলা হয়েছে গীতায়। মানুষ যাতে মনের ঘানিতে না ঘুরে কায়মনোবাক্যে পুরুষোত্তম-অনুগামী হয়, তার কথা ছড়িয়ে আছে গীতায়। গীতার এই সহজ তত্ত্বই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে। আমি বুঝি এই যে ভিতরটাকে অশুদ্ধ ও অসমাহিত রেখে শুধু বাইরে থেকে জোড়াতালি দিয়ে কাজ হবে না; আবার ভিতরের পরিশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাইরে যা'-যা' ঠিক করা লাগে, তা' না করলেও আমরা রেহাই পাব না।

কেষ্টদা—চাতুর্ব্বর্ণ্যের তত্ত্বটা অনেকের মাথায় ধরে না। তার কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যখন unadjusted complex (অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি) নিয়ে দুনিয়াটাকে দেখে, তখন সবটাই দেখে chaos (বিশৃঙ্খলা)। সে ভাবে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে এই chaos (বিশৃঙ্খলা)। আবার, যখন তার complex (প্রবৃত্তি)-গুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে ওঠে আদর্শের প্রতি অচ্যুত টানের ফলে, তখন তার নজরটা বদলে যায়। তখন দেখে সবই

cosmos (শৃঙ্খলা)। Astronomy (জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান) সম্বন্ধে যার জ্ঞান নেই সে আকাশের দিকে চেয়ে মনে করে গ্রহনক্ষত্রগুলি এলোমেলোভাবে ছিটিয়ে আছে চারিদিকে; কিন্তু যে astronomy (জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান) জানে সে দেখে কতকগুলি constellation (নক্ষত্রপুঞ্জ) এমনভাবে constituted (গঠিত) হ'য়ে cosmos (শৃঙ্খলায়িত ব্রহ্মাণ্ড) সৃষ্টি করেছে যাতে দুনিয়ার চলাটা meaningful (অর্থপূর্ণ) হ'য়ে উঠেছে। তা' অনুধাবন ক'রে সে আবার mathematically (গাণিতিকভাবে) prove (প্রমাণ) করতে পারে কখন কেমনতর গতি নিয়ে তারা কোথায় থাকবে আর তাতে কিই বা হবে। তাহলেই বুঝুন প্রতিটি মানুষের জন্মগত বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও তার ক্রিয়া আছে কিনা এবং বৈশিষ্ট্য সম্মত বিভিন্ন গুচ্ছ আছে কিনা যাকে বলা যায় বর্ণ। আরো ভেবে দেখুন—এর উপযোগিতাই বা কী আর এই জিনিসটা বরবাদ করলে সুবিধা হয় না অসুবিধা হয়। আমি বুঝি বর্ণবিধান বিশ্বশৃঙ্খলার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ-বিশেষ। সব একসা হ'য়ে গেলে কেউ কাউকে পায় না। কেউ কারও কোন কাজে লাগে না। বিন্যস্ত বোধদৃষ্টি যাদের আছে তাদের কাছে স্বতঃই এটা ধরা পড়ে।

কেষ্টদা—গীতার বক্তা কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি ঐশ্বর্য্যলাভ করেছেন, যাঁর বৃত্তিগুলি একে meaningful (সার্থক) হয়েছে, যিনি চ'লে ক'রে জেনে সব-কিছুর উপর ঈশিত্ব বা আধিপত্য লাভ করেছেন, এইগুলি যাঁর স্বভাব ও স্বরূপ, যিনি মূর্ত্ত ভগবান তিনি ছাড়া বা তাঁর দীপ্তিতে যাঁরা আমান উদ্ভাসিত তাঁরা ছাড়া গীতার বক্তা আর কেই বা হ'তে পারেন?

২১শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ৪।৬।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। একে-একে অনেকে এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। তাঁর প্রীতিসিক্ত দৃষ্টি ও সুমধুর স্নেহ-সম্ভাষণে সকলেই পরিতৃপ্ত ও প্রেরণাপুষ্ট হ'য়ে উঠছেন। বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), যন্তা সুরেনদা (বিশ্বাস), গোপেনদা (রায়), মতিদা (চ্যাটার্জ্জী), আদিনাথদা (মজুমদার), নগেনদা (বসু), প্রফুল্লদা (চ্যাটার্জ্জী), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা) প্রভৃতি কয়েকজন প্রণামান্তে উপবেশন করলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কেষ্টঠাকুর সারা ভারতকে এমন ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যে তারপর বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত এই

সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোন prophet (প্রেরিত পুরুষ)-এর আগমনের প্রয়োজন উদ্ভূত হয়নি। তাঁরও ঋত্বিক্-সংঘ ছিল এবং এই ঋত্বিক্-সংঘই বৈশিষ্ট্যপালী দীক্ষা, শিক্ষা ও কৃষ্টির ধারাটা দীর্ঘকাল অনেকখানি অবিকৃতভাবে ধ'রে রেখেছিল। বিকৃত পরিবেশকে সুস্থ ক'রে তোলার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে কম পরিশ্রম করতে হয়নি। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন যুদ্ধ avoid (পরিহার) করার জন্য। কিন্তু দুর্য্যোধন ওদের মতলবই হ'ল পাণ্ডবদের সাবার করা, এমন কি কেষ্টঠাকুরকে পর্য্যন্ত attempt (আক্রমণ) করতে ছাড়েনি। কৌরবরা পাণ্ডবদের ন্যূনতম অধিকার পর্য্যন্ত দিতে নারাজ। কেষ্টঠাকুর ওদের কতভাবে কত বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর কোন কথাই কর্ণপাত করা ওরা প্রয়োজন মনে করেনি। ফলকথা, যুদ্ধকে ওরা অনিবার্য্য ক'রে তুলেছে, কেষ্টঠাকুর কিছুতেই যুদ্ধকে avoid (পরিহার) করতে পারেননি। যুদ্ধের সময় ওদের চাহিদামতই ওদের নারায়ণী সেনা দিয়ে দিলেন। এই নারায়ণী সেনা দেওয়াটাও আমার মনে হয় একটা diplomatic (কূটনৈতিক) চাল। কেষ্টঠাকুর বিপক্ষে থাকায় নারায়ণী সেনা হয়তো তেমন চেষ্টা করেনি, যুদ্ধের show (ভাব) দেখিয়েছে মাত্র। যেন তেন প্রকারেণ সবার প্রকৃত মঙ্গল সাধনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তবে মহাপুরুষদের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সুবিধা হয়, যদি তাঁদের girdle (বেষ্টনী) ভাল থাকে। কেষ্টঠাকুর ও হজরত রসুল girdle (বেষ্টনী) মোটামুটি ভালই পেয়েছিলেন। বুদ্ধদেবেরও মন্দ ছিল না। ক্রাইষ্টের ছিল উল্টো। ভাল girdle (বেষ্টনী) না পেলে জীবদ্দশায় খুব একটা কাজ ক'রে যেতে পারেন না। যে-সত্য দিয়ে যান মৃত্যুর পরে হয়তো তার কদর হয়, যেমন ক্রাইষ্টের বেলায় হয়েছিল। তবে তাঁদের জীবন্ত সান্নিধ্যে অকাট্য অনুরাগ ও অনুসরণের ভিতর-দিয়ে যারা গ'ড়ে ওঠে, তাদের ভিত অনেক বেশী পাকা-পোক্ত হয়। কারণ, সত্য ও তত্ত্বের জীবনগত বাস্তব রূপটা তাদের বোধচক্ষুতে ভাল ক'রে ধরা পড়ে। কিন্তু যারা কতকগুলি প্রবৃত্তির obsession (অভিভূতি) নিয়ে তাঁদের সঙ্গ করে, তারা সত্যকে পেয়েও পায় না। দেখেও দেখে না, বুঝেও বোঝে না। 'সে আর লালন একখানে রয়, লক্ষ যোজন ফাঁক'—এমনতর অবস্থা হয়। দেখেন! ভাল লোক পাওয়ার দিক দিয়ে রসুল কিন্তু খুব ভাগ্যবান ছিলেন। তাঁর এমন লোক ছিল যারা হয়তো একটা বিপদ আসবে বুঝতে পেরে তার আগে থাকতেই এমন প্রস্তুত হ'য়ে থাকত যাতে ঐ বিপদ এসে কিছু করতে না পারে। রামদাসও শিবাজীর মত একজন খাঁটি মানুষ পাওয়ায় তাকে দিয়ে অনেক কাজ করতে পেরেছিলেন। আমি যা'-যা' করতে বলছি—আপনারা এত জনে মিলে তা করা শক্ত কিছু ছিল না। কিন্তু

আমরা যেন কিছুতেই চেতি না। আমাদের বুদ্ধি—করব না অথচ পাব। তা' কী কখনও হয়? অবশ্য, কর্ম্মহীন পাওয়া থেকে না পাওয়া ঢের ভাল। কারণ, অমনতর পাওয়ায় ability (যোগ্যতা) তো বাড়েই না আর তা' বাড়াবার প্রয়োজনবোধও থাকে না।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় শুয়ে আছেন। সারাদিনের গরমের পর সন্ধ্যায় ঝির-ঝির ক'রে দখিনা হাওয়া দিচ্ছে। নীচেয় বিকালে প্রচুর পরিমাণে জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এখন কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তরাস্য হয়ে শুয়েছেন। সামনের দিকে একটি কোল বালিস। ডান হাতখানি বালিসের উপর মাথার তলে দেওয়া। বাম হাতখানি কোল বালিসের উপর আলতোভাবে রাখা। জেগে আছেন, তবু মনে হয় যেন সুষুপ্তির গভীর শান্তি, আরাম, বিরাম, তৃপ্তি, নিশ্চিন্ততা ও নিশ্চেষ্টতা তাঁকে নিটোলভাবে ঘিরে আছে। কেমন যেন এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহজ সমাধির ছবি। সুশীলদা (বসু) প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ কাছে ব'সে তাঁর সেই ধ্যানানন্দকর দিব্যরূপ তন্ময় হ'য়ে দর্শন করছেন।

এমন সময় পাবনার আসাবদা এসে প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আসাবদার কাছ থেকে পাবনার নানা খবর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শুনতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপস্থিতিতে তাঁর সাহায্য-অভাবে ওখানকার বহু লোকের কষ্ট হচ্ছে শুনে তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বললেন—আমি তো গাঁয়ের প্রত্যেকটা লোকের সংসারের নুন-মরিচ থেকে সুরু ক'রে ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, অসুখ-বিসুখ, বিয়ে-সাধি, আমোদ-আহ্লাদ, হওয়া-মরা সবটার সঙ্গেই জড়ায়ে থেকে সকলকে সুখে-শান্তিতে রাখতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওরা এমন বেকুব যে নিজেদের স্বার্থই বুঝল না। আমার স্বার্থকে যদি ওরা নিজেদের স্বার্থ ক'রে তুলত তাহ'লে ওদের অবস্থা যে কি হ'য়ে দাঁড়াত ভেবে পাই না। ওদের কোন কষ্টই থাকত না। যা হোক, ওরা যত অত্যাচারই করে থাকুক, এখনও আমি ওদের ভালবাসি। ওদের কথা ভুলতে পারি না।

আসাবদা—এর মধ্যেও তো ১২ জন এসে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—১২ জন কেন, যতজন আসে দেখলে আমার সুখই হয়। ছাড়বার ইচ্ছা করে না। আণ্ডা-বাচ্চাগুলি পর্য্যন্ত খুশি হয়। এখন আমি আগের মত পারি না, তবে যতটা পরমপিতা দেন করতে চেষ্টা করি।

আসাবদা—সে তো জানি। যা হোক আপনি আশীর্ব্বাদ করেন যেন সব দিক ঠিক ক'রে আবার আপনাকে নিতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করি তোরা ভাল হ', বড় হ', তোদের দিয়ে দশজন বাঁচুক। তোদের কৃতিত্বে দেশের শয়তানী নিকেশ হ'য়ে যাক। শয়তানকে প্রশ্রয় দেওয়াও যে খোদার বিরুদ্ধে যাওয়া।

প্যারীদা তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে ব'সে তামাক খেতে-খেতে বললেন—যেমনতর বিশেষ দেড়লাখ (যাদের প্রত্যেকে দৈনিক অন্ততঃ ৩ টাকা ক'রে ইষ্টভৃতি করবে) দীক্ষার কথা বলেছি, তা' অনেকখানি অগ্রসর হ'লে আমার ইচ্ছা ছিল ওখানে university (বিশ্ববিদ্যালয়) করব। এরা এখনও চেষ্টা ছাড়েনি। তুই ওদিকে সব ঠিক কর, তারপর সব করা যাবে। এখান থেকে কেষ্টদা, সুশীলদা এরা এর মধ্যে নাজিমুদ্দীনের কাছে একটা representation (লিখিত আবেদন) দিয়েছে। দেখা যাক কী হয়। মাঝে-মাঝে আবার মনটা দমে যায়। যেখানে আমার ব'লে কেউ নেই, সেখানে মন কেমন লাগে বুঝতেই তো পার। ওখানে যাবার কথা মনে হ'তে ভয়ও হয়। ভাবি, যাদেরই জন্য করব, তারাই ষড়যন্ত্র ক'রে বিপদে ফেলবে। এই তো বরাবর পেয়েছি। আমি তো কারর জন্য না করা রইনি, কাউকে তো পর ভাবিনি, আপনজ্ঞানে সকলের জন্য প্রাণপণে করেছি, কিন্তু যাদের টেনেছি তারাই সর্ব্বনাশ করেছে। এই সব ইল্লতি কারবার যাতে আর না হবার পারে তেমন অবস্থার সৃষ্টি ক'রে ঐ জায়গাকে সত্যিকার পাকিস্তান অর্থাৎ পুণ্যস্থান ক'রে তোলা লাগে।

আসাবদা অবনত মস্তকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ গ্রহণ ক'রে প্রণামান্তে প্রস্থান করলেন।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ৫।৬।৪৮)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে বসে আছেন। এমন সময় শ্রীযুত রোহিণী চৌধুরী, চক্রপাণিদা (দাস), স্মরজিৎদা (ঘোষ), হরিদাসদা (সিংহ) প্রভৃতি আসলেন।

অন্য সবার সঙ্গে রোহিণীদা প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন— ভাল তো?

রোহিণীদা—ভাল।

চক্রপাণিদা—ইনি দেওঘরে এই প্রথম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও প্রথম এখানে আসলাম। অসুস্থ শরীরে এসেছিলাম। তারপর আর যাওয়ার সুযোগ পেলাম না। পূর্ব্ববাংলার আজ বড় দুরবস্থা। গরীব-গুরবো সাধারণ হিন্দু-মুসলমানদের খুব কষ্ট। আমাদের এদের যদি সব ঠিক

থাকত, এরা অনেকখানি করতে পারত। করার লোকই যে কম। আবার, মানুষের সত্যিকার ভাল যাতে হয় সেদিকে কারও বড় একটা নজর নেই। আমাদের বুদ্ধি সব suicidal (আত্মঘাতী)। আগাগোড়া যা' করেছি, নিজেদের পায় নিজেরা কুড়োল মেরেছি। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যারা আছে, তারা আবার কল্কে পায় না।

রোহিণীদা—এখন উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিকমত করেন, করলে তিন ঠেলায় আপদ-বালাই ভুলভ্রান্তি সব উড়িয়ে দেওয়া যায়। এ-সব মরণশীল। বিধিবদ্ধভাবে সুকর্ম্ম করাই কুকর্ম্মের ফল খণ্ডনের একমাত্র পথ। লেগে-বেঁধে করলেই হয়। আমাদের অনেকে বুঝেও করে না। না বুঝলে সে কথা ছিল। পিছটানই আটকে রেখেছে, তাই কায়মনোবাক্যে নাছোড়বান্দা হয়ে পুরোপুরি লাগতে পারে না। ছোট্টখানি টান, তাতেই obsessed (অভিভূত) হ'য়ে আছে। ভাবে—আমি যে অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হ'য়ে এই কাজে ঝাঁপ দেব, আমার বাবা, আমার মা, আমার বউ, আমার ছেলে তাদের কী হবে? নিজেদের গড়িমসিতে তাদের সত্তা ও স্বার্থও যে বিপন্ন হ'চ্ছে তা' বোঝে না। প্রকৃত প্রস্তাবে out of false and indolent sympathy (মিথ্যা এবং নিষ্ক্রিয় সহানুভূতিবশে) তাদেরও মারছি, খুন করছি—মা, বাবা, ভাই, বোন সকলকে। আমরা যে কত foolish (বেকুব) ভেবে পাই না।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিখুশি মুখে বললেন—আপনি খুব কায়দামত সময় আসে গেছেন, আপনার জন্য মনটা উসখুস করতিছিল। দাদাকে সব কথা খুলে কওয়া লাগে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর রোহিণীদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—নাজিমুদ্দীনকে আপনি চেনেন?

রোহিণীদা—হ্যাঁ চিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর কাছে আমরা একটা representation (লিখিত আবেদন) দিয়েছি।

রোহিণীদা—আমি আবার সেখানে যাব।

কেষ্টদা—তাহ'লে একটা copy (নকল) আপনার কাছে দিয়ে দেব।

রোহিণীদা—তা' বেশ, নিয়ে যাব।

কেষ্টদা—আপনার জানা থাকা ভাল, পর-পর কী-সব ব্যাপার ঘটেছে।

আশ্রমের উপর পর-পর যে-সব অবিচার-অত্যাচার হয়েছে কেষ্টদা এইবার ধারাবাহিকভাবে সেগুলির বর্ণনা দিলেন।

রোহিণীদা—আশ্রমের কলেজটার কী হ'ল?

শ্রীশ্রীঠাকুর (ক্ষুব্ধ কণ্ঠে)—কলেজ! কলেজ gone (গেছে)! সব মূল্যবান যন্ত্রপাতি—অতো বড় এক্স-রে, প্রোজেকসন, মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদি ভেঙ্গে তছনছ ক'রে দিয়েছে। University (বিশ্ববিদ্যালয়) করার পরিকল্পনা করেছিলাম, শাণ্ডিল্য university (বিশ্ববিদ্যালয়) নাম দেব ভেবেছিলাম। সবই তো আপনাকে বলেছিলাম। আর অতো বড় laboratory (গবেষণাগার) আপনি নিজে তো স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। কি করে ফেললো!

রোহিণীদা—Central government (কেন্দ্রীয় সরকার)-এর কাছে সব জানান দরকার।

কেষ্টদা—জানান হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে দেখা হ'লে আশ্রম সম্বন্ধে বলবেন—'এ জিনিস আমারও। শুধু আমার কেন, প্রত্যেকেরই। সবার মঙ্গল সাধনের জন্য যে-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও অস্তিত্ব তাকে নষ্ট হতে দেবেন না।'

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ব্রিটিশের সঙ্গে এমন tactfully (কুশল-কৌশলে) চলতে হয়, যাতে তারা আমাদের প্রতি sympathetic ও friendly (সহানুভূতিশীল ও বন্ধু-ভাবাপন্ন) হ'য়ে থাকে। ঝোঁকের মাথায় এমন কিছু করা ভাল নয়, যাতে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বিরুদ্ধে একটা organised opposition-এর (সংহত বিরোধিতার) সৃষ্টি হয়। দেশবিভাগের ফলে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই আজ দুর্ব্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত। তারপর আমরা এত disintegrated (সংহতিহারা) যে একটা বিপর্যয় আসলে stand করা (দাঁড়ান) কঠিন। হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর হয়ে রয়েছে সমস্যার কেন্দ্রস্বরূপ। আর, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চিন্তা ও কর্ম্মধারাও সবসময় সত্তাপোষণী ও কল্যাণকর পথে পরিচালিত হয় না। আজকাল কম্যুনিজমের নামে অনেকেই খুব উল্লসিত হয়। কিন্তু আর্য্যভারতীয় সমাজে যে একদিন super-communism (সেরা কম্যুনিজম) প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, তা' আর কেউ ভেবে দেখে না। আমাদের সমাজই একদিন সমাজতন্ত্রের এমনতর নমুনা দেখিয়েছিল যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সমষ্টিগত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি এবং পারস্পরিক প্রীতি ও সহযোগিতা উচ্ছল হ'য়ে উঠতো। আমার মনে হয় ঘুরে-ফিরে ওখানেই আসতে হবে সবাইকে। শুনেছি রাশিয়ায় নাকি co-education (সহ-শিক্ষা) উঠিয়ে দিচ্ছে, আবার church (গীর্জ্জা) ইত্যাদি করতে দিচ্ছে, private ownership of property (সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা)-ও নাকি কিছু-কিছু

স্বীকার করছে। আমাদের ছিল বর্ণাশ্রম অর্থাৎ grouping of society according to biological instincts (জৈব সহজাত সংস্কার-অনুযায়ী সমাজ বিভাগ)। বৃত্তি-বিভাগও করা হ'ত ঐ সহজাত সংস্কারের উপর লক্ষ্য রেখে। কুমোরের বৃত্তির উপর ক্ষত্রিয়ের হাত ছিল না, আবার ক্ষত্রিয়ের বৃত্তির উপরও কুমোরের হাত ছিল না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বৃত্তি ছিল বিভিন্ন, সেখানে কেউ encroach (অনধিকার প্রবেশ) করতে পারত না। অপরের বৃত্তি-অপহরণ পাপ ব'লে গণ্য করা হ'ত। ফলে, unemployment (বেকারত্ব) থাকতে পারত না। বর্ণোচিত জীবিকার ফলে কেউ দরিদ্র থাকত না। বেশীর-ভাগ লোকই অল্পবিস্তর প্রাচুর্য্য ভোগ করত। ধর্ম্ম, ইষ্ট ও কৃষ্টির ভিত্তিটা শক্ত থাকায় dishonesty (অসাধুতা) খুব একটা মাথা তোলা দিতে পারত না, আর অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে কতকগুলি হিতী-অনুশাসন সবাইকে মেনে চলতে হ'ত ব'লে undue competition-এর (অবৈধ প্রতিযোগিতার) বালাই ছিল না। বিভিন্ন বর্ণগত সম্প্রদায় নিয়ে গ'ড়ে উঠতো সমাজ। রাজাকে বলা হ'ত বর্ণাশ্রমের রক্ষক। তার প্রধান কাজ ছিল সমাজে বর্ণাশ্রম যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা সেদিকে শ্যেন দৃষ্টি রেখে চলা। কারণ বর্ণাশ্রমের কাঠামো ঠিক থাকলে জাতীয় জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা, যোগ্যতা, চারিত্র্য, সমৃদ্ধি, শৌর্য্য, বীর্য্য, সেবাপ্রাণতা, তপস্যা কোনটারই অভাব থাকে না। সেই সঙ্গে-সঙ্গে আবার ছিল সমাজ-শাসন। বর্ণাশ্রমের বিরোধী চলায় কেউ চললে সমাজ তাকে ছেড়ে দিত না। খেয়াল-খুশিমত বিয়ে-থাওয়া হওয়ার জো ছিল না। আজ আমরা রোহিণী চৌধুরীর মেয়েকে মেথরের হাতে দিতে কুণ্ঠিত নই। তার ফলটা কী হয়, তা' কি আমরা ভেবে দেখেছি? এতে আপনার মেয়ে তো নেমে যায়ই, এমন-কি আপনাকে পর্য্যন্ত আপনার জামাইয়ের সন্তোষের জন্য তার culture-এর (কৃষ্টির) দিকে নামতে হয়। এর ভিতর-দিয়ে যে প্রতিলোম সন্তান পয়দা হয়, সে না পায় বাপের ভালটা, না পায় মায়ের ভালটা। শ্রদ্ধাহীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও পরিধ্বংস-প্রবণতাই হয় তার নিয়ামক-প্রবৃত্তি। দেশের মানুষ যদি এই মেকদারের হয়, তবে তার ভবিষ্যৎ কী হতে পারে ভাবতে পায় কাঁটা দেয় (কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখেমুখে ভীতি-বিহ্বলতা এবং দেহে রোমাঞ্চের লক্ষণ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে)। কিন্তু নিচু ঘরের মেয়ে যদি আপনার ঘরে আসে, তবে সেও উন্নত হয়, তার পেটের সন্তানও ভাল হয়। তার পিতৃ-বংশ পর্য্যন্ত ঠেলে ওঠে। আর, অনুলোম সন্তানগুলি superior bio-education (উন্নত জৈব ও শিক্ষাগত প্রেরণা) পাওয়ায় খুব energetic (উদ্যমী) হ'য়ে ওঠে প্রায়শঃ। গুয়োর মধ্যেও ছোলার বীজ পুঁতলে ছোলা

গাছই হয়। তেঁতুল বিচি থেকে তেঁতুলই হয়, অবশ্য soil, climate ও nurture (মাটি, আবহাওয়া ও পোষণ)-এর দিকেও লক্ষ্য রাখা লাগে।

কেষ্টদা—আম্বেদকর বিয়ে করলেন বামুনের মেয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ কাজ ঠিক হয়নি। যিনি যত বড় হোমরা-চোমরাই হউন না কেন, superior-heredity (উচ্চতর বংশানুক্রমিকতা)-ওয়ালা মেয়ে বিয়ে করাটা অর্থাৎ প্রতিলোম বিবাহ সর্ব্বৈব নিষিদ্ধ। এটা আর্য্য-বিগর্হিত। এই জিনিসটা যাতে প্রশ্রয় না পায়, সমস্ত সমাজের সেদিকে লক্ষ্য রাখা লাগে। এতে কখনও ভাল হয় না। বিধি ও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যেই যা' করুক, তাকেই তার ফল পেতে হবে। যার সঙ্গে অপজনন জড়িত, তার ফলাফল শুধু একটা পরিবারের মধ্যে সীমিত থাকে না। কালে-কালে গোটা সমাজে তার বিষময় ফল ছড়িয়ে পড়ে। কারও biological make-up-এর (জৈবী সংস্থিতির) মধ্যে serious anomaly (গুরুতর বিশৃঙ্খলা) ঢুকে গেলে তার প্রতিকার দুরূহই হ'য়ে ওঠে। তাই, এর বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলা লাগে।

কেষ্টদা—এখন তো proper publicity (যথোচিত প্রচার) চাই, কিসে যে জাতি saved হবে (রক্ষা পাবে), তাই যে মানুষ জানে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ! কাগজ ঠিক করা লাগে। লেখা লাগে। আমাদের বৈশিষ্ট্যকে মেরে আমরা আজ তাই করতে যাচ্ছি যা' ক'রে ইউরোপ-আমেরিকা ঠেকে পড়েছে। আজ যে-সব problem (সমস্যা) ওদের বিব্রত করছে, আমাদের দেশে তার 'প'ও ছিল না। মানুষের ভাল করতে গেলেই তাকে আদর্শনিষ্ঠ ক'রে আত্মনিয়ন্ত্রণপ্রবণ ক'রে তুলতে হবে; আর, তার শিক্ষা, জীবিকা ও বিয়েথাওয়ার ব্যবস্থা এমন ক'রে করতে হবে যাতে তার সহজাত সংস্কার ও বৈশিষ্ট্য সঞ্চরণশীল, পোষণপুষ্ট ও মঙ্গলমুখী হ'য়ে ওঠে। এ না হ'লে মনুষ্যত্ব ও যোগ্যতা বাড়ে না। যে যত ইষ্টপ্রাণ হয়, তার ভিতর ভালবাসা ও সেবাবুদ্ধি তত প্রবল হ'য়ে ওঠে। তাই একাদর্শ প্রাণতার ভিতর-দিয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের আপন হ'য়ে ওঠে সর্ব্বতোভাবে। এই পারস্পরিকতা বাদ দিয়ে সমাজে সুখশান্তি, সমৃদ্ধি ও সামঞ্জস্য আসতে পারে না। আর, আমি বলি মহাযন্ত্রের পরিবর্ত্তে গার্হস্থ্য যন্ত্রের প্রবর্ত্তন যত বেশী হয়, ততই ভাল। তাতে ধনিক শ্রমিক সমস্যা থাকে না। যে ধনিক, সেই শ্রমিক, আবার যে শ্রমিক সেই ধনিক—এমনতর হয়। দেশে production (উৎপাদন)-ও বেড়ে যায়। অলস, দরিদ্র ও বেকারের সংখ্যা স্বতঃই কমে আসে। Ideology (ভাবধারা) যেমন চারান লাগে, তেমনি দীক্ষা দোয়াড়ে দিতে হয় এবং ideology (ভাবধারা) materialise (বাস্তবায়িত) করতে চেষ্টা করতে হয়।

চক্রপাণিদা শম্বুকের আন্দোলন ও শম্বুক-বধ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা তো সব ভাল ক'রে জানি না, তবে এইটে ধ'রে নিতে পারি যে বশিষ্ঠের cabinet (মন্ত্রিসভা) যখন এই হুকুম দিয়েছিলেন, তখন তার পিছনে নিশ্চয়ই কোন সঙ্গত কারণ ছিল। প্রত্যেক বর্ণ যদি তার প্রকৃতিসংগত কর্ম্ম ঠিকমত করে তবেই সমাজ ঠিক থাকে। আর, শুধু সমাজ ঠিক থাকা নয় স্ব-ধর্ম্ম অর্থাৎ স্ববৈশিষ্ট্য পালনের ভিতর-দিয়ে ছাড়া মানুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে না। দৈনন্দিন তপস্যা যেমন নিত্যকর্ম্ম, স্ববৈশিষ্ট্যসম্মত কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে ইষ্ট-প্রীত্যর্থে পরিবেশের সেবা ক'রে চলাও তেমনি নিত্যকর্ম্ম। অপারগ না হ'লে এ মানুষের করাই লাগে। এই পরিক্রমার ভিতর-দিয়ে ছাড়া মানুষের মনের মলিনতা ঘোচে না। তবে আমাদের যা'-কিছু করতে হবে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে মুখ্য ক'রে। এই হ'ল আদত কথা। এই তত্ত্ব না জেনে যদি কেউ সাধারণ লোককে বিভ্রান্ত ক'রে স্বকর্ম্ম থেকে চ্যুত ক'রে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয় নিয়ে আসে এবং মানুষকে প্রকারান্তরে প্রকৃত ধর্ম্মপথ থেকে বিচ্যুত ক'রে তোলে সেটা কিন্তু একটা কম অপরাধ নয়। সেখানে সাধারণ লোককে অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যা' করার তা' করাই লাগে। কারও প্রাণনাশ না করে এইটে করা সম্ভব হ'লে ভাল হয়।

চক্রপাণিদা—বশিষ্ঠের আদেশমত এই কাজ করা হয়েছিল তা' থেকে বোঝা যায় যে তখন রাজা একাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, বশিষ্ঠ এবং তজ্জাতীয় যাঁরা তাঁদের ছাড়া চলার উপায় ছিল না। Minister (মন্ত্রী)-রাই mainly, (প্রধানতঃ) guide (পরিচালনা) করতেন। তাঁরাই law (আইন) নিয়ে deal (কারবার) করতেন।

কেষ্টদা—আজ হয়তো একজন অসাধু উপায়ে ভোটে জিতে law-giver (আইন-প্রণেতা) হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Law (আইন বা বিধি) যাদের কাছে revealed (প্রতিভাত) হয়নি, তারা law-giver (বিধি-প্রণেতা) হয় কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং অন্য সবাই এবার বাইরে থেকে উঠে এসে বড়াল-বাংলোর সামনের বারান্দায় উত্তর-পূর্ব্ব কোণে বসলেন। এর পূব দিকে পাশাপাশি দুখানি ছোট ঘর। সেই ঘরে শ্রীশ্রীবড়মা থাকেন। বারান্দার সংলগ্ন দক্ষিণ দিককার ঘরখানিতে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্রাম গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তক্তপোশের উপর শুভ্রশয্যায় উপবেশন করলেন। রোহিণীদাকে একখানি চেয়ার দেওয়া

হ'ল। আর সবাই নীচে বসলেন। সরোজিনীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে প্রসন্ন দৃষ্টিতে রোহিণীদার দিকে চেয়ে মৃদু-মধুর হাসছিলেন।

হিন্দু কোড বিল সম্বন্ধে কথা উঠলো।

রোহিণীদা—হিন্দু কোড সম্বন্ধে আমি আপত্তি তুলেছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' সবাই appreciate (তারিফ) করেছে। বলেছে—মানুষ এখনও একটা আছে—ঐ রোহিণী চৌধুরী।

রোহিণীদা—সমাজের real problem (প্রকৃত সমস্যা) নিয়ে ওরা ভাবে না। Upper section (উচ্চতর শ্রেণী) নিজেদের খেয়ালমত চলার ব্যাপারে আইনের সমর্থন-লাভের কথা ভাবে, আর সেই দিক থেকেই আইন করার কথা চিন্তা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো আছেই। এখন কয়েকটা লোক ভাল ক'রে লাগলেই হয়। কিছু fund (তহবিল) create (সৃষ্টি) ক'রে কতকগুলি কাগজ ঠিক ক'রে ফেলতে হয়। Fundamental principles of life (জীবনের মৌলিক নীতি) সম্বন্ধে দেশের লোককে educate করার (শিক্ষা দেওয়ার) ব্যবস্থা করা লাগে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তরঙ্গ সুরে বললেন—বংগাল খেদা আন্দোলনের কথা শুনে অনেকে বলেছে, আমিও ভেবেছি—আপনি থাকতে এটা কেমন করে হ'ল।

রোহিণীদা এই প্রসঙ্গে দীর্ঘ ইতিহাস বললেন। শেষটা বললেন ভাষাগত বিরোধের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাষা নিয়ে বিরোধ অবাস্তব। কথা হ'ল দেশবিভাগের পর আমরা তো এখন বাস্তুহারা, আজ যদি আসামে গিয়ে তাদের কোলে দাঁড়াতে পারি, তাহ'লে স্বতঃই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হব। তাকে বড় ক'রে তোলা আমাদের স্বার্থ, হ'য়ে উঠবে। এইভাবে province (প্রদেশ)-গুলি inter-interested (পরস্পর-স্বার্থান্বিত) হ'য়ে উঠবে। এতে প্রত্যেকেই লাভবান হবে। আর আমি বুঝি—বাংলাভাষা উন্নত হ'লে আসামীও উন্নত হবে এবং আসামী ভাষা উন্নত হলে বাংলাও উন্নত হবে। একের উন্নতি অপরের উন্নতিকে ডেকে আনবে। Basic (মূল) জিনিস ঐ সংস্কৃত।

রোহিণীদা—অনেকে তা' স্বীকার করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহু স্বার্থান্ধ shortsighted (স্বল্পদৃষ্টি) মানুষ আছে, তারা প্রকৃত সত্যকে মানতে চায় না। আর একটা কথা। বিহারী কায়স্থ,

বাঙ্গালী কায়স্থ, আসামী কায়স্থ ইত্যাদির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। তাদের মধ্যে একই গোত্রও পাওয়া যায়। আর্য্যবিধি-অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশের এদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে—চক্রপাণি যেমন করেছিল। অন্যান্য বর্ণ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। তবে বিয়ের ব্যাপারে যে-যে নীতি-নিয়ম মেনে চলার কথা, সব ক্ষেত্রেই সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার। বিহিতভাবে inter-provincial marriage (আন্তঃ-প্রাদেশিক বিবাহ) যদি চলে, সেটা national integration (জাতীয় সংহতি)-কে help (সাহায্য) করে। এটা যদি না করি তবে becoming (বিবর্দ্ধন)-কেই sacrifice (ত্যাগ) করা হবে।

রোহিণীদা—আসামে রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব বেশী। তাই নিয়ে বর্ত্তমান আন্দোলন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিহারী আজ বিতাড়িত নয়, আসামী আজ বিতাড়িত নয়। বাঙ্গালীই আজ বিতাড়িত। তার ঘর নেই, বাড়ী নেই, সে আজ পথে দাঁড়িয়েছে, তার মা, বউ, মেয়ে, বোনকে দুর্ব্বৃত্তরা টেনে-টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বড় দুঃস্থ সে, কোথায় দাঁড়াবে সে? বিহার, আসাম ইত্যাদিকে যদি enrich (সমৃদ্ধ) না করা যায়, তবে যারা আজ ঘরহারা, নিঃস্ব, নিগৃহীত, নিষ্পেষিত, তারা কোথায় দাঁড়াবে? তাদের প্রত্যেকের capacity (সামর্থ্য) এতখানি বাড়িয়ে দেওয়া লাগবে, তাদের উন্নতি এতখানি desire (কামনা) করা লাগবে, যাতে তারা আমাদের পালতে পারে এই বিপদে। তারা যদি সুস্থ ও পুষ্ট না থাকে, তবে আমাদের জন্য করবে কি করে? তাদের নিজেদের চ'লেও আরো প্রচুর থাকা দরকার। তাই তাদের বড় করাই আমাদের স্বার্থ। পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়ালে আর ভাবনা নেই।

রোহিণীদা—সহানুভূতি, সহযোগিতা, আদান-প্রদান ও বিবাহ-বন্ধন থাকলে বিভিন্ন প্রদেশের লোক যেমন মিলিত হয় তেমনি বড় হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানেও গোত্র আছে, এখানেও গোত্র আছে। এক গোত্র মানে same class (এক বংশ), same blood (এক রক্ত)। এক গোত্রই তো বিভিন্ন province-এ (প্রদেশে) পাওয়া যায়। তার মানে এক বংশ বিভিন্ন স্থানে আছে। আমার বড় ছেলেটার ভাল চাই, ছোটটার লোকসান করিয়ে দিই, তা' তো চাই না। সবার ভাল হ'লেই আমার সুখ। ভাষার সম্বন্ধেও ঐভাবে ভাবতে হয়। বাংলা, আসামী প্রভৃতি সংস্কৃতেরই গোত্র—প্রত্যেক ভাষার উন্নতি হলে আমারই লাভ। তাই নিজেরটাকে যেমন বাড়িয়ে তুলব, অপরেরটাকেও তেমনি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করব। এই জাতীয় চলনই ধর্ম্ম।

আমি এদের বলি—বিভিন্ন প্রদেশকে সমৃদ্ধ করলে জানবি—সর্ব্বত্র তোদের abode (বাসস্থান)। বিপন্নতায় আসামের কোল, উড়িষ্যার কোল, বিহারের কোল, পাঞ্জাবের কোল তোদের অটুট। বৃহত্তর বাংলা, বৃহত্তর আসাম বড় কথা নয়। প্রধান জিনিস হ'ল নিজের ও সেই সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেকের অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেইভাবে চলা। প্রত্যেকে প্রত্যেকের পালক, পোষক ও রক্ষক হ'য়ে দাঁড়ানো লাগে, যাতে কেউ নিজেকে কখনও অসহায় মনে করতে না পারে। হরিজনকে মেরে বিপ্র দাঁড়াবে, বিপ্রকে মেরে হরিজন দাঁড়াবে—তা' নয়, প্রত্যেকে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে বাঁচিয়ে বাঁচবে।

রোহিণীদা—কোথাও কোন হাঙ্গামা হলে দুষ্ট লোকেরা লুটপাট সুরু ক'রে দিয়ে তার সুযোগ গ্রহণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে এর ভিতর-দিয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করি। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। দেখুন, আমরা আজ কোথায়! আমরা যদি এক গাট্টা হ'য়ে দাঁড়াতে না পারি, তবে freedom-এর (স্বাধীনতার) বদলে fienddom-এর (শয়তানের রাজত্বের) জয়জয়কার হবে।

রোহিণীদা—আমরা কোন্ ভিত্তির উপর দাঁড়াব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের দাঁড়াবার ভিত্তিই হ'ল ধর্ম্ম। সপরিবেশ যা' নিজ অস্তিত্বকে ধরে রাখে, তাই ধর্ম্ম। এই নীতিগুলি যাঁর জীবনে মূর্ত্ত তিনি হ'লেন আদর্শ। তাঁকে নিষ্ঠাসহকারে অনুসরণ করার ভিতর-দিয়ে ধর্ম্মপালন বাস্তব হ'য়ে ওঠে। তিনি হিন্দুকে প্রকৃত হিন্দু ক'রে তোলেন, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানকে প্রকৃত মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান ক'রে তোলেন। পূর্ব্বতন প্রত্যেক মহাপুরুষের প্রতি তিনি আমাদের শ্রদ্ধা সন্দীপিত ক'রে তোলেন। তিনি দেখিয়ে দেন যে ধর্ম্ম কখনও এক ছাড়া দুই হয় না এবং সব মহাপুরুষেরই মূলনীতি এক। রকমফের যা' দেখা যায়, তা' শুধু দেশ-কাল-পাত্রের difference ও distinctiveness (বিভিন্নতা ও বিশিষ্টতা) অনুযায়ী। মানুষ ধর্ম্মপরায়ণ হ'লেই ভালবাসাপরায়ণ হয়, সেবাপরায়ণ হয়। আর, তা হ'লেই সে স্বতঃই অপরের সত্তাবান্ধব হ'য়ে ওঠে। যত বেশী মানুষ এইরকম হয় ততই দেশের মঙ্গল। আতিথেয়তা, আশ্রিতবৎসলতা হিন্দুদের স্বভাবগত। তাদের মধ্যে এখন এই sentiment (ভাবানুকম্পিতা) ভাল ক'রে গজিয়ে দিতে হয় যাতে তারা হিন্দুমাত্রকেই বাঁচাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়—তা' যে যে-প্রদেশেরই হোক না কেন। এতে কোন জায়গায় তার অস্তিত্ব বিপন্ন হ'লে অন্যত্র তার আশ্রয় ঠিক থাকবে। সে বুঝবে তার ঘর সর্ব্বত্র, তার আত্মীয়বান্ধব সর্ব্বত্র।

এর ফলে প্রত্যেকের বুকের বল কতখানি বেড়ে যাবে ভেবে দেখেছেন? আর, শুধু হিন্দুদের মধ্যে এই inter-interestedness (পারস্পরিক স্বার্থ-সম্বদ্ধতা) আনলে চলবে না, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পারশী, শিখ, জৈন সবাই যাতে সবার আপন হয় বাস্তবে, তাই ক'রে তুলতে হবে। প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণতা জাগলে এটা আপ্‌সে আপ হ'তে থাকবে। সৎসঙ্গে পরমপিতার দয়ায় যা' হ'য়ে উঠেছে, সর্ব্বত্র তা' চারিয়ে দেওয়া লাগবে। এখানে কত জায়গার, কত সম্প্রদায়ের মানুষ আছে। কিন্তু কেউ কাউকে পর মনে করে না, একের বিপদে আর একজন ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে পড়ে। সকলে মিলে যেন একটা পরিবার। তবে ধর্ম্ম ও সংহতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে যেমন চাই তার পরিপালন ও প্রচার, তেমনি চাই সমীচীন ও সুনিয়ন্ত্রিত অসৎ-নিরোধী পরাক্রম। সরকারের তরফ থেকে যেমন দেশের সব দিককার উন্নতি ও ঐক্যের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে তেমনি defence force (প্রতিরক্ষা শক্তি)-কেও খুব powerful (শক্তিমান) ক'রে তুলতে হবে। White corpuscle (শ্বেত কণিকা) অর্থাৎ resisting power (প্রতিরোধী শক্তি) যদি সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত ক'রে না রাখি, তারা যদি ভালভাবে administered (শাসিত) না হয়, তাদের যদি এমনভাবে ছড়িয়ে না রাখি যে প্রয়োজন হ'লে এক ডাকে হাজির হবি, তা' হ'লে হবে না। অন্ততঃ পাঁচ কোটি দরকার। কখন কোন্ পরিস্থিতি আসে তার ঠিক কী?

কেষ্টদা—অতো বিরাট সংখ্যক সৈন্য করতে দেবে না। নানা দিক থেকে বাধা আসবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবাইকে soldier (সৈনিক) নামে রাখার দরকার কী? কোন দল থাকবে শান্তিসেনা হিসাবে, কোন দল থাকবে স্বস্তিসেবক হিসাবে। স্বস্তি-সেবকের কাজ হবে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উন্নতিবিধান করা। এগুলি সমাজ-সেবার মধ্যেই পড়ে। এগুলির প্রয়োজন বরাবরই থাকবে। যাতে এই সব ব্যাপারে লোককে efficiently (দক্ষভাবে) সাহায্য করতে পারে, সেইভাবে তাদের thorough training (পুরো শিক্ষা) দিতে হবে। রোগ-বালাই, দুঃখ-দারিদ্রের নিকেশ ক'রে ছাড়তে হবে। সত্তাপোষণী যোগ্যতা, স্বাস্থ্য, সম্পদ, শক্তি ইত্যাদি ধর্ম্মেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ।

কথাপ্রসঙ্গে রোহিণীদা বললেন—আমার নেহেরুজীর সঙ্গে কথা হয়েছিল, তাতে তিনি বলেছিলেন—আমি দেশে idolatry (পৌত্তলিকতা) রাখব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল করতে গিয়ে মন্দ ক'রে না বসি, তা' দেখা লাগে। এটার মধ্যে ভাল যা' আছে, সেইটেকেই এস্তার ক'রে তুলতে হয়। তাতেই ভাল হয়। জোর ক'রে এটা ছাড়াতে গেলে হিন্দুর হিন্দুত্ব যতটুকু আছে তাও থাকবে না।

আর, প্রকৃতপক্ষে হিন্দু কখনও জড়ের উপাসক নয়, সে চৈতন্যেরই উপাসক।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষ্টিপ্রহরী সম্বন্ধে বললেন—অন্ততঃ ২৫০ জন লোক যাতে প্রতি মাসে ১০০ টাকা ক'রে দেয়, তার ব্যবস্থা করা লাগে। বলতে হয় আজ আমাদের ধর্ম্ম বিধ্বস্ত, কৃষ্টি বিধ্বস্ত, চলনা দিশেহারা। লোকে জানে না ধর্ম্ম কী, কৃষ্টি কী, কোন্ পথে চলতে হয়। তাই তাদের লাখো চেষ্টাও সার্থক হয় না। তাদের বোঝানো চাই, জানানো চাই, প্রচার চাই, হাত ধ'রে ঠিক পথে চালানো চাই। এই সব ব'লে লোক ঠিক করতে হয়।

রোহিণীদা—Social service-এর (সমাজ সেবার) নাম নিয়ে অনেক politics (রাজনীতি) করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মের মধ্যে politics (রাজনীতি) ডুবে যায়। ধর্ম্ম মানে—যা' life and growth (জীবন ও বৃদ্ধি)-কে fulfil (পরিপূরণ) করে। Politics (রাজনীতি) যদি life and growth (জীবন এবং বৃদ্ধি)-কে fulfil (পরিপূরণ) না করে, সে politics (রাজনীতি)-কে মানে কে? আমি দেড়লাখ বিশেষ লোক দীক্ষা দেবার কথা বলেছিলাম যারা daily (প্রত্যহ) ২।৩ টাকা ক'রে ইষ্টভৃতি করবে। ভেবেছি এদের কাছ থেকে তিন মাস অন্তর ১০ টাকা ক'রে নিয়ে নানারকম industry (শিল্প) করব, agriculture (কৃষি) করব, কাগজ বের করব, university (বিশ্ববিদ্যালয়) করব। সঙ্গে-সঙ্গে বিয়ে-থাওয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থা এমন ক'রে চালু করতে হয়, যাতে ভালমানুষ জন্মায়, খারাপ মানুষের আমদানি ক'মে যায় এবং সমাজে যারা খারাপ আছে, তারা অপরের ক্ষতি করতে না পারে।

আরো একটা কথা মনে হয়। প্রত্যেক district (জিলা) ও প্রত্যেক province (প্রদেশ) থেকে most efficient and practical man (অত্যন্ত দক্ষ ও কাজের লোক) যারা, তাদের centre-এ (কেন্দ্রে) যাওয়া দরকার। অবশ্য প্রাদেশিক শাসন যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আবার, আসাম থেকে যে centre-এ (কেন্দ্রে) যাবে, সে কিন্তু whole India (সারা ভারত)-এর interest-এর (স্বার্থের) standpoint (দৃষ্টিকোণ) থেকেই আসামের interest-এর (স্বার্থের) কথা ভাববে। সে শুধু আসামের নয়, সে প্রত্যেকটা district-এর (জিলার), প্রত্যেকটা province-এর (প্রদেশের), whole India (সারা ভারত)-এর। এই মনোভাবটা জাগলে সংহতি স্বতঃ হ'য়ে ওঠে।

কত-কিছুই মনে হয়। ভাবি—আমি যদি আসামে যেতাম, সেখানে সবাইকে প্রতিদিন নূতন ধরণে পঞ্চযজ্ঞ করার কথা বলতাম। বলতাম প্রত্যেকদিন

যা' পার religiously (ধর্ম্মভাবে) রাখ। আর, এই টাকা গভর্ণমেণ্টের হাতে তুলে দাও—এমনভাবে দাও, যাতে গভর্ণমেণ্ট তা' দিয়ে সমগ্র আসামকে সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে। Monthly (প্রতিমাসে) যদি অত ক'রে পান, তাহ'লে আসামকে কি ক'রে ফেলতে পারেন। গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করাকে জনসাধারণ যদি তাদের ধর্ম্মীয় দায়িত্ব ব'লে মনে করে, তাহ'লে কি হ'য়ে দাঁড়ায়!

কেষ্টদা—ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে তা' তো করতে দেবে না।

রোহিণীদা—আপনার majority (লোকসংখ্যা বেশী) হ'লে তাও বা হ'তে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম ও রাজনীতি জড়ান ঠিক কিনা ভেবে দেখুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ধর্ম্ম যদি divine ও all-embracing (ভাগবত ও সর্ব্বগ্রাহী) হয়, তাহ'লে তো আটকায় না। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পাশাপাশি একযোগে সম্প্রীতির সঙ্গে শাশ্বত ধর্ম্মপথে চলতে পারে। দেখতে হবে আমার ধর্ম্ম মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন, শিখ, পারশী ইত্যাদি সকলকে fulfil (পরিপূরণ) করে কিনা। তা' যদি করে তাহ'লে বলব 'তোরা যা' মনে করিস তা' নয়, মূলে কোন ফারাক নেই, তোরা আয়, আমরা সবাই একপন্থী।' এই জিনিসটা যদি ব্যাপকভাবে করতে পারেন, rescue of the world (পৃথিবীর উদ্ধার) হ'য়ে যায় বাস্তবে। আমেরিকানরা বলে—আমাদের স্বাধীন জাতি বলেন, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ কি তা' দেশে থাকতে বুঝিনি, বোধ করতে পেরেছি সৎসঙ্গে এসে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার দিকে চেয়ে আগ্রহাকুল কণ্ঠে বললেন—লাগলেই হয়, ক'রে ফেলেন। দাদার সামনে বলছি। জাতটা যদি বাঁচাতে চান, এখনই লাগেন। আমি শুধু হিন্দুর জন্য বলছি না, হিন্দুর জন্য বলছি, মুসলমানের জন্য বলছি, সকলের জন্য বলছি। সবার ভাল না হ'লে আমাদের ভাল হ'তে পারে না। আমরা পরিপোষণ পাই পরিবেশ থেকে। পরিবেশকে যদি দুর্ব্বল ও প্রতিকূল ক'রে রাখি, তাহ'লে তার ফলে আমরা নিজেরাই একদিন বিধ্বস্ত হই। আমাদের যদি এ বুদ্ধি থাকে যে কাউকে বাগে ফেলে কষ্ট দেব, তাতে ভাল হবে না, তাতে বাঁচব না। দেখতে হবে যাতে প্রত্যেকটি individual (ব্যষ্টি)-ই বেড়ে ওঠে। কিন্তু আমরা যা' করলাম তাতে হিন্দুদের ক্ষতি করলাম সব চাইতে বেশী। বিরোধ এড়িয়ে সম্প্রীতি বাড়িয়ে কেমন ক'রে সহজে কাজগুলি করতে হয়, তা' যেন আমরা ভুলে গেছি। আজ পশ্চিমবঙ্গ বিহারের কতকগুলি জায়গা চাচ্ছে, কিন্তু তাও যে কিভাবে বক্তৃতা করতে হয় তা' জানে না। আমি হ'লে বার-বার বিহারীদের কাছে appeal (আবেদন)

ক'রে, তাদের sentiment ও sympathy (ভাবানুকম্পিতা ও সহানুভূতি) উস্কিয়ে তুলতাম। অনেক ক্ষেত্রে কাগজেও ঠিকভাবে লিখতে জানে না। যেভাবে লেখে আমার কাছে insulting (অপমানজনক) মনে হয়।

আর, দেশভাগের পরিকল্পনাটা যারই মাথায় এসে থাকুক, এতে কিন্তু কোন পক্ষে কারও ভাল হয়নি। সবারই ক্ষতির পথ খোলসা হয়েছে। ইচ্ছা করলেই এটা avert (নিবারণ) করা যেত। আমি কতদিন থেকে বলছি বিশেষ শ্রেণীর লোকজনদের এদিক-ওদিক থেকে বাংলা, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে এনে সেখানে তাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা ক'রে প্রয়োজনীয় এলাকায় আমাদের লোকসংখ্যার গড় হিসাবটা পুনর্বিন্যস্ত করার কথা। এবং নূতন ক'রে census (লোকগণনা) করার কথা। কিন্তু আমার সে-কথায় কেউ কান দিল না। তাহ'লে দেশভাগের প্রশ্নই উঠতো না। কোটি-কোটি হিন্দু-মুসলমানকে এইভাবে বিপন্ন ও বিধ্বস্তও হ'তে হতো না। আমি যা' বলেছিলাম, তা কলম্বাসের টেবিলের উপর ডিম রাখার মত অতি সহজ ব্যাপার। কতদিন থেকে বললাম কেউ ধরলো না, কেউ বুঝলো না। বিচক্ষণ যারা, তারা কিন্তু আগে থাকতে বুঝে নিয়ে এমনভাবে চলে, যাতে disaster (বিপর্যয়) মাথা তোলা দিতে না পারে। আজ rehabilitation (পুনর্ব্বাসন)-এর জন্য কত কোটি টাকা খরচ হ'চ্ছে, কি দুর্দৈব! সময় থাকতে যা' করণীয়, তা' কেউ করলাম না। এতটুকুই করলাম না, কি হ'লো আমাদের? কান্নাকাটি যে করি, সেটা luxury (বিলাস) আদতে আমরা নিজের, সমাজের এবং জাতির মঙ্গলের কথা ভাবি না এবং করিও না কিছু তার জন্য।

রামকানালির জমি-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে ভাল ক'রে আশ্রম করতে হয়। যা' ধরব তা' করবই এমনতর রোখ থাকা লাগে।

কৃষ্টিপ্রহরী সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর পুনরায় বললেন—ইচ্ছা করলে চক্রপাণি একাই মাসে ১০০ টাকা ক'রে দেবার মত ২৫০ জন লোক ঠিক করতে পারে, কিন্তু মাঝে-মাঝে ও কেমন যেন diluted হ'য়ে (গুলিয়ে) যায়। (চক্রপাণি-দার দিকে তাকিয়ে)—তুই দাদার সঙ্গে থাকিস, তুই-ই তো এটা জোগাড় করতে পারিস। Initiated, non-initiated (দীক্ষিত, অদীক্ষিত) সকলের কাছ থেকেই নিতে পারা যায়। সৎসঙ্গী নয় কে? Everyone is a Satsangi. Practically, everybody who loves life and growth is a Satsangi. (প্রত্যেকেই সৎসঙ্গী। প্রকৃতপ্রস্তাবে যেই জীবন ও বৃদ্ধিকে ভালবাসে, সেই সৎসঙ্গী।) একটা ষষ্ঠীপূজা করতে গেলেও তো

আজকাল ২০০ টাকা লেগে যায়, তাও তো মানুষ করে। এও তো এক মহা-পূজা। তারপর ধর, ৬০ টাকা না হ'লে একটা চাকর রাখা যায় না। তাও তো মানুষ রাখছে। ফলকথা, যা' মানুষ প্রয়োজনীয় ব'লে বোধ করে, তা' করেই। এর প্রয়োজন যে কতখানি তা' মানুষের মাথায় ধরিয়ে দিতে পারলেই সহজে হ'য়ে যায়।

চক্রপাণিদা—একটা ট্রাষ্ট বোর্ড করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ট্রাষ্ট বোর্ড আবার কী? ট্রাষ্ট বোর্ড রোহিণী চৌধুরী।

রোহিণীদা—এককালীন টাকা নেওয়া সহজ, কিন্তু monthly (মাসিক) অনেক সময় continue করে (চালু রাখে) না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এককালীন নিতে পারেন। কিন্তু monthly (মাসিক) হ'লেই ভাল হয়।

কেষ্টদা—এই কাজ না করলে কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী হবে বুঝতেই পারেন।

সুরেনদা (পাল)—যদি সরকারের সমালোচনা করা যায়, তাতে মুশকিল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কেন? আমরা বুঝি ধর্ম্ম। আমরা rationally (যুক্তিসহকারে) প্রত্যেকটা জিনিস unfold (উদ্‌ঘাটন) ক'রে দেখাব কোন্‌টায় কী হয়, কোন্‌টায় সবার বাঁচা-বাড়ার সুবিধা হয়। তাতে যদি না বোঝে, ধ'রে নিয়ে যায়—যাক্‌—তা' আর কি করব?

যদি ২৫০০০ টাকা monthly (প্রতিমাসে) পান, ১২৫০০ টাকা মাসে খরচ ক'রে, আর ১২৫০০ টাকা রেখে দিতে হয়, যাতে কিছু লোক irragular (অনিয়মিত) হ'লেও কাজ না আটকায়। কিছু কঠিন নয়, একটু চেষ্টা করলেই হয়। এই হ'ল উপযুক্ত সময়। এখন হ'ল melting period (গলন কাল)। ভাল সময় চ'লে যাচ্ছে।

মহাত্মাজীর প্রার্থনান্তিক ভাষণ রোজ কাগজে বেরোত। এখনও তেমনি মহাপুরুষের বাণী রোজ বের করা দরকার। কতভাবে, কত জায়গায়, কত কায়দায় বলা যায়। তাড়াতাড়ি কাজটা গুছিয়ে ঠিকমত কর। মানুষ বাঁচুক, তোমরাও বাঁচ।

কেষ্টদা—আজকাল হিন্দুরা বলতে পারে না যে হিন্দু বলতে কী বোঝায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেটা লিখে দিয়েছি, সেটা দেখান।

তখন প্রফুল্ল প'ড়ে শোনাল—

একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্ ।
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধা ঋষয়ঃ শরণম্ ।
তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্ ।
সত্তানুগুণা বর্ণাশ্রমাঃ শরণম্ ।
পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্ ।
এতদেবার্য্যায়ণম্,
এষ এব সদ্ধর্ম্মঃ
এতদেব শাশ্বতং শরণ্যম্ ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর সঙ্গে কা'রও বিরোধ নেই, সে আমেরিকায় যান, ইউরোপে যান, আর যেখানেই যান। নানা ভাষায়, নানা কায়দায় সব prophet (প্রেরিতপুরুষ)-এরই এক কথা। হজরত রসুলও তাঁর মত ক'রে ঐ কথাগুলি ব'লে গেছেন—যদিও রকমারিভাবে। তিনিও পূর্ব্ববর্ত্তীকে মানতেন, বংশগত বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করতেন। তাছাড়া উপযুক্ত পরিচালক যখন যে-কোন বংশে জন্মগ্রহণ করুন, তাঁকে মেনে চলার কথাও ব'লে গেছেন।

কেষ্টদা—ভারতীয় আর্য্যসমাজ কত জাতিকে assimilate (আত্মীকৃত) ক'রে নিয়েছে। কিন্তু শুনেছি আমেরিকায় নিগ্রোদের lynch (বেআইনীভাবে যথেচ্ছ দণ্ডদান) করা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভারতে এটা সম্ভব হয়েছে—ঐ ইষ্টপারম্পর্য্য ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের ফলে।

রোহিণীদাকে ক্লান্ত দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর চক্রপাণিদাকে বললেন—দাদাকে এখন নিয়ে যাও, স্নান করিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে শোয়ায়ে দেও গা, বিশ্রাম নেবার পর আবার কথা হবে।

এরপর ওঁরা উঠে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদার (বসু) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বাঙ্গালীর বহু গুণ, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই difference (ভেদ) বাধাবার গুরুঠাকুর। কিছুই হজম করতে পারে না।

আজ দুপুরে বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে। অত্যন্ত গরমের পর ধরণী স্নিগ্ধভাব ধারণ করেছে। বিকালে আকাশ নির্ম্মল। আবহাওয়াটি মনোরম। একটি সোনালী আভা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় সহাস্যবদনে উপবিষ্ট। ভক্তবৃন্দ অপলক দৃষ্টিতে তাঁর নয়নলোভন রূপ দর্শন করছেন। এমন সময় রোহিণীদা, চক্রপাণিদা প্রভৃতি আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চক্রপাণিদাকে উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে বললেন—এইবার জোরসে লেগে যাও।

রোহিণীদা—ঠাকুর! কাজের দায়িত্ব আপনি যদি দয়া করে ভাগ ক'রে দেন, তা'হলে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজ এক-আধজনই করে। বিশেষ মানুষ যারা, যারা বশিষ্ঠ, ইঞ্জিন-মানুষ, যাদের initiative (প্রবর্ত্তনী ক্ষমতা) আছে, তাদের দিয়েই কাম হয়। তারাই সব জোগাড় করে নেয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের সঙ্গে নিভৃতে কথা বললেন।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ৬।৬।৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় ব'সে সহাস্যবদনে সমবেত দাদাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। সুশীলদা (বসু), গোপেনদা (রায়), বীরেনদা (মিত্র), হরেনদা (বসু), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), স্মরজিৎদা (ঘোষ), মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী), সুরেনদা (বিশ্বাস), হরিদাসদা (সিংহ) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন। আবার কেউ-কেউ এসে প্রণাম ক'রে কাজকর্ম্ম-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ নিয়ে যাচ্ছেন।

একটি দাদার কাজের ধরণ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও খামচা-খামচা কাজ খুব করতে পারে, কিন্তু continuity (ক্রমাগতি) নিয়ে চলতে পারে না। Continuity (ক্রমাগতি) না থাকলে character (চরিত্র) formed (গঠিত) হয় না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শুনেছি কেষ্ট ঠাকুরের গুরু তাঁকে বলেছিলেন—'অচ্যুতো ভব' অর্থাৎ be unrepelling (অচ্যুত হও)। ঐটে ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকে। মালই তো libido (সুরত)। ঐ ভাঙ্গিয়েই তো মানুষ চলে। গীতায় আছে অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা। একমুখী অনুরাগ হ'লে মানুষ সুবিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে। অচ্যুত মানে active, tenacious, sincere ardour to fulfil the Love (প্রেষ্ঠকে পূরণ করবার সক্রিয়, নাছোড়বান্দা, আন্তরিক উৎসাহ)। এমন নয় যে যা' করছে, তা' কালিবাড়ী মানত না ক'রে করছে না। ওতে অচ্যুত হয় না। অচ্যুত হ'লে ইষ্টই একমাত্র স্বার্থ হন, নিজের কোন ধান্ধা থাকে না। তার tenacity (লাগোয়াভাব) হয় অসাধারণ। আর একটা সুবিধা আছে। অচ্যুত যে, সে sufferings (কষ্টগুলি) ঠিক পায় না। নিজেই ঠাওর পায় না কিভাবে কি করে। ভাবে —'আমি কি একটা ভূত নাকি! কিভাবে যে কি হয় নিজেই তো বুঝি না।'

সে তার ইষ্টমুখী নেশায় চলে। কষ্টের লেহাজ রাখে না।

এরপর জ্যোতিষের আলোচনা সুরু হ'ল।

সুশীলদা—বৃহস্পতি ও শুক্র এই দুই গুরুর মধ্যে মিল নাই কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুক্র হ'ল sex-urge (যৌন সম্বেগ) অর্থাৎ emotion (আবেগ), আর বৃহস্পতি হ'ল brain-urge (মস্তিষ্ক সম্বেগ) অর্থাৎ intellect (বিচারশক্তি)। বৃহস্পতি কারও শত্রু নয়, কিন্তু শুক্র বৃহস্পতির শত্রু।

প্রফুল্ল—Emotion (আবেগ)-টা তো ভাল জিনিস।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু emotion (আবেগ) হ'লেই হ'ল? শুধু steam (বাষ্প) কী করবে?—যদি কিনা properly adjusted, manipulated ও directed (ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত, বিন্যস্ত ও পরিচালিত) না হয়!

সামুদ্রিক বিদ্যা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হাতের রেখা কিন্তু মানুষের একরকম থাকে না, ওগুলির পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবর্ত্তন মানে ruling complex-এর (নিয়ামক প্রবৃত্তির) obsession-এর (অভিভূতির) পরিবর্ত্তন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। ভক্তবৃন্দ চতুর্দ্দিকে ঘিরে ব'সে আছেন। পশ্চিমাকাশে পাহাড়ের কোলে সূর্য্য অস্তায়মাণ। তার রঙ্গীন আভা ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দ্দিকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম মনোহর বদন-কমল আলোক-ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত। ভক্তগণ সেই ধ্যানসুখদ অপরূপ রূপমাধুরী নিরীক্ষণে তন্ময়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের গোচর ও দশা-অন্তর্দ্দশার ফলবিভেদ সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধরুন, গোচরে যদি অপমান লেখা থাকে এবং দশা-অন্তর্দ্দশায় যদি থাকে বহুমান তবে অপমানটাই হয়তো বহুমানের কারণ হবে। যেমন সুরাবর্দ্দীর arrest (গ্রেপ্তার)-টা অপমানজনক, কিন্তু এইটেই হয়তো তার খ্যাতি বাড়িয়ে দিল।

এরপর নিজের শরীর-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যখন আমার ঠোঁটে চটা পড়ে, তখনই বুঝি nerve-এর (স্নায়ুর) condition (অবস্থা) healthy (সুস্থ) নয়। আমি যেন একেবারে মমতাবিমূঢ়। দুশ্চিন্তা ছাড়ে না। মানুষ নিজের ছেলেটা মেয়েটাকে বেশী ভালবাসে। তাদের কথা বেশী ক'রে ভাবে। কিন্তু কার জন্য যে আমার উদ্বেগ কম, সেইটে বুঝতে পারি না। ঐ নিয়েই আছি। আগে এমন ছিল না। এটা বোধহয় neurosis (স্নায়ুরোগ)।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ৭।৬।৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমতলায় ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। সুধাংশুদা (মৈত্র), প্রমথদা (দে), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), স্মরজিৎদা (ঘোষ), বিজয়দা (রায়), হরিদাসদা (সিংহ) প্রভৃতি কাছে আছেন।

রামকানালীতে শিল্প প্রতিষ্ঠান করা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এক-একটা ধ'রে plan (পরিকল্পনা) ক'রে estimate (মোটামুটি হিসাব) ক'রে ক'রে ফেলতে হয়। ওখানে সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী করতে পার, সিরামিক কারখানা করতে পায়। হোসিয়ারীর পক্ষেও জায়গাটা ভাল। কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌টাও ভাল ক'রে চালু করতে হয়। প্রত্যেকটি ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যতগুলি দিক আছে খুঁটিনাটি ক'রে আনুপূর্বিক সব দিক ভেবে-চিন্তে খোঁজখবর নিয়ে বিভিন্ন পর্য্যায়ে যা' যা' করণীয় সে-সম্বন্ধে আগে থাকতেই নিখুঁতভাবে প্রস্তুত হতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধাংশুদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—কি রকম হয়! এই যেমন তোমার মাথা আছে, interest (আগ্রহ) আছে। কিন্তু chaos (বিশৃঙ্খলা)-টাকে cosmos-এ (শৃঙ্খলায়) আনার বুদ্ধি নেই। তোমার বাবা চাকরী করেছিলেন ব'লে বোধহয় এমন হয়েছে। আমার মনে হয় চাকরী করার কুফল বংশপরম্পরায় চারায়। সন্তানসন্ততি চাকরী করা ছাড়া যেন আর গত্যন্তর দেখে না। একজনকে দিয়ে হয়তো লাখ টাকা কামাই করিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু সে হয়তো ২০০।৫০০ টাকায় ঝুলে আছে। সেও যে তার বুদ্ধিবলে অত টাকা আয় করতে পারে, সেটা আর তার মাথায় ধরে না। যাহোক, আমি মাথা খাটিয়ে কিছু করলাম না কিংবা আমার service (সেবা) sell (বিক্রয়) করলাম—এ দুটোই insulting to the being (সত্তার পক্ষে অপমানজনক)।

সুধাংশুদা—এটা যে বৈশ্যযুগ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈশ্যত্ব আলাদা জিনিস। Service (সেবা) sell (বিক্রয়) করা বৈশ্যের পক্ষে দোষের নয়। কিন্তু বিপ্রের হ'ল উঞ্ছবৃত্তি। বিপ্রের পক্ষে service (সেবা) sell (বিক্রয়) করা দোষের। খাঁটি বৈশ্যত্ব—সেও আবার কত dignified (সম্মানজনক) হতে পারে। নির্ম্মল এক সেট এনসাইক্লোপেডিয়া কিনেছিল। By instalment (কিস্তীতে) payment (টাকা পরিশোধ) করত। একবার অসুস্থ হ'য়ে টাকা দিতে পারে না। তখন চিঠি লিখে জানায়। তাতে বিলেতী বইয়ের দোকানের তরফ থেকে বড় সুন্দর চিঠি দিয়েছিল। তারা লিখেছিল—আপনি টাকা দিতে পারলেন না, তাতে কি হয়েছে? আপনি অসুস্থ সেই জন্যই আমরা চিন্তিত। আপনার সুস্থতাই আমাদের টাকা। আপনার সুস্থতাই কামনা করি।

বিপ্র মানুষের জন্য করবে। সেবায় তাকে উচ্ছল ক'রে তুলবে। খুশি হয়ে সেই উচ্ছলতা থেকে যে যা' দেবে তাই নিয়েই বিপ্র জীবনধারণ করবে। সে service (সেবা) দিচ্ছে ব'লে সেই service-এর (সেবার) return-এ (প্রতিদানে) নিজে কিছু চাইবে না। এমন-কি ব্যারিষ্টারদের পর্য্যন্ত service-এর (সেবার) পরিবর্ত্তে টাকা চাওয়া নিষেধ ব'লে শুনেছি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে এসে বসলেন। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—বড়খোকা কোথায়?

একজন খবর নিতে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন মনে বললেন—বড়খোকা এত efficient (দক্ষ)! আর, প্রত্যেকের উপরই ওর নজর আছে।

কলকাতা থেকে একটি দাদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কখন আসলি?

উক্ত দাদা—এখন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল আছিস তো?

দাদাটি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদনে বললেন—জোর ক'রে বললি না তো!

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে দাদাটির কথঞ্চিত বিষণ্ণ মুখে নির্ম্মল হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৩।৬।৪৮)

আজ বিকালে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। আবহাওয়া অতি চমৎকার। শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়িয়ে এসে বাইরে চৌকীতে ব'সে আছেন।

এক দাদা তাঁর নিজের লিখিত একখানি উপন্যাস শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনাচ্ছেন। তার মধ্যে একজন দুষ্টলোকের হত্যা দেখান হয়েছে।

তাই শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওখানে যে ওকে সরিয়ে দিলে তাতে ঐরকম একটা লোকহৃদয় যে কিভাবে change (পরিবর্ত্তন) করা যায়, তা পাওয়া গেল না। Shortcut (সোজাপথ) হয়ে গেল। সাজায়ে এমনভাবে লিখবে যে শেষ হওয়ামাত্র সরসতার ভিতর-দিয়ে একটা বিরাট moral (নীতি) সুট ক'রে মানুষের মাথার মধ্যে ঢুকে যাবে। কথাচিত্র এমন হওয়া চাই যে সবটা চুইয়ে moral (নীতি)-টা মানুষের মাথায় গেঁথে যাবে। আজকাল লেখক আছে, কিন্তু বঙ্কিমবাবুর মত দেখা যায় না। নাটকের মধ্য-দিয়ে দেখিয়েছেন গিরীশ ঘোষ। এঁদের fundament (ভিত্তি) ক'রে যদি নিজের tune-এ (সুরে)

না চল, তবে তোমার লেখার essence (তাৎপর্য্য) অন্য লেখকদের চাইতে আলাদা হবে না। চলার সাথীর একটা maxim (বাণী) হয়তো ধরলে। সেটা সাহিত্যরীতি অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তোলা চাই। সরাসরি কোন নীতিকথার অবতারণা না ক'রে অবস্থা, পরিস্থিতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ঘটনা পরম্পরার বিন্যাস এমন ক'রে করবে যাতে জীবনীয় সত্যটা পাঠকের মনে স্বতঃই উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। নীতিটা এমনভাবে মানুষের অনুভবের মধ্যে এনে দেওয়া চাই যাতে তার চলন সেই অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। এইটে সাহিত্যের প্রধান কাজ। Interesting (চিত্তাকর্ষক) ঘটনা অনেক থাকতে পারে, সাপ-বাঘের গল্পও interesting (চিত্তাকর্ষক) হতে পারে, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। প্রাণস্পর্শীরকমে truth (সত্য)-টা উদ্ভিন্ন হওয়া চাই, moral (নীতি)-টা established (প্রতিষ্ঠিত) হওয়া চাই। আর, তা' লোকের কাছে revealed (প্রকাশিত) হওয়া চাই instantaneously (তৎক্ষণাৎ)। তুমি কিছু না বললেও affair (বিষয়)-এর manipulation (নিয়ন্ত্রণ)-এর নৈপুণ্যের দরুন সিদ্ধান্তটা তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া চাই। আর, উপন্যাস ও নাটক যা' লেখ, তা' comedy-তে (মিলনান্তক ঘটনায়) finish (শেষ) করবে। Comedy (মিলনান্তক ঘটনা) enthusiasm (উদ্দীপনা) সৃষ্টি করে, tragedy (বিয়োগান্তক ঘটনা) despair (নৈরাশ্য) আনে।

প্রবোধদা—Tragedy (বিয়োগান্তক বিষয়) কি কখনও ভাল না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন রামচন্দ্রের জীবন, কেষ্টঠাকুরের জীবন tragedy (বিয়োগান্তক) হ'য়েও comedy (মিলনান্তক)। কারণ, তাঁরা তাঁদের করণীয় সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপন ক'রে গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে লেখা সম্বন্ধে আরো কয়েকটি নির্দ্দেশ দিলেন—

কয়েকটা জিনিস ভাল ক'রে পড়া উচিত। (১) জেম্‌স-এর psychology (মনোবিজ্ঞান), (২) ফ্রয়েডের psychology, কেষ্টদার 'মনের পথে' পড়লেও অনেকখানি হয়, (৩) গীতা, (৪) বাইবেল, (৫) কোরাণ, (৬) বিজ্ঞানমূলক গ্রন্থাদি।

দৃশ্যগুলিকে ভাল ক'রে ফোটাতে হবে। যেমন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে। সেটা ঠিকভাবে দেওয়া চাই। কোন গোঁজামিল যেন না থাকে। এগুলি হ'ল প্রাথমিক। ঘরের মধ্যে এই সব বই সাজিয়ে রাখতে হয়। আরো অনেক কিছু শিখতে হয়, দেখতে হয়, ভাবতে হয়। এর উপর দাঁড়িয়ে, যেভাবে বললাম, সেইভাবে যদি করাতে পার, দেখ কি হয়। যেমন ধর, বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠার জন্য নাট্যরীতি অনুযায়ী নাটক লিখছ। কতটুকু সময় অভিনয় হবে,

তা' তো বুঝছ। দর্শকদের মধ্যে কাঁচা মাথা আছে, পাকা মাথা আছে। জিনিসটা সবার মাথায় ধরাতে হবে। এর বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যাতে মানুষ নিষ্প্রশ্ন হ'য়ে ওঠে, তেমনভাবে ঘটনাকে তুলে ধরতে হবে সহজ ও অকাট্য রকমে। আবার, কোন চরিত্রের পরিবর্ত্তন যদি দেখাতে হয় তা' দেখাতে হবে স্বাভাবিকভাবে, বাস্তবসম্মতভাবে ও মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে। আর, প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান হওয়া চাই বিজ্ঞান অথবা মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে—যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমনভাবে। কোথাও-কোথাও সমাধানের মধ্যে থাকা চাই বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানসম্মত সত্যের সমন্বয়।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ১৪।৬।৪৮)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রমথদা (দে) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

কৃষ্টিমূলক ভাবধারার ব্যাপক প্রচারার্থে শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষ্টি-কৃষক-সংঘ নাম দিয়ে একটি সংস্থা গঠন করার কথা বললেন।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পূর্ব্বপূরয়মাণ আদর্শের ঝঙ্কারে যে ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে না, বুঝতে হবে তার ভিতর গলদ আছে। সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্ধতাই হ'লো মূল গলদ। এ যতদিন থাকে, ততদিন মানুষ আদর্শের সঙ্গে তালে-তালে চলতে পারে না। সে তার নিজের জগতে আবদ্ধ হ'য়ে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইংরেজী বাণী ও ছড়াগুলি 'Magna Dicta' ও 'অনুশ্রুতি' নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এইগুলি ছাপা হ'লে গুরুতর কাণ্ড হবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ওখানে দেখলাম একখানা Webster প'ড়ে আছে।

প্রমথদা—আমি সেইদিন ঘর খোলা না পেয়ে ওখানে রেখেছিলাম, পরে যথাস্থানে রাখত ভুলে গেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদাকে বললেন—যান-যান এখনই যান, আপনি নিজে গিয়ে রেখে আসেন।

প্রমথদা উঠে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রমথদাকে বললাম, কারণ, ওটা ঠিক না করলে ২।৩ বার ভুল করতে-করতে ভুল করার habit (অভ্যাস) হ'য়ে যায়, পরে আর খেয়াল থাকে না। যে-ভুল নিজে করি, সেটা নিজে undo (নিরসন) করা ভাল, নচেৎ হয় না।

পাশ্চাত্ত্যকে অনুকরণ করা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইউরোপের ধাঁজে যদি ভারতকে ঢেলে দিই, তবে ভারতের বৈশিষ্ট্যই নষ্ট হ'য়ে যাবে। কিন্তু আমরা যদি যুগোপযোগীভাবে আমাদের বৈশিষ্ট্যে বেড়ে উঠি তবে দুনিয়ার মধ্যে আমরা স্বাতন্ত্র্যসমন্বিত হ'য়ে থাকলাম অথচ দুনিয়াকে best service (সর্ব্বোত্তম সেবা) দিলাম আমাদের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে। নিজেদের বৈশিষ্ট্য ঠিক থাকলেই অপরের কাছ থেকে যা' গ্রহণীয় তা' গ্রহণ ক'রে assimilate (আত্মীকৃত) করা যায়। বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গলে আমরা ঠিকভাবে নিতেও পারি না, দিতেও পারি না। আমাদের অস্তিত্বেরই যেন প্রয়োজন থাকে না।

কেষ্টদা—অবতারপুরুষরা নাকি সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আসেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—নদীর পাঁকের সঙ্গে যেমন ভালমন্দ অনেক কিছু আসে, এও তেমনি আসে। শুধু যে ভাল আসে তা' নয়, মন্দ অর্থাৎ বিরুদ্ধ শক্তিও আসে। রক্ষাকে যিনি রক্ষা করেন, বাঁচাকে যিনি বাঁচান, তিনিই অবতার। যারা শুভ-সংস্কারসম্পন্ন তারা তাঁকে ভালবাসে ও অনুসরণ করে। যারা অশুভসংস্কার-সম্পন্ন, তারা তাঁর বিরোধী হয়, তাঁর ক্ষতি করতে চায়। যারা ভালবাসে তারা তা' সহ্য করে না, তার প্রতিকারে কৃতসংকল্প হয়। একটা মনগড়া সাজানরকম আমার ভাল লাগে না। তাতে হয়তো রাবণ বা কংসকেও ভক্ত বলে paint (চিত্রিত) করা হয়। ঐ বোধ থাকলে আবার resist (নিরোধ) করতে পারে না। সাজান রকমে মানুষ ভাবে তাঁর সঙ্গে সুবল দেবল যেমন আসে, কংসও তেমনি আসে—সবাই ভক্ত। তা' কিন্তু নয়। ভক্ত কখনও ভগবানের বিরোধী হয় না। যে তাঁর জন্য তাঁকে চায়, সেই তাঁর ভক্ত, সেই তাঁর আপনজন। প্রকৃত অনুরাগী যে, তার রকমই আলাদা।

অহল্যার পাষাণ-উদ্ধার সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে অর্থাৎ চলনস্পর্শে অহল্যার পাপাচরণ জনিত বোধের অসাড়তা দূরীভূত হয়েছিল—এই কথাটিই ঐভাবে রূপক আকারে বলা হয়েছে।

গিরীশদার (কাব্যতীর্থ) সঙ্গে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাব যত বেড়ে ওঠে, ভাষাও তত বেড়ে ওঠে।

১লা আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ১৫।৬।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে পরপর ইংরাজী ও বাংলায় কয়েকটি বাণী দিলেন। একটি ছড়াও দিলেন।

একটি বাণীর প্রসঙ্গে বললেন—অন্যায়ের বিহিত প্রতিবাদ না করাও অন্যায়।

ওতে সবারই ক্ষতি।

একটি দাদা প্রশ্ন করলেন—অন্যায় না করা সত্ত্বেও আমাদের অনেক সময় দুঃখ পেতে হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের বাঁচতে হয় পরিবেশকে নিয়ে। আর, সপরিবেশ সুখে থাকতে গেলে করণীয়ের অন্ত নেই। এই ব্যাপক করণীয়-ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তার ফল আমাদের ভুগতেই হয়। সমাজ, রাষ্ট্রের মধ্যে ভুল চলন থাকলে তাতেও সাধারণ লোককে কষ্ট পেতে হয়। তাই যথাসম্ভব সব দিকে নজর রেখে নিখুঁত চলনে চলতে হয়। যত বেশী সংখ্যক মানুষ নিষ্ঠা-সহকারে ইষ্টানুসরণ ও ইষ্টসঞ্চারণায় ব্যাপৃত হয়, ততই সবার সুখের পথ প্রশস্ত হয়। ন্যায় করা কথাটার মানে—যা' safely (নিরাপদে) গন্তব্যে নিয়ে যায়, সেই পথে চলা।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—বড়খোকা আমাকে তিনখানা কাপড় কিনে দিয়েছে, চাল কিনে দিয়েছে, এতে একসঙ্গে আনন্দ ও অস্বস্তি হ'চ্ছে। দেওয়া উচিত তো আমার। তবে ওর দেওয়াটার রকম দেখে বড় আনন্দ হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ অতি সামান্য জিনিসও প্রাণের থেকে দিলে বা কারও কাছ থেকে সামান্য কিছু ভালবাসার দান পেলেই ব্রাহ্মণ খুশি হ'য়ে যায়। তার যে উঞ্ছবৃত্তি, প্রত্যাশাহীন সেবাই তার ধর্ম্ম এবং অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতেই তার তৃপ্তি। ক্ষত্রিয়রা কাউকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারলে খুশি হ'য়ে যায়। বৈশ্যরা কারও বুভুক্ষা দূর করতে পারলে খুশি হ'য়ে যায়।

পণ্ডিচেরী থেকে আগত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা আজ স্বাধীন হ'য়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্য ছেড়ে ইউরোপের ছাঁচে ভারতকে ঢালতে চেষ্টা করছি, সেটা কিন্তু মোটেই ভাল নয়। আমাদের যা'-কিছু করতে হবে ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে। নইলে কিছুই দানা বেঁধে উঠবে না। আমাদের ধর্ম্ম কাউকে যে পর করে না এবং সকলকেই যে আপন ক'রে নেয়, সে খবর আজ ক'জন রাখে? আমরা যেন কোথায় ভেসে চলেছি। প্রকৃত নেতারই অভাব। যে নীতই হয়নি, সে আবার নেতা হয় কি করে? যার Ideal (আদর্শ) নেই, যে surrender (আত্মসমর্পণ) করেনি, যে চালিত নয় properly (বিহিতভাবে), সে অপরকে চালাবে কি ক'রে?

কেষ্টদা—অনেকে বলবে, ভগবানের কাছে surrender (আত্মসমর্পণ) করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের কাছে surrender (আত্মসমর্পণ) করাটা চালাকি।

তুমি যে-ভাবেই চল, তিনি ডেকেও তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করেন না। তাই Ideal-এর (আদর্শের) কাছে surrender (আত্মসমর্পণ) করেছ কিনা, বেত্তাপুরুষ যিনি, তাঁর শরণাপন্ন হয়েছ কিনা, সেইটেই হ'ল কথা।

২রা আষাঢ়, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ১৬।৬।৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। মন্মথদাকে (বন্দ্যোপাধ্যায়) দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর একজনের কোষ্ঠী বিচার করাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দাদাটিকে বললেন—আমি আপনাকে অনেক কথা আগে থাকতেই বলে দিয়েছি—কী-কী ঘটতে পারে, আগে থাকতে সামাল ক'রে দিয়েছি। পরমপিতার দয়ায় আমার কাছে সব ধরা পড়ে। আমি বলছি—industry (শিল্প) আপনি চালু ক'রে দিতে পারেন, কিন্তু industry (শিল্প) আপনি guide (পরিচালনা) করতে পারবেন না। ঠকার সম্ভাবনা ঢের আছে।

এরপর মন্মথদা কোষ্ঠী দেখে বললেন—ভগবৎকর্ম্মই আপনার একমাত্র কাজ। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামত চলেন। উনি তো আমাদের কিছু নিয়ে যাচ্ছেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিচ্ছি না কি? নিচ্ছিই তো, সবই নিতে চাই, যাতে তোমার ব'লে আর কিছু না থাকে। ঐই-ই তো মঙ্গলের পথ।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—আমার এই রকম conviction (প্রত্যয়) ছিল ও আজও আছে যে............দা একলাই অনেক কিছু পারে। তাই বুঝে একবার ওর হাত চেপে ধরে কেঁদে ফেলেছিলাম, কিন্তু তা' ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। আমি যাকে যা' করতে বলি, তা' করলে যে তার নিজের পক্ষেই ভাল, এইটে অনেকে বোঝে না।

৩রা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৭।৬।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে সুশীলদা (বসু), সুরেনদা (বিশ্বাস) প্রভৃতির সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Instinct (সহজাত সংস্কার)-এর expression (প্রকাশ) হয় habit ও behaviour-এ (অভ্যাস ও ব্যবহারে)। তপস্যা ও পুনঃ-পুনঃ চেষ্টার ফলে acquired habits (অর্জ্জিত অভ্যাসগুলি) আবার ক্রমে instinct-এ (সহজাত সংস্কারে) পর্য্যবসিত হয়। Acquired habits (অর্জ্জিত অভ্যাসগুলি) instinct-এ (সহজাত সংস্কারে) পরিণত হবার পথে যখন চলে, তখন কয়েক generation (পুরুষ)

এমনভাবে nurture (পোষণ) দেওয়া ও লক্ষ্য রাখা লাগে যাতে reversion (পূর্ব্বানুবৃত্তি) না হয়। তখন ঠিক-ঠিক instinct (সহজাত সংস্কার) হয়। তপস্যা ও জনন এই দুটোই ঠিক রাখা লাগে।

৪ঠা আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ১৮।৬।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। প্রফুল্ল চ্যাটার্জ্জী-দার বাবা এসেছেন। আলাপ-আলোচনা শুরু হ'ল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি অজস্র দেখেছি হিন্দুরা প্রাণ দিয়ে মুসলমানদের পেলেছে। সে-কথা আজ কেউ বলে না। আমরা নিজেরাই উল্টো বক্তৃতা ক'রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছি। মিলনের বদলে বিভেদকেই বড় ক'রে তুলেছি। এ-সব কাজ ভাল হয়নি।

প্রফুল্লদার বাবা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রফুল্লদার বিবাহ-সম্বন্ধে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মেয়ে আনতে গেলে বংশ ও প্রকৃতির সঙ্গতি দেখা লাগে, বয়স ও স্বাস্থ্য দেখা লাগে, চালচলন, অভ্যাস-ব্যবহার ও কর্ম্মকুশলতা দেখা লাগে, মা কেমন দেখা লাগে, পারিপার্শ্বিক কেমন দেখা লাগে। এই সব নীতিবিধি-অনুযায়ী কাজ করলে অনেক বিয়েই ঠিক হয়।

একটি দাদা—পুরুষের যদি মেয়ের দিকে টান যায়, বিয়ের দিকে টান যায়, সেটা তো তার পক্ষে একটা দুর্ব্বলতা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়ে যদি স্বামীকে বিহিতভাবে বরণ করে, তাহ'লে তার ধান্ধা থাকে কিসে কেমনভাবে সে তাকে খুশি করবে, এইভাবে স্বতঃই সে মনোবৃত্ত্যনুসারিণী হ'য়ে ওঠে। রূপ মোহে আকৃষ্ট হ'য়ে বিয়ে করলে, অল্প-দিনে ভাব চটে যায়।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—বাপে যদি দেখেশুনে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিকমত করলে তো ভাল! অনেক জায়গায় বাপকে আমল দেয় না। অনেক বাবা আবার ঠিকমত দেখে না। বীচ দেখে না, মাংস দেখে। ভাবে দুটো খেতে পাবে। এইভাবে হয়তো নিম্নবর্ণের ঘরেই মেয়ে দিলো। মাইনে দেখে, কার্ত্তিকের মত চেহারা দেখে ভুলে যায়। লোভের বশে মেয়ে দিলো, ফলে মেয়ের পেটে চণ্ডাল জন্মালো। বিয়ে-থাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য রাখা লাগে যাতে কোনভাবে প্রতিলোম-সংস্রব না হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে গিয়ে বসলেন।

সুরেনদা প্রভৃতি সঙ্গে ছিলেন।

সুরেনদা কথায়-কথায় বললেন—আমি বলিনি, এমনতর একটা অসঙ্গত

কথা আমি বলেছি ব'লে প্রফুল্ল বাগচীদা প্রচার করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই যা, এখনই যা, শোন্ না কী বলেছে, কেন বলেছে। Evil (অসৎ) immediately resist (সত্বর নিরোধ) না করলে তা' ছড়ায়ে যায়। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত ছড়াটি বললেন—

অভাব তারই লাভ
সেবাপ্রাণ নয়কো যে-জন
আদর্শে নাই ভাব।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। এমন সময় উইলিয়াম্‌স্ টাউন থেকে শ্রীযুত লাহিড়ী জনৈক ভদ্রলোক সহ শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে আসলেন। তাঁরা প্রণাম ক'রে একখানি বেঞ্চিতে বসলেন।

প্রাথমিক আলাপাদির পর বাউণ্ডারী কমিশনের ব্যাপার নিয়ে কথা উঠলো।

শ্রীযুক্ত লাহিড়ী—১৯১২ সালের আগে যে-সব অঞ্চল বাংলায় ছিল, তারই কিছু-কিছু অঞ্চল বাংলার অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে বিহারের রাগ হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাইতে না জানলে রাগে। সি আর দাশ যদি আজ এই movement (আন্দোলন) চালাতেন তবে সবাই হয়তো inclined (আনত) হ'য়ে পড়ত।

ভদ্রলোক—বাংলায় আজ leader-এর (নেতার) অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু বাংলা কোনদিন leader (নেতা)-শূন্য হয়নি। এক group (দল) যেত, আর এক group (দল) গজিয়ে উঠত। এই ছিল বাংলার ধারা।

ভদ্রলোক—নেতাজী বলেছেন বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত ত্যাগ ও বুদ্ধিমত্তা আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর ঐক্য নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূলকথা integration (সংহতি) নেই। পারস্পরিকতা নেই।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীযুত লাহিড়ী বললেন—যেখানে আমাদের যে অধিকার, তা' প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের asset (সম্পদ) মানুষই। মানুষ ছাড়া মানুষের বাঁচার উপায় নেই। সক্রিয় সেবা ও ভালবাসায় মানুষকে আপন করাই স্বার্থ। এই মৌলিক অধিকার যত প্রতিষ্ঠা করা যায়, ততই ভাল। তাই নিজের বা অপরের বাঁচা-বাড়ার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ হ'তে দিতে নেই। আমরা দুর্দশার মধ্যে পড়ে এখনও চলেছি। টিকে আছি integration (সংহতি) আছে ব'লে, পরস্পর পরস্পরের জন্য feel (অনুভব) করি ব'লে, সাহায্য করি ব'লে,

নচেৎ সাবাড় হ'য়ে যেতাম। পাণ্ডারাও আমাদের খুব করেছেন।

ভদ্রলোক—আমার মনে হয় বাংলাদেশেই আপনার কিছু করা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন দাঁড়িয়ে গেছে অর্থসমস্যা। আমার তো এক-আধজন নয়। এতগুলি লোকের ব্যবস্থা করা লাগবে।

একটু পরে ওঁরা বিদায় গ্রহণ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সুযোগমত আবার আসতে বললেন।

রাত্রে মেঘ ক'রে বৃষ্টি আসলো। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে এসে বিছানায় বসলেন এবং মায়েদের সঙ্গে রকমারি রান্না সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। কাঁঠালের শিককাবাব করার কথা বললেন।

পরে বললেন—রান্না কতরকমের বলেছি, অমন ২০০ রকম, ৫০০ রকম বলেছি, লিখে রাখলে একখানা বই হ'য়ে যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে চললেন—পোস্ত বাটা, ডাল বাটা, চাল বাটা ও নারকেলের দুধ মিশিয়ে শাকের সঙ্গে রান্না করলে ভাল হয়। চাল অল্প দেওয়া লাগবে। আমরা পিটেলি দিই, কিন্তু চিনেবাদাম বা তিল বেটে ও চাল বেটে যদি দিই তাহ'লে খুব পুষ্টিকর হয়, প্রোটিনটা পাওয়া যায়। মাংসের থেকে জোর বেশী হয়।

ননীমা—কাঁঠালের বীচি সিদ্ধ ক'রে পিটেলি দিয়ে বড়া করলে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাঁঠালের মুষড়ো ভাল ক'রে রান্না করতে পারলে ঠিক রুই মাছের ঝোলের মত হবে। কেবল মাছের গন্ধ থাকবে না, এই যা'।

প্রফুল্ল—আপনি কি রুইমাছ খেয়েছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঃ! খেয়েছি না! আমি তো একসময় মাছ খেতাম।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—মাছ ছাড়লেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে গল্প করেছি। দেখলাম মাছ খেয়ে পারা যায় না। একদিন খেলে অন্ততঃ ১৪ দিন পর্য্যন্ত গোলমাল চলে। অনুভূতির ধারা কেটে-কেটে যায়। আমি যদি মাছটাছ না খেতাম, তাহ'লে আরো ভাল থাকতাম। চোখের যে defect (দোষ) হয়েছে, তা' হ'তো না।

সুরেনদা—অনেকে বলে মাছ খেলে চোখ ভাল থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও একেবারে মিথ্যে কথা। চোখের পক্ষে ভাল হ'ল ঘি।

সুরেনদা—লিভার খারাপ হ'লে ঘি সহ্য হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লিভার ঠিক করে নিতে হয়। হয় গিমা শাক, নয় কুলেখাড়া, নয় হেলেঞ্চ, নয় ব্রাহ্মী—এর কোন-না-কোন একটা শাক রোজ খেলে লিভার খারাপ হ'তে পারে না।

উমাশঙ্করদা (চরণ) উপস্থিত ছিলেন। তাঁর দিকে চেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই সব শাক নিয়মিত খেলে লিভার টনিকের কাজ করে। এতে পেট ঠাণ্ডা রাখে ও nerve (স্নায়ু) পুষ্ট করে। তিলবাটার মধ্যে যথেষ্ট প্রোটিন পাওয়া যায়। বেলের শাঁস রাত্রে জলে ভিজিয়ে পরের দিন সকালে সেই জল খেলে পেটের পক্ষে খুব ভাল হয়। Only food-manipulation can do many things (শুধু খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ অনেক কিছু করতে পারে)। ডাল (মটর বা মুগ) অর্দ্ধেক এবং তিল বাটা অর্দ্ধেক একটা কাপড়ে বেঁধে ভাত রান্নার সময় ভাতের হাঁড়িতে দিয়ে সিদ্ধ ক'রে একটু ঘি বা তেল, নুন ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে খেতে বেশ। বেশ পুষ্টিকর। পেট ভাল না থাকলে এটা খাওয়া উচিত নয়। সুস্থ অবস্থায় এটা কোষ্ঠ-পরিষ্কারে সাহায্য করে।

সুরেনদা—ডালের মধ্যে পেটের পক্ষে ঠাণ্ডা কোন্‌টা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুগ ডালের সব গুণ—দোষ একটু wind (বায়ু) করে। কাঁচামুগই ভাল, ভাজা মুগ তার থেকে একটু খারাপ।

সুরেনদা—ডাল কেমন পাক করা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণতঃ একটু ঘন ডালই ভাল। পেট একটু খারাপ হ'লে ডালের ঝোলই ভাল। ডাল ভালভাবে সিদ্ধ হওয়া চাই।

সুরেনদা—কোন্ ডাল লিভারের পক্ষে ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাল বলতেই তো প্রোটিন! লিভার বলতেই তিতো ভাল।

ননীমা—কলমের আমের বীচি থেকে যে আম হয়, তা' কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কলমের দোষ আস্তে-আস্তে কমে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ননীমাকে বললেন—নীলুর যে deficiency (খাঁকতি) হয়েছে ওকে যদি সবর্ণ নীচু ঘর থেকে মেয়ে এনে দাও, আমার মনে হয় আস্তে-আস্তে next generation (পরবর্ত্তী বংশধররা) অনেকখানি ঠিক হ'য়ে যায়। এটা অবশ্য আমার কথা।

একটি মা—কুলীনের মেয়ের নীচু ঘরে বিয়ে হওয়া কি খারাপ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপ হবে না? ওতেই তো তেইশ মেরেছে। বিয়ে-থাওয়া ঠিকমত না হওয়ায় বহুদিন ধ'রে দেশে ভাল মানুষ জন্মাচ্ছে কমই। একজন পুরুষ যতই উন্নত হোক তার যদি প্রতিলোম বিয়ে হয়, সন্তানগুলি কিন্তু ভাল হ'তে পারে না। আবার সবর্ণ ও অনুলোমের ক্ষেত্রেও বিয়ের নীতি-নিয়মগুলি ঠিকভাবে পালন করা দরকার। ওতে ব্যত্যয় হ'লে খারাপ হয়।

সুরেনদা—প্রতিলোম সন্তান কি ভাল দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো দেখি না। তোমরা তলিয়ে দেখলে পার।

প্রতিলোম সন্তানের অল্পবিস্তর brain-এর (মস্তিষ্কর) defect (দোষ), nerve-এর (স্নায়ুর) defect (দোষ) ও physical defect (শারীরিক দোষ) থাকবেই। তারা concentric (সুকেন্দ্রিক) ও grateful (কৃতজ্ঞ) হ'তে পারে কমই।

৫ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৯।৬।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। পাবনা থেকে শ্রীযুত অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী ও ওখানকার একজন মুসলমান অফিসার এসেছেন। দেশের লোক দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর মহাখুশি।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ইচ্ছা ছিল ওখানে এমন একটা university (বিশ্ববিদ্যালয়) করব যেমন university (বিশ্ববিদ্যালয়) India-য় (ভারতে) নেই, India-য় (ভারতে) কেন, whole world-এ (সারা জগতে) নেই এবং ঐ-পথে খানিকটা এগিয়ে ছিলামও। কিন্তু ওখানকার রকম দেখে ওখানে কিছু করার ভরসা হয় না।

পরে আবার বললেন—পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের অবদানের তুলনা নেই, কিন্তু তারাই আজ সর্ব্বত্র অবহেলিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে।

অমৃতবাবু কথায়-কথায় বললেন—একদিক থেকে আপনি চলে এসে ভালই করেছেন। মানুষ দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম্ম বোঝে না। আপনি ওখানে থাকাকালীন মানুষ আপনার importance (গুরুত্ব) বুঝতে পারেনি। এখন বুঝছে।

অফিসার—Out of personal grudge (ব্যক্তিগত হিংসা থেকে) ওখানে অনেকে আপনাদের ক্ষতি করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Administration (শাসনব্যবস্থা) weak (দুর্ব্বল) হ'লে ক্ষতি করার সুযোগ পায়। যাদের আবহমানকাল খাইয়েছি তারাই ক্ষতি করেছে সবচাইতে বেশী। আস্থা করা কঠিন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি ভারতের উন্নতির জন্যই অপরিহার্য্য প্রয়োজন এবং পূর্ব্ববঙ্গের উন্নতিও পাকিস্তানের উন্নতির জন্য অপরিহার্য্য প্রয়োজন।

পাবনার অফিসার শ্রীশ্রীঠাকুরকে আশ্রমে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন এবং জানতে চাইলেন ওখানে কী কী ব্যবস্থা হলে সৎসঙ্গের পক্ষে সুবিধা হয়। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর-বললেন—আশ্রমে যদি লোকজন থাকে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ওখানকার সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে সৎসঙ্গীরা,

তীর্থযাত্রীরা বা দর্শকরা যদি আশ্রম দর্শনে যেতে চায় সরকারের তরফ থেকে ঈশ্বরদি ষ্টেশনে তাদের অভ্যর্থনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হলে লোকের মনে বল-ভরসা হয়। তারা বুঝতে পারে যে তারা কতখানি সমাদরের বস্তু। সৎসঙ্গের জনকল্যাণকর কাজগুলি যাতে ঠিকভাবে চালু থাকে, তার উপযোগী অবস্থাও সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। যাওয়ার মত অবস্থা হলে আমি তো যেতেই চাই। আমার সোনার বাংলা, আমার জন্মভূমি সেখানেই ফিরে যেতে চাই। কি বিদেশে প'ড়ে আছি! এভাবে কি ভাল লাগে? জন্মভূমিই তো আমাদের পুণ্যস্থান। আমাদের কাছে হিন্দু-মুসলমান নেই। আমরা কখনও ভাবি না যে ধর্ম্ম কখনও দুটো হয়।

ইতিমধ্যে পরমপূজ্যপাদ বড়দা আসলেন। আশ্রমের উপর যে-সব অত্যাচার হয়েছে, তার কিছু-কিছু বিবরণ তিনি দিলেন।

অফিসার—এ-সব কথা বলা মানে লজ্জা দেওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন—লজ্জা দেওয়া তো নয়। আপনার কাছে যদি সব বলতে না পারি, তাহ'লে তো আপনি ধ'রে নিতে পারবেন না। তাই বলা, যাতে জানা থাকলে manipulate (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারেন।

অফিসার—তা ঠিক। আপনি যে আমাদের কতখানি asset (সম্পদ) তা আপনি না বুঝলেও আমরা বুঝি। আপনি যেখানে থাকবেন, সেখানেই বৃহত্তর পরিবেশ আপনাকে দিয়ে উপকৃত হবে।

এরপর ওঁরা তখনকার মত উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সমবেত সকলকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—দীক্ষিতের সংখ্যা যদি আরো বাড়ান হ'তো, অন্ততঃ ৫ লাখ যদি হ'তো, আর তারা প্রত্যেকে যদি দৈনিক এক টাকা ক'রে ইষ্টভৃতি করতো, তাহ'লে অনেক কাজ করা যেত।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরের তাঁবুতে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে বসে আছেন। এমন সময় বিনয়কুমার নামক একজন সাবডেপুটি কালেক্টর আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিমধুর কণ্ঠে সহাস্যে বললেন—আসেন দাদা, বসেন।

তিনি প্রণাম ক'রে একখানি বেঞ্চিতে বসলেন। তারপর বললেন—আমার কয়েকটা বিষয় জানতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলেন।

বিনয়বাবু—এখানে দীক্ষা নিলে জপের কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা মেনে চলতে হয় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, তা' নয়। তবে—ঊষা-নিশায় মন্ত্র-সাধন, চলাফেরায় জপ,

যথাসময় ইষ্টনিদেশ মূর্ত্ত করাই তপ—এই ক'টি কথা স্মরণ রেখে অনুরাগের সঙ্গে বাস্তবে পালন করতে হয়। করাটাই জানিয়ে দেয়—করলে কী হয়। যোগের আসল জিনিস হ'ল unrepelling adherence (অচ্যুত নিষ্ঠা)। That is the essence and significance of yoga (তাই-ই যোগের মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য)। ঐ টানটা ভিতরে আছেই। ইষ্টের জন্য ভাবা, বলা, করা যত বাড়ান যায়, ততই তাঁর প্রতি অনুরাগ উত্তাল হ'য়ে ওঠে। তাই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি সমানতালে ক'রে যেতে হয়। ওতে দিন-দিন টান বাড়ে। তার ভিতর-দিয়ে বাড়ে concentration (একাগ্রতা)। Concentration (একাগ্রতা) যত বাড়ে, তত আমাদের ভিতরকার ভালমন্দ সব-কিছুর meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হ'তে থাকে। এমনি করে experience (অভিজ্ঞতা) বাড়ে, knowledge (জ্ঞান) বাড়ে, farsight (দূরদৃষ্টি) বাড়ে, insight (অন্তর্দৃষ্টি) বাড়ে, মানুষ যোগ্যতায় অঢেল হ'য়ে ওঠে। একনিষ্ঠ ভক্তিই এইসব করে। গীতায় আছে—'একভক্তির্বিশিষ্যতে'। আবার আছে—অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা। অর্থাৎ, তাঁকেই জীবনে এক, অদ্বিতীয় ও মুখ্য ক'রে ধরা চাই। এই অব্যভিচারিণী ভক্তি না হ'লে concentration (একাগ্রতা) হয় না।

বিনয়বাবু—পূর্ব্বে অন্যত্র দীক্ষা নেওয়া সত্ত্বেও কি এখানে দীক্ষা নেওয়া চলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যেখানেই দীক্ষিত হোক না কেন, আগে সেটা ক'রে পরে এটা করলে সেটার পুরশ্চরণ হয়, সেটা evolve করে (বিবর্ত্তিত হয়) এতে।

বিনয়বাবু—কোন বিক্ষেপ হয় না তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু না। আগে ওগুলি ক'রে পিছনে এটা করতে হয়। এর উল্টো করলে খারাপ হয়।

বিনয়বাবু—দীক্ষা না নিয়ে শুধু অন্যান্য উপদেশ অনুসরণ করলে হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-সব উপদেশ অনুসরণ করলে outer (বাইরের)-গুলি হয়। কিন্তু আদত কথা brain-এর (মস্তিষ্কের) adjustment (নিয়ন্ত্রণ), nerve-এর (স্নায়ুর) adjustment (নিয়ন্ত্রণ), যেখান থেকে energy (শক্তি), will (ইচ্ছাশক্তি), concentration (একাগ্রতা) সব আসছে, সেটা তো দীক্ষা নিয়ে সেইমত না করলে হয় না। এ দীক্ষায় কোন দীক্ষা বাদ পড়ে না। শুধু outer instruction (বাইরের উপদেশ) follow (অনুসরণ) করলে, তাতে যতটুকুই হ'তে পারে, ততটুকুই হবে। ভিতরের unfoldment (বিকাশ) ঠিকমত হবে না।

বিনয়বাবু—এখানে ভক্তরা গৃহী, ঘর-সংসার ত্যাগ করার কথা এখানে বিশেষ শোনা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ গৃহীই তো চাই, যাদের জীবন, ঘর-সংসার ও যাবতীয় যা'-কিছুই হবে ইষ্টার্থে। তাতেই জন ও জাতি সর্বদিক দিয়ে বেড়ে উঠবে। প্রত্যেকটি গৃহী যদি spiritually developed (আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত) না হয়, তবে কয়েকজন জঙ্গলের সন্ন্যাসী দিয়ে কি হবে? আমি চাই প্রত্যেকটি গৃহই যাতে এক-একটা আশ্রম হ'য়ে ওঠে, যেখান থেকে বংশপরম্পরায় বৈশিষ্ট্যসম্মত উন্নতির অনুশীলন চলবে আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে।

বিনয়বাবু—Spiritual practice (আধ্যাত্মিক অনুশীলন)-এর ভিতর-দিয়ে কি পরলোকের কথা জানা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে হয়। শুধু একজনের অনুভবে আসলে হবে না। চেষ্টা করতে হবে scientific operation-এর (বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার) ভিতর-দিয়ে সেইটাকে যাতে সর্ব্বজন বোধগম্য স্তরে নিয়ে আসা যায়।

বিনয়বাবু—অভিযুক্তদের প্রতি আমাদের কি রকম মনোভাব থাকা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কখনও ধ'রে নিতে নেই যে অভিযুক্ত অপরাধী। প্রকৃত ব্যাপার কি তা' বের করতে হবে। যদি কেউ অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়, দেখতে হবে কেন সে অপরাধ করে। যদি কাউকে শাস্তি দিতে হয়, তাহ'লে তা' এমনভাবে দিতে হবে যাতে তার সংশোধন হয়। আবার, উৎপীড়িত হ'য়ে যে অভিযোগ করে তার উপরও sympathy (সহানুভূতি) চাই, যাতে সে মনে করতে পারে আমি উৎপীড়ন থেকে বাঁচবার মত আশ্রয় পেলাম। অযথা কেউ শাস্তি না পায় এবং evil (অন্যায়)-ও যাতে properly resisted (যথাবিহিতভাবে নিরুদ্ধ) হয়, তাই করা লাগে। অসৎ-নিরোধ শুধু রাষ্ট্রের করণীয় নয়, সমাজের প্রত্যেকেরই এদিকে সমীচীনভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। তাতে দুষ্টলোক সংযত হ'য়ে চলতে বাধ্য হয় এবং সাধারণ লোকেরও নিরাপত্তা বাড়ে।

বিনয়বাবু—বহু নির্দ্দোষ মানুষ convicted (দণ্ডিত) হয়, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণের জোরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিচারকের কাজ হ'ল ফাঁকগুলি ধ'রে ফেলা, যাতে তা' না হ'তে পারে

বিনয়বাবু—বিচারকের কখনও নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করা ঠিক নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ কথা খুবই ঠিক।

বিনয়বাবু—নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দিলে, ভগবান তো শাস্তি দিতে পারেন

আমাদের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা বড় কষ্ট। Unconsciously (অজ্ঞাতে) নিজের উপর শাস্তি ডেকে আনা হয়। কাউকে নিরপরাধ বিবেচনা ক'রে ছেড়ে দিলে অপরাধের সম্ভাবনা যেখানে আছে, সেখানে ভাল রকম caution (সতর্কবাণী) দিয়ে দেওয়া দরকার।

বিনয়বাবু—অনেক খারাপ মানুষ বিরাট উন্নতি করে, আবার ভাল মানুষ হয়তো কিছুই করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের খারাপের ভিতর হয়তো urge (আকূতি) থাকে, জেল্লা থাকে, তাই নিয়ে খুব চলে, তাই সাময়িক বিরাট উন্নতি হ'তে দেখা গেলেও চলার মধ্যে ফাঁকিবাজী থাকার দরুন আবার বিরাটভাবে পড়ে। এদের ভালর মধ্যে হয়তো urge (আকূতি) নেই, glow (জেল্লা) নেই, তাই তেমন উন্নতি করে না, কিন্তু সৎ চলনে লেগে থাকলে ultimately (শেষপর্য্যন্ত) তারাই stand করে (দাঁড়ায়)। শুধু তথাকথিত ভাল মানুষ হ'লে হয় না, আদর্শ পরিপূরণে উদ্দাম হ'তে হয়। তবেই তার জেল্লা ফুটে বেরোয়।

বিনয়বাবু—সবটার উপর ভগবান তো আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান সবার কাছে সমান। আমরা ভগবানকে ততখানি পাই, যতখানি ভক্তি-অনুরাগে তাঁর দিকে অগ্রসর হই। আলোর কাছে যত যাব, তত আলো feel (অনুভব) করব ও heat (তাপ) পাব। কমবেশী বোধ হয় আমাদের এগোন-পিছোন অবস্থায় থাকার দরুন। রসগোল্লা চোরের কাছে যে তিতো আর একমাত্র সাধুর কাছেই যে মিষ্টি তা' নয়। ভগবানও তেমনি সবার কাছেই সমান।

বিনয়বাবু—গীতায় আছে, 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।' ঈশ্বরই তো প্রত্যেককে চালাচ্ছেন, মানুষের কী ক্ষমতা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মায়া মানে তিনি measured (পরিমাপিত) হ'য়ে থাকেন প্রত্যেকের ভিতর। যে যেমনতর measured (পরিমাপিত) সে তেমনতর impulse (সাড়া) পাচ্ছে—যদিও তিনি সবার হৃদয়ে আছেন। মানুষ God (ঈশ্বর)-এর glow (দীপ্তি) নিয়ে complex (প্রবৃত্তি)-কে enjoy (উপভোগ) করতে চেষ্টা করে আর তাই নিয়েই circumscribed (বদ্ধ) হ'য়ে ঘোরে। তার potency (শক্তি), glow (দীপ্তি)—সব কিন্তু God (ঈশ্বর) থেকেই। তাই নিয়েই মানুষের জারিজুরি। সে প্রবৃত্তিতে আবদ্ধ না হ'য়ে তার অন্তর্নিহিত অনুরাগ যদি ইষ্ট বা সত্তায় ন্যস্ত ক'রে এগিয়ে চলে,

তবে তার পরিমিতিটা unbounded finite (সীমাহীন সসীম) হ'য়ে যায়। এই-ই মানুষের চলার পথ। গীতায় আছে—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (যে যে-প্রকারে আমার উপাসনা করে, আমি তাকে সেইরকম ফলপ্রদানদ্বারা অনুগৃহীত করি)।

বিনয়বাবু—আমরা ভগবানকে দেখি না realise (উপলব্ধি) করি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Realise (উপলব্ধি) করি, realise (উপলব্ধি) করলেই দেখা যায়। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।' যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন, তিনিই ব্রহ্ম। তাই যিনি ব্রহ্মকে অনুসরণ করতে চান, তিনি ব্রহ্মবিৎকে অনুসরণ করবেন। এই অনুসরণের ভিতর-দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে উপলব্ধি হয়। আমাদের জীবনও রূপান্তরিত হয়। তখন প্রত্যক্ষ হয় ব্রহ্ম কী। ক্রাইষ্ট বলেছেন—You have seen me and you have not seen God! (তুমি আমাকে দেখেছ অথচ ভগবানকে দেখনি!) দয়া যদি কারও মধ্যে আসে, তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দয়ালু হ'য়ে ওঠে, সব-কিছু থেকে দয়া বিচ্ছুরিত হয়। দয়ালু বাদ দিয়ে দয়া বোধ করা যায় না।

বিনয়বাবু—তাঁকে কি physical plane-এ (শারীর স্তরে) বোধ করা যায়, না transcendental plane-এ (তুরীয় স্তরে)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Seperate (পৃথক) করলে dead (মৃত) হ'য়ে যায়। Physique (শরীর) ও mind (মন) থেকে spirit (আত্মা) seperate (পৃথক) করলে dead (মৃত) হ'য়ে গেল। সবটা নিয়ে একটা, কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা নয়। Physique (শরীর), mind (মন), spirit (আত্মা) interpenetrated (পারস্পরিকভাবে অনুপ্রবিষ্ট)—আলো আর heat (তাপ) যেমন। সব রকমে বোধ না করলে বোধটা বাস্তব হয় না।

বিনয়বাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে খুব প্রীত হলেন এবং প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করতে চাইলেন।

যাবার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহল কণ্ঠে বললেন—সুবিধামত আবার আসবেন।

বিনয়বাবু বিনীতভাবে সম্মতি জানালেন।

৬ই আষাঢ়, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ২০।৬।৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর তাঁবুতে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), সুরেনদা (বিশ্বাস), বলাইদা (ঘোষ) প্রভৃতি কাছে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে বাণী দিচ্ছেন। সেগুলি পড়া হ'চ্ছে। তার ফাঁকে-ফাঁকে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে।

সুরেনদা—বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার না করা পর্য্যন্ত কেন তিনি ব্রাহ্মণ হলেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি বশিষ্ঠ অর্থাৎ বিশিষ্ট মানুষ, যাঁকে সব মানুষ স্বীকার করেছে বিশেষ মানুষ ব'লে, তিনি যদি স্বীকার না করেন, তবে তা' লোকে স্বীকার করে না। দেবলোক স্বীকার করলেও নরলোক স্বীকার করলো না, বশিষ্ঠ স্বীকার না করা পর্য্যন্ত। যখনই বিশ্বামিত্রের হীনম্মন্যতা অপগত হ'ল, তখনই তিনি বশিষ্ঠ ও সেই সঙ্গে-সঙ্গে নরলোকের স্বীকৃতি পেলেন।

প্রাণীবধ না করা সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

সেই সম্বন্ধে সুরেনদা বললেন—সেই দিন সাপটাকে যে মারা হলো, কিন্তু তখনও তো সে কোন ক্ষতি করেনি!

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগমধুর কণ্ঠে বললেন—'প্রাণদানে নাহিক শকতি, কেন তবে কর প্রাণনাশ!' জীবজন্তুকে ততসময় পর্য্যন্ত মারা ভাল নয়, যতসময় পর্য্যন্ত তারা মরার কারণ না হয়। সেদিন মেরেছে সন্দেহে, ক্ষতি করতে পারে এই ভয়ে।

বলাইদা—বুদ্ধি তো সবার আছে। এর কমবেশীর লক্ষণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার বুদ্ধি যত বেশী সে তত তলিয়ে দেখে এবং প্রত্যেকটা বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য সব দিকেও লক্ষ্য রাখে। যে চার আল বেঁধে দেখে না, সে যে আল বাঁধে না, সেই দিকে ফাঁক থেকে যায়।

কেষ্টদা—আমরা তো শুনছি ঢের, কিন্তু তা' চরিত্রে গাঁথছে না। যতটুকু চরিত্রগত হবার পর যতটুকু শোনা চলে, তার ঢের আগেই বহু বেশী finer (সূক্ষ্মতর) কথা শুনছি। কিন্তু করা সম্বন্ধে রয়ে গেছে অবাধ স্বাধীনতা। ভাল-ভাল কথা শুনে যেয়ে সারাদিন ঘুমোতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কওয়া আছে যা' শোন তা' না করলে হবে না। করাটা আপনাদের হাতে। তবে আমার যা' মনে আসে ব'লে ফেলি, কা'র তা'তে কখন কোন্ কাজ হবে কে জানে? ক'য়ে যাচ্ছি—আবার কে কবে কবে?............(একটু পরে)-কওয়া তো ফুরায় না—কচ্ছিই।

সুশীলদা—যে-কোন একটা বাণী চরিত্রে ফোটাতে পারলেই তো হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের প্রধান গলদ এখানে যে যেটা যখন শুনি, তখনই materialise (রূপায়িত) করতে বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠি না।

কেষ্টদা—ভোরে ওঠাই হয়তো অভ্যাস করলাম না, অথচ ভাল-ভাল উপদেশ লিপিবদ্ধ করছি, তাতে কি আমার কোন কাজ হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে নীতির যজন করে না, তার যাজনও প্রাণবন্ত হয় না।

কেষ্টদা—নীতির যজন মানে তো সেটা নিয়ে ধ্যান করা ও তা' বাস্তবে

প্রয়োগ করা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! In due time (উপযুক্ত সময়ে)। Time factor (সময়ের দিক) একটা মস্ত জিনিস। Time factor (সময়ের দিক) হ'ল life of materialisation (বাস্তব রূপায়ণের প্রাণ), এটা overlook (উপেক্ষা) ক'রে যে materialise (বাস্তবায়িত) করতে যায়, তার materialisation-এ (বাস্তবায়িত করণে) life (প্রাণ) থাকে না। করতে গেলেই প্রথম ও প্রধান হ'ল ন্যূনতম সময় নির্দ্ধারণ। সেইটের উপর দাঁড়িয়ে গজায় তদনুপাতিক urge (আকুতি)। তখনই energy unlocked (শক্তি উদ্ভিন্ন) হয় to materialise (বাস্তব করণে)। যে-পাগল এটা বাদ দেয়, তার কাজ পণ্ড হয়। যে প্রথমেই সময়টাকে দীর্ঘ ক'রে ধরে নেয়, ঢিলেমির দরুন তার কাজ আর এগোয় না। পরে হয়তো উৎসাহই থাকে না। হয়তো বললো—দেড়লাখ দীক্ষা তিন বছরের কমে হয় না, তার তিরিশ বছরেও হবে না।

কেষ্টদা—আমি ভাবতে পারি পনের দিনে হবে, কিংবা এক মাসে হবে, কিন্তু ভাবলেই তো তা' হয়ে যাবে না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত কম সময় নিয়ে সঙ্কল্প করব, ততই energy (শক্তি) বেড়ে যাবে। আগে যাতে হয়তো ৬ মাস লাগত, তা' হয়তো ৩ মাসে হ'য়ে যাবে।

কেষ্টদা—সময় নির্দ্ধারণের পন্হা কী? হয়তো দেখছি—তিনজন কর্ম্মী আছে, তাদের দিয়ে কোন একটা কাজ করতে অন্ততঃ ৭ মাস লাগেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Normally (স্বাভাবিকভাবে) ৭ মাস লাগে। ভাবছেন ৩ মাসে হয় কি ক'রে। চিন্তা ক'রে-ক'রে তেমনতর adjustment (বিন্যাস) আনবেন।

কেষ্টদা—Success (সাফল্য) হ'লে ভাল, নয়তো depression (অবসাদ) আসবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Depression (অবসাদ) আসতে দেবেন না। কেন হ'ল না, কি হ'লে হ'তো, সেটা আবিষ্কার করা লাগবে।

কেষ্টদা—সব চাইতে ভাল হ'ল ইষ্ট যে-সময়ের মধ্যে চান, তার মধ্যে করার চেষ্টা করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি যদি ৬ মাসে চান, চেষ্টা করব ৩ মাসে কিভাবে হয়।

কেষ্টদা—আমাদের করা কম, experience (অভিজ্ঞতা) কম। বড় কাজের ব্যাপারে কেমন যেন সাহস হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারাই তো করেছেন আমার সঙ্গে। সে experience (অভিজ্ঞতা)-টা diluted হ'য়ে (গুলিয়ে) গেছে। আবার তা' revive (পুনরুজ্জীবিত) করা লাগবে।

কেষ্টদা—সেটা আপনারই করা। আপনিই করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যেভাবে সকলকে নিয়ে madly (মত্তভাবে) করতাম, সেই জিনিসটা জাগান লাগবে।

কেষ্টদা—আমার একার করাটা হয়তো দু'দিন আগে-পরে পারি, কিন্তু দশজনকে নিয়ে যেটা করার সেটা তো যথাযথ যোগাযোগ না হ'লে হবার নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করলেই হ'ত। অনেক করেছেন, কিন্তু যতখানি পারতেন ততখানি না করার দরুন অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। করলে হয়তো ব্যারাম ধরত না। Sincerity (আন্তরিকতা) থাকলে, সামর্থ্য থাকতেও না করার দরুন ব্যারাম হয়ই। দুশ্চিন্তা আসে, depression (অবসাদ) আসে, মনে কেবল আপসোস ও হা-হুতাশ জাগে—কেন ঠিকমত করলাম না। এর থেকে অসুস্থতার সূত্রপাত হয়। যারা sincere (অকপট) নয়, তাদের মনকে আবার তত স্পর্শ করে না। তা' যাদের না হয়, তাদের অবস্থা বুঝেই দেখুন।

মা মারা যাবার আগে Bio-motor (বাইও মটর) কেনার কথা বলেছিলাম। কিন্তু তা' আর কেনা হ'ল না। খানিকক্ষণ heart (হৃৎপিণ্ড)-টা চালিয়ে রাখলে হয়তো মা বেঁচে যেতেন। ঐটে করতে পারিনি ব'লে মস্ত আপসোস হয়। নিবারণদা দেবে ব'লে দিল না। দিলে উভয়তঃই ভাল হ'ত।

কেষ্টদা—পূর্ব্বের না করাটা করতে হবে, বর্ত্তমানেও বহু করণীয় আছে—কোন্‌টা করি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনকারটা যদি materialise (বাস্তবায়িত) করতে থাকি, তাতেও পূর্ব্বেরটা করার অনেকটা এগিয়ে যাবে।

কেষ্টদা—অনেক কাজের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি বলেছেন লেখার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতা বেরোয় কুরুক্ষেত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে in the war of materialisation (বাস্তব কর্ম্মের সংগ্রামে)। এই কাজ করতে-করতে লেখা-টেখা সব হ'য়ে যাবে।

গোপেনদা (রায়) এসে প্রণাম করতে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে! কী খবর?

গোপেনদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবদিকে নজর রেখে চলবে। বাইরে থেকে যারা আসে তাদের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখবে ও ভাল ক'রে উদ্বুদ্ধ ক'রে দেবে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে induction-এ (প্রত্যক্ষ সঞ্চালনায়) অনেক কাজ হয়েছে। কিন্তু ঐভাবে করাটা আমার ভাল লাগে না, কারণ induce (সঞ্চালিত) না করলেই কাজ বন্ধ হ'য়ে যায়। তাই ভাবি, আপনারা করেন—আমার ইচ্ছাগুলি পূরণ ক'রে experienced (অভিজ্ঞ) হ'ন, বেড়ে ওঠেন। এতে আপনাদেরও মঙ্গল, দেশের-দশেরও মঙ্গল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিলেন—

সময়কে অবজ্ঞা ক'রে কোন কাজ ক'রো না,
পাপ ক'রো না,
যা' করবে তা' যথাবিহিত সত্বরতায়
মূর্ত্ত ক'রে তোল ;
নয়তো সব ভণ্ডুলেই যাবে,
ব্যর্থ হবেই,
চলবে অবসাদে—
স্বাস্থ্য হ'য়ে উঠবে ব্যাধির আকর।

আরো একটি বাণী বললেন এই প্রসঙ্গে।

সুরেনদা—যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তুমি তো সৎসঙ্গের কর্ম্মী, তোমার চলে কিসে?—তাহ'লে কী বলা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎসঙ্গী হ'লে বলবে, চলে যে কেমন ক'রে, তা' তোমার কাছে আর কি বলব? চলা উচিত তোমাদের উপর, কিন্তু চলছি ঠাকুরের উপর। Non-initiated (অদীক্ষিত) হ'লে বলা উচিত—শ্রীশ্রীঠাকুর দেন, তাই চলে, তবে সব সময়ই চেষ্টায় আছি, যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর দীনবন্ধুদা (পাল)-কে বললেন—তুই এখান থেকে চ'লে গেলে আর কোন খেয়াল থাকে না। কিন্তু তোকে এত ক'রে বলছি—২৫০ জন লোক মাসে ১০০ টাকা ক'রে যাতে দেয় তার ব্যবস্থা করতে। তুই লাগলেই হয়।

দীনবন্ধুদা—এ বছর আমার বড় খারাপ যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই করিস না ব'লেই তো অমন হয়। এ কাজ করলে সব হতো। একখানা বাড়ী করেছিস, কতখানা বাড়ী হ'য়ে যেতো।

দীনবন্ধুদা—বেশী লোক খাওয়ান কি খারাপ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই কর, তার ভিতর দিয়ে দেখবে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা হয় কি ক'রে। সেবা ও যাজন একসঙ্গে চালাতে হয়, যাতে মানুষ তোমার প্রতি তৃপ্ত

থাকে ও ইষ্টার্থসাধনে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দীনবন্ধুদার দিকে চেয়ে প্রাণকাড়া ভঙ্গীতে গেয়ে উঠলেন—ও তুই কাদের কুলের বউ গো, কাদের কুলের বউ?

দীনবন্ধুদার মুখে হাসি আর ধ'রে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার বললেন—তুমি ঠিকই পাও না যে তুমি কোন্ কুলের। সর্ব্বদা মনে রাখবে যে তুমি ইষ্টের।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন। ভক্তবৃন্দ সঙ্গে-সঙ্গে চলেছেন।

সুশীলদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমরা পাশ্চাত্যের খারাপটা নিয়েছি, ওদের ভালটা নিতে পারিনি।

কেষ্টদা—নিজেদেরটার উপর না দাঁড়ালে কারও ভালটা নেওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে বললেন—ঐ একটা মস্ত কথা। নিজেদের বৈশিষ্ট্যের উপর না দাঁড়ালে কা'রও ভালটা নেওয়া যায় না।

অন্য একটি কথার প্রসঙ্গে সুশীলদা বললেন—ভাল লোকের এ দুনিয়ায় আজ স্থান নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা evil (অসৎ)-কে resist (নিরোধ) করতে পারে না, manipulate (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে না, তারা প্রকৃত ভাল লোক না। অসৎ-নিরোধী পরাক্রম ভাল লোকের একটা প্রধান লক্ষণ। অংকুরে resist (নিরোধ) করলে evil (অসৎ) ক্ষতি করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়িয়ে এসে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসলেন।

মণীন্দ্র চক্রবর্ত্তীদা জীবন্মুক্ত পুরুষ সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি চান সকলের মুক্তি। নিজেকে বলতে তিনি সকলকে নিয়ে বোঝেন। তাঁর মধ্যে সমষ্টি ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়।

শিক্ষা সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শিক্ষাটা হওয়া চাই কর্ম্মপ্রধান।

মণিদা—কোন ভাব কিভাবে অধিগত করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবের মধ্যে আছে ভূ, হওয়া। হ'তে গেলেই করতে হবে। সুসঙ্গতভাবে করতে ও হ'তে গেলেই লাগে আদর্শ, যেমন মিশ্রীর দানা বাঁধার জন্য লাগে সুতো। করাগুলি যদি আদর্শের জন্য না হয়, তবে দানা বাঁধে না।

মণিদা—দানা বাঁধার শেষ পরিণতি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Being and becoming—finite but unbounded (জীবন ও বৃদ্ধি—সসীম কিন্তু সীমাহীন)।

মণিদা—চিত্তবৃত্তি নিরোধ মানে কি adjustment (নিয়ন্ত্রণ)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগ হ'লেই নিরোধ হয়। সব-কিছু যখন ইষ্টমুখী হয়, তখন সেগুলি আর অনিষ্ট করতে পারে না।

মণিদা—চলতে-চলতে প'ড়ে যেতে হয়, কেটে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার ধরবে, আবার সুতো বাঁধবে।

এমন সময় বহিরাগত একটি মা এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছিস?

উক্ত মা—ভাল না। ভালবাসা খুঁজে পাচ্ছি না। আগে তো সবই ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর, আবার পাবে। যেমন পেতে চাও, তেমনি কর।

উক্ত মা—আমার মেয়েটির স্নায়ুদৌর্ব্বল্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেঁতুলবীচির শাঁসের হালুয়া খাওয়ালেই হয়। এমন খাওয়া লাগবে যা' হজম হয়। হজম না হ'লে কিছুই সাহায্য করবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কলা খাস না?

মা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মধু খাস না?

মা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের গুষ্ঠিশুদ্ধই মধু খাওয়া লাগে। সবারই স্নায়ু দুর্ব্বল।

মা—কিছু করতে ইচ্ছা না করলে কি জোর ক'রে করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ফূর্ত্তি ক'রে, খেয়াল ক'রে করা লাগে—একটা নেশা মাতিয়ে। খেয়াল ক'রে করতে গিয়ে আবার খেয়ালী হ'য়ে যেও না। খেয়ালের মধ্যে সামঞ্জস্য চাই।

মা—আমি কি সারব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সারবি না, এ-কথা ভাবিস কেন?

মা—নিরাশ হ'য়ে পড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিরাশার কথা ভেবে লাভ নেই। যাতে সুবিধা হয় না, তা' ভাবতে যাবে কেন? বরং একটু রান্নাবাড়া করবি, ইচ্ছামত বেড়াবি, কাজকর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য আনবি। 'যাহা ধায়, তাই পায়, বিধি কারও বাম নয়।'............ লক্ষ্য রাখবি কা'রও যেন পেটগরম না হয়। খাওয়াটা যেন উত্তেজক না হয়, অথচ পুষ্টিপ্রদ হয়। রোজ কোন-না-কোন প্রকার তিতো খাবে। মেয়েছেলের বড় দায়িত্ব। পুরুষের চাইতেও বেশী দায়িত্ব। সেই তো সংসারকে বাঁচিয়ে রাখে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা লাগে, করিৎকর্ম্মা হওয়া লাগে।

মা—তাই তো পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারিস্‌ই, করছিস্‌ই—অথচ বলিস্—পারি না।

মা—বড় ছেলের জন্য খুব করেছি, সে তো থাকলো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে থাকলো না, তার জন্য তো করার কিছু রইল না। যারা আছে, তারা যাতে ভাল থাকে, বৃদ্ধিপর থাকে, তাই কর। তাদের খাওয়া-থাকা সুখ-সমৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখ। সদাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখো। সদাচার বজায় না রাখলে বিপত্তি আসে।

মা—মাছ-মাংস না খেলে নাকি স্বাস্থ্য ভাল থাকে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না খেলেই ভাল থাকে। খেলে অল্পায়ু হ'য়ে পড়ে।

মা—প্রোটিনের অভাব হয় তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুসিদ্ধ ডাল, তিলবাটা, চিনেবাদামবাটা খুব ভাল প্রোটিন। দুধের কথা তো আর কলামই না। দোয়াড়ে চা খাই। তার চাইতে রোজ এক কাপ দুধ যদি আস্তে-আস্তে চুমুক দিয়ে খাই, তাতে ভাল হয়। এতে মা! আয়ু বাড়ে। অবশ্য হজম হয় এমনভাবে খাওয়া চাই।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে আরো কয়েকটা কথা মনে হয়। চাল-ধোয়া জল না ফেলে তাতে রান্না করা ভাল। ফেন (মাড়) না গালাই ভাল। তরকারিতে নুন দেওয়া উচিত নামাবার আগে, বেশী আগে দিলে ওর গুণ নষ্ট হয়। তরকারিতে মিষ্টি দিলে তরকারির sugar (চিনি) নষ্ট হয়, তাই তা' ভাল নয়।

মা—আজ যাব বাবা?

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহল কণ্ঠে বললেন—আচ্ছা! যখনই সুবিধা হবে—আবার আসিস্। ইচ্ছা হ'লেই আসিস্।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন। প্রফুল্ল বাণীগুলি প'ড়ে শোনাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরে আবার ভাল ক'রে দেখিস। কোথাও কোন অসুবিধা লাগলে বলিস।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—আপনি প্রথমে যা' বলেন ঠিক তাই তো রাখা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেটে যায় তো। মাঝে-মাঝে অন্য impulse (সাড়া) আসে। রেডিওর মত। রেডিওতে যেমন অন্য impulse (সাড়া) এসে কড়-কড় করে—এও তেমনি বাইরের গোলমালে হয়তো কেটে যেতে পারে। সেটা ঠিক ক'রে নেওয়া ভাল।

আজ রাত্রে দীনবন্ধুদার কলকাতা যাবার কথা। তিনি সতীশ দাসদার বাড়ীতে গেছেন। সেখান থেকে খেয়েদেয়ে যাবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। দীনবন্ধুদা আসার পর রোজ তাঁকে পুনর্ণবা ও গিমে শাক খাওয়ার কথা বললেন এবং আজ তাঁকে যেতে বারণ করলেন। সেই সঙ্গে বললেন

—পাগলের মত কোন্ সময় যে কোন্ কথা মনে আসে ঠিক পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর শৈলেশ ব্যানার্জ্জীদা-কে বললেন—তুই যে লিচু পাঠিয়েছিলি grand (চমৎকার) লিচু, লিচু যে অতো মিষ্টি হয় জানা ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুরেনদাকে বললেন—আমার ইচ্ছা করে কয়েক সেট ভাল পোষাক যদি ক'রে রাখিস। ধবধবে পরিষ্কার মিহি কাপড়, ফিনফিনে আদ্দির জামা, চাদর, ভাল জুতো এইসব। সকলে কয় গেরুয়া পর, আমি বলি উল্টো। আবার আমি বহু-বিবাহের কথা কই। আগাগোড়া যদি মিলিয়ে না দেখে তাহ'লে মানুষ কি ভাবে!

বর্দ্ধমানের বলরাম ঘোষদার সঙ্গে কাজকর্ম্ম সম্পর্কে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে দরদভরা কণ্ঠে বললেন—তোর দক্ষতার সম্বন্ধে আমার খুব গর্ব্ব ও আনন্দ হয়, যদি কেউ কয়—বলাই পারলো না, আমার খুব দুঃখ হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর মায়া মাসিমা, কালিষষ্ঠী মা ও অন্যান্য মায়েদের সঙ্গে ঘরোয়া গল্প করতে লাগলেন। তাঁর সান্নিধ্যে কি অপূর্ব্ব লাগে জীবনের স্বাদ!

৭ই আষাঢ়, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ২১।৬।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে নিম্নলিখিত বাণীটি বললেন—

মানুষের যিনি পোষক ও পরিপূরক—
বাঁচাবাড়ার বিধি-আস্তরিত উন্নত বর্ত্ম—
রক্তমাংসসঙ্কুল জীবন্ত আদর্শ,—
অচ্যুত হ'য়ে তাঁতে লেগে থাক,
সেবা ও সম্বর্দ্ধনায় নিজেকে অপাপবিদ্ধ ক'রে তোলে;
দুর্দ্দশা তোমার যতই দুর্নিবার হোক না কেন,
সার্থকতা তোমাকে অভিনন্দিত করবেই করবে—
উপভোগ ও মুক্তি সাথীয়া হয়ে
সর্ব্বেশ্বর ক'রে তুলবে।

এরপর সরোজনীমা জিজ্ঞাসা করলেন—দুর্দ্দশা থেকে সার্থকতা আসে কিসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আম্রপালী যেমন ছিল বেশ্যা, কিন্তু সে তার অনুরাগ নিয়ে ছুটল বুদ্ধদেবের পানে, তাতে কি সে সার্থক হল না? মেরি ম্যাগডিলিনির কথাই ধর না! তার জীবন ক্রাইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে কেমন সুন্দর হ'য়ে উঠল! কিন্তু ম্যাগডিলিনির বড় দুঃখ, সব চাইতে বড় দুঃখ ক্রাইষ্টকে হারান।

৮ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ২২।৬।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এসেছেন। তিনি স্থানীয় রায় কোম্পানীর মালিকদের আত্মীয়। কথাবার্তা হচ্ছে। এমন সময় পূজনীয় বড়দা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর পরিচয় করে দিয়ে বললেন—আমি বলছিলাম, আমার একটা কোম্পানী পেলে হয়, যারা আমাদের building (দালান)-টিল্ডিংগুলো ক'রে দেবে—by instalment (কিস্তিতে) কিংবা এককালীন যেমন সুবিধা টাকা নেবে। আমাদের একজন ইঞ্জিনিয়ার থাকবে, সে কাজগুলি দেখে নেবে।

ইঞ্জিনিয়ার—কোম্পানী তো অনেক আছে। ভাল করে খোঁজখবর নেওয়া দরকার।

বড়দা—হ্যাঁ!

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা পাবনায় ৩ ইঞ্চি ৫ ইঞ্চি দেওয়াল দিয়েছিলাম। আমার মনে হয় ৫ ইঞ্চি ৫ ইঞ্চি ক'রে দেওয়াল থাকবে, মাঝখানে মাটি থাকবে, মাঝে-মাঝে piller (স্তম্ভ) থাকবে, যাতে দোতলা করা যায়। আর simple way-তে (সহজভাবে) earthquake-proof (ভূমিকম্প-সহ) করে রাখতে হয়। চূণ বালির সঙ্গে একটু সিমেণ্ট মিশালে motar (মশলার মিশ্রণ) খুব strong (শক্তিশালী) হয়।

কথায়-কথায় বললেন—শুনেছি দিনাজপুরের রাজবাড়ীর সদর দরজার সংলগ্ন দেওয়ালে দুই দিকে ইট মাঝখানে মাটি, তার মাঝখানে কামান বসান আছে। সেটা খুব শক্ত। এতদিন ধ'রে রয়েছে, কিছুতেই নষ্ট হয় না।

এরপর অনেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন।

দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা উঠল।

সারা দেশে যাতে ধর্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়াতে পারে তেমনতর সংগঠন ও প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ভিত্তি গ'ড়ে তোলার উপর শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ জোর দিলেন। প্রসঙ্গতঃ বললেন—এইটে যদি না করা যায় তাহলে সারা ভারত একদিন বিপন্ন হতে পারে। তখন অপরের খোরাক হওয়া ছাড়া আমাদের পথ থাকবে না। তাই বলি দীক্ষা যাতে খুব বাড়ে এবং ভাল-ভাল কর্ম্মী যাতে অনেক সংগ্রহ হয়, তার ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া উপায় নেই।

৯ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ২৩।৬।৪৮)

ইদানীং মাঝে-মাঝে বৃষ্টি হওয়ায় আবহাওয়াটা আগের থেকে ঠাণ্ডা। শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। কেষ্টদা

(ভট্টাচার্য্য), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), প্রফুল্লদা (চ্যাটার্জ্জী) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে একজন ছোট-ছোট বেলী ফুল দিয়ে প্রণাম ক'রে গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই দেখিয়ে বললেন—দেখেন এটা বেলী ফুল, কত ছোট। Nurture (পোষণ) দিয়ে এই জাতীয় ফুলকে বড় করতে পারেন, কিন্তু যূঁই করতে পারেন না।

কেষ্টদা—Modern science (বর্ত্তমান বিজ্ঞান) তো বলে তাও পারা যায়। আণবিক বোমার ফলে কত জীবের কত অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবর্ত্তন ক'রে দিল। চোখটা হয়তো সামনে ছিল, তা' না হ'য়ে পিছনে হ'ল বা পিঠে হ'ল, কিন্তু মূলগত পরিবর্ত্তন হবে না।

কেষ্টদা—Gene (জনি) পর্য্যন্ত নাকি পরিবর্ত্তিত হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তপস্যার ভিতর-দিয়ে gene-এর (জনির) স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন হ'তে পারে। এবং সে পরিবর্ত্তন এমনতর যাতে সত্তা উন্নত হয় এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বাইরের impulse (সাড়া) দিয়ে gene (জনি) পরিবর্ত্তন করতে গিয়ে gene-এর (জনির) original property (মৌলিক সম্পদ) হয়তো কিছু-কিছু নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। তাতে যে যা' সে আর তা' থাকে না। এবং নূতন যা' হ'য়ে দাঁড়ায়, তাও অস্বাভাবিক ও কিম্ভূতকিমাকার। ঐভাবে কোন সত্তাসঙ্গত পরিবর্ত্তন করা যায় কিনা সন্দেহ।

কেষ্টদা—পারদ দিয়ে নাকি করতো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারদ দিয়ে তা' পারে না, কিন্তু ability (সামর্থ্য) বাড়াতে পারে।

কেষ্টদা—Pin-prick (পিনের খোঁচা), electrical impulse (বৈদ্যুতিক সংঘাত), chemical impulse (রাসায়নিক সংঘাত) ইত্যাদির ভিতর-দিয়েও তো খুব পরিবর্ত্তন আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে পরিবর্ত্তন হ'তে পারে, কিন্তু সেটা gene (জনি)-গত পরিবর্ত্তন নয়। আমার এইরকম মনে হয়।

কেষ্টদা—পুরুষ হওয়া, মেয়ে হওয়া, দীর্ঘায়ু হওয়া, স্বল্পায়ু হওয়া—এ সবই নাকি gene-এর (জনির) কাজ। বাঙ্গালীর বেশীর ভাগ যে খুব দীর্ঘায়ু নয়, সেটা কি gene (জনির) গোলমাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Gene-এর (জনির) culture (অনুশীলন) নেই।

কেষ্টদা—Gene-এর (জনির) culture (অনুশীলন) হয় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Gene-এর (জনির) culture (অনুশীলন) হয়, সত্তাপোষণী চলা, বলা, আহার ও active hankering (সক্রিয় ইচ্ছা) যদি instinctive (সংস্কারগত) হয়।

কেষ্টদা—আয়ু বাড়াবার জন্য করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরুষ নারী যত সক্রিয়ভাবে শ্রেয়নিষ্ঠ হবে, বিয়ে যত ঠিকমত হবে, নারীর স্বামীভক্তি যত অটুট হবে, বংশপরম্পরায় সন্তানসন্ততির আয়ু তত বৃদ্ধির দিকে যাবে।

কেষ্টদা—গর্ভাধান সংস্কার তাহলে তো প্রবর্ত্তন করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংস্কার চাই অর্থাৎ সংস্কৃতিমাফিক চলা চাই সারাজীবন। শুধু অনুষ্ঠানটুকুতে হবে না। গর্ভাধান করতে গেলে তার আগে আচার, নিয়ম, ব্রহ্মচর্য্য পালন করা চাই। পরেও ঠিকমত চলা চাই। শুধু বাহ্যিক আচারই যথেষ্ট নয়। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—সব রকমের আচার নিয়ম ঠিক রাখা চাই। আধ্যাত্মিক আচার-নিয়ম মানে tenacious adherence to Ideal and culture (ইষ্ট ও কৃষ্টির প্রতি লাগোয়া নিষ্ঠা)। একভক্তি-বিশিষ্যতে।

কেষ্টদা—স্বামী বিবেকানন্দ একভক্তি হওয়া সত্ত্বেও স্বল্পায়ু হলেন কেন? হয়তো প্রারব্ধ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়তো প্রারব্ধ আছে, রব্ধও আছে। আছেই।

কেষ্টদা—পঞ্জিকায় হয়তো আছে রাত তিনটার পর সহবাসের সময়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘুমের পর মস্তিষ্কে চাঞ্চল্য থাকে না, তাই ওটা হয়তো উপযুক্ত সময়। অবশ্য প্রত্যেকটা জিনিসেরই নানা দিক আছে। তাই যখন যা' সমীচীন ও শুভ তখন তা' করণীয়, অবশ্য যদি প্রয়োজন হয়। তাই বিভিন্ন সমাবেশ-অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ থাকে।

কেষ্টদা—এ জিনিসটা কি এক সময় বাস্তবে ছিল? যৌনজীবন সংযত বা যান্ত্রিক না হলে তো এ হয় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছিল। সবই অভ্যাসের ফল। আমাদের দেশে কত রকমারি অনুশীলন হয়ে গেছে। নিষ্ঠা থাকলে, আচার-আচরণ থাকলে, লোকশিক্ষা থাকলে, যাজন থাকলে, পরিবেশ ও জনমত ঠিকভাবে গ'ড়ে তুলতে পারলে অনেক কঠিন জিনিস সহজ হ'য়ে আসে।

কেষ্টদা—বাংলার বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নতির জন্য কেমন সংস্কার প্রয়োজন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্দীক্ষায় দীক্ষিত হ'য়ে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি যদি পালন ক'রে চলি, cultural attitude (কৃষ্টিগত প্রবণতা)-টা যদি বেড়ে যায়, বিয়ে-

থাওয়া যদি ঠিকমত হয়, সদাচার যদি পালন করি, পারস্পরিক সেবা ও আদান-প্রদান যদি বৃদ্ধি পায় তাতে ঢের উন্নতি হ'য়ে যাবে। তবে তাড়াতাড়ি এটা সবার মধ্যে চারাতে হবে।

কেষ্টদা—কালিদাসের কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ দুটো কাব্যেই আছে, সুপ্রজননের ইঙ্গিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি বুঝেছিলেন—ওই না দিলে হবে না।

কেষ্টদা—দিলীপ প্রভৃতি রাজার অপূর্ব্ব গুণ বর্ণনা কালিদাসের কাব্যে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজা হওয়ার মত গুণ তাঁদের ছিল এবং পুরুষানুক্রমে তাঁরা এগুলির অনুশীলনও করতেন। রাজধর্ম্ম পালনের instinct (সহজাত সংস্কার) চাই। হীনম্মন্য লোভের থেকে এ জিনিস হয় না। গণতন্ত্রের নামে আজকাল যোগ্যতাহীন দাবীদাওয়া ও লোভ প্রবল হয়েছে। এ জিনিস ভাল নয়। ইংল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের সঙ্গে-সঙ্গে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ধারাটা যে বজায় রেখেছে এটা আমার ভাল লাগে।

কেষ্টদা—কিন্তু রাজার হাত-পা বাঁধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবু রাজার যদি ভাল করার মত জোর থাকে তাহলে ক'রে দেখাতে পারে।

কেষ্টদা—জোর দেখাতে গেলে তো সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জোর দেখান মানে heart (হৃদয়) win (জয়) করা, brain (মস্তিষ্ক) capture (অধিকার) করা। তা' করতে পারলে অমন হবে না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে এবং বিশ্বাস করি যে দেশে right instinct (ঠিক সংস্কার)-ওয়ালা মানুষ এখনও অনেক আছে। কিন্তু তাদের খুঁজে বের করা দরকার। আমি যদি মানুষ পেতাম ও টাকা পেতাম, এমন একটা impression (ছাপ) দিয়ে যেতাম, যার উপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতে সব গজিয়ে উঠতে পারে, আমি যেদিন মা হারালাম, মনে হয়েছিল, একা আমি মা হারালাম না, whole India (সারা ভারত) মা হারাল। আগে আমার একটা psycho-physical strength (শরীর মনের বল) ছিল, অবলম্বন ছিল, একটা কিছু ধ'রে তো মানুষ দাঁড়ায়! এখন যেন আছি জ্ঞানমূর্ত্তি হ'য়ে! কি করব? তারপর গোপাল গেল, সাধনা গেল, ভাইরা ভাল ক'রে বোঝে না। Normal (সহজ) জ্ঞান দিয়ে, insight (অন্তর্দৃষ্টি) দিয়ে যা' পেরেছি প্রাণপণে দিয়েছি। উঠে-প'ড়ে লাগার জন্য সবার কাছে কাকুতি মিনতি করেছি খুব। আমি ভাবতাম আমার যে অভাবটা আপনাদের সে-অভাব নেই

আমি যতদিন আছি। আপনি বা খেপা যদি দাঁড়াতেন—আমি যেমন ক'রে দাঁড়িয়েছিলাম—আমার shadow (ছায়া) নিয়েও যদি দাঁড়াতেন, তাহ'লেও হ'তো। চারিদিকের যা' পরিস্থিতি, আমার সন্দেহ হয় আমার লেখাগুলিও টিকতে দেবে কিনা। কিন্তু এগুলি যা' আছে একেবারে অব্যর্থ ও অমোঘ।

কেষ্টদা—সবই করেছিলেন ঠিক, ঋত্বিগাচার্য্য করলেন, ঋত্বিক্ করলেন, কর্ম্মীগোষ্ঠী আর হ'ল না। কতকগুলি allowance (ভাতা) এসে হাজির হ'ল। বুঝলো না কেউ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক কইছেন। কেউ মাখালো না।...........আপনাদের কাছে যা' কইছি—whole era (সব যুগ)-গুলি, পূর্ব্বতন সব যুগের যা'-কিছু simplified ও condensed (সরলীকৃত ও ঘনীভূত) হ'য়ে আছে তার মধ্যে। করার পথ খোলা। করলেই হবে। করণীয় যা' সে তুলনায় বেশী কিছু না হ'য়ে থাকলেও পরমপিতার দয়ায় যা' হয়েছে, তাও নিতান্ত কম নয়। ফিঙ্গে হ'য়ে লেগে থাকলেই পারবেন।

একজন গুর্খা যত্ন ক'রে গরুকে কাঁঠালের ভূষড়া খাওয়াচ্ছে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই গুর্খা ক'জনের দেখি আমার বাড়ীর গরুগুলি যাতে ভাল ক'রে খায় সেদিকে নজর আছে। এটা আত্মবোধের লক্ষণ। সুকেন্দ্রিক আত্মবোধ যত বাড়ে, ততই তার উপর দাঁড়িয়ে সব গ'ড়ে ওঠে।

সুশীলদা (বসু) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যথা কেমন? সারেনি?

সুশীলদা—একটু আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুশীলদা যে সময় চটি পায় দিয়ে আসে আমার দেখে মনে হয় পুরাতনী। একটা ফটোগ্রাফার থাকলে ফটো তুলে নিতাম। আমার তো খুব beautiful (সুন্দর) লাগে। আজকালকার taste-এ (রুচিতে) কেমন লাগে জানি না। তবে পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে নিজেদের কৃষ্টির ছাপ যত থাকে, ততই ভাল।

অজয়দার মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে টাকা দিয়ে প্রণাম ক'রে বললেন—ছেলে দিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ টাকা আমার বড় মিষ্টি লাগে। ছেলে মা-বাবাকে টাকা দেয়—এ বড় মিষ্টি।

ভকত বাহাদুরকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও যদি ১০০০ trained (শিক্ষিত) গুর্খা আমাকে দিতে পারত, যারা একেবারে সন্ন্যাসীর মত হ'য়ে আসবে, তাহ'লে অনেক কাজ হতো।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন।

১০ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৪।৬।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট।

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা) প্রশ্ন করলেন—বিরোধ ছাড়া নিরোধ হয় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন আপনি আমার একটা ক্ষতি করছেন। তাতে আমি বললাম—তুমি এই যা' করছ, তাতে তোমারও ক্ষতি, আমারও ক্ষতি, আমার খুবই ক্ষতি। তুমি আমার ক্ষতি কেন করবে, আমার ক্ষতি ক'রো না—এ ভাবেও বলতে পারি; আবার বলতে পারি—তুমি যদি এমন কর, তিন চড়ে তোমার মাথা ছিঁড়ে দেব। এই-রকম রকমারি আছে তো?

রত্নেশ্বরদা—আগেরটার মধ্যেও কি বিরোধ নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে তার কাজটার সম্বন্ধে বিরোধ করা আছে, কিন্তু মানুষটার সঙ্গে বিরোধ নেই।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে বললেন—বড়খোকা একটা shelter of people (লোকের আশ্রয়স্থল) হয়ে দাঁড়িয়েছে—আমি বড় খুশি।

অরুণ (জোয়ার্দ্দার)—আমার ইচ্ছা আমার প্রত্যেকটা চলনায় আপনাকে মূর্ত্ত ক'রে তুলি, তা' কি পারব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন কেন? শক্তি দিও করতে পারি তোমার সেবাবর্দ্ধনা, কর্ম্মহারা এ প্রার্থনায় লুকিয়ে আছে পারবে না। তুমি যে নিঃশ্বাস নিচ্ছ—সে-সম্বন্ধে তুমি কি কোনও প্রশ্ন কর—নিঃশ্বাস নিতে পারব কিনা!

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি বললেন—

যখনই তোমার মনে দ্বন্দ্ব এসেছে—
তুমি পারবে কিনা,
ঠিক জেনো—
তোমার চাওয়াটা তখনও হজম হয়নি,
না-পাওয়ার অনেক কিছু
তোমার চাওয়ার অন্তরালে লুকিয়ে আছে;
অনাবিল সঙ্কল্প পারগতাকে অনেকখানি অবাধ ক'রে তোলে।

অরুণ—তাহ'লে অন্তরায়ের কথা ভেবে সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকা ভাল, না, পারব এই কথা ভাবা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু না ভেবে ক'রে যাওয়া ভাল।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—অনাবিল সঙ্কল্প কি রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই নাই, তাকেই বলে অনাবিল সংকল্প। জল খেতে পারব কিনা প্রশ্ন নাই, জল খেয়ে ফেললাম।

মণিদা (বসু)—Predestination (ভাগ্য) ও free-will (স্বাধীন ইচ্ছা)—কোন্‌টা ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Predestination (ভাগ্য)-ও free-will (স্বাধীন ইচ্ছা)। যা' আজ করছেন, কাল তার ফল পাবেন। আগে যেটা করেছেন, তার ফল আজ পাচ্ছেন। আজ পাঁচ টাকা পাঠালেন, সাত দিন পরে ওষুধ পাবেন। Free will-এ (স্বাধীন ইচ্ছায়) টাকা পাঠানর দরুন ওষুধ আসাটা predestined (পূর্ব্বনির্দ্ধারিত ভাগ্য) হ'য়ে আছে।

মণিদা—Free-will (স্বাধীন ইচ্ছা) বলি কি ক'রে? চেষ্টা ক'রেও তো অনেক-কিছু হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ক'রে করলে হয়, তা' করি না, তাই হয় না।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ব'সে আছেন। বাইরে থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে।

সেবা ও দানধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধর্ম্মদানই হ'ল শ্রেষ্ঠ সেবা। মানুষকে যদি ইষ্টে যুক্ত ক'রে তোলা যায়, তাহ'লে তার সবচাইতে বেশী উপকার করা হয়। আমার ইষ্টপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে কেউ যদি ইষ্টকে আশ্রয় করে, তাতে তার মঙ্গলের পথ খুলে যায়। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি এই তিনটি জিনিস আমাদের প্রত্যেকের নিত্যকরণীয়। যজন মানে নিজেকে ইষ্টের ভাবে ভাবিত করতে যা' যা' করণীয়, তা' করা; যাজন মানে সেবা-সাহায্য-সাহচর্য্য ও ইষ্টপ্রসঙ্গের ভিতর-দিয়ে ইষ্টকে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে চারিয়ে দেওয়া ও প্রতিষ্ঠা করা। আর, ইষ্টভৃতি মানে নিজের কর্ম্মফল-নিঃসৃত আহরণ থেকে নিত্য ইষ্টকে নিবেদন করা। শরীর-মন দুই-ই লাগে কর্ম্মে। তাই নিষ্ঠার সঙ্গে ইষ্টভৃতি পালনে শরীর-মন ইষ্টঝোঁকা হ'য়ে ওঠে। ফলকথা, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি প্রবৃত্তিমুখী জীবনকে ইষ্টমুখী ক'রে তোলে। মানুষ যত ইষ্টের হয়, ততই সে অনিষ্ট ও অমঙ্গলের হাত থেকে রেহাই পায়।

কেষ্টদা—শ্রীকৃষ্ণকে কেউ-কেউ কালের অবতার বলে, তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কালের অবতার আবার কী? আমাদের এই যে সাধনার পথ, শ্রীকৃষ্ণ তার একজন পূর্ব্বতন গুরু, যেমন ছিলেন মৈনুদ্দীন চিস্তী, মৌলানা রুম প্রভৃতি।

ভাণ্ডারীদা (বেয়াসের সৎসঙ্গী)—তিনি সত্যপুরুষের অবতার। না

কালের অধীন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবতার হ'লেই কালের মধ্যে আসতে হয়। তিনি কালের মধ্যে এসেও কালের উপর। অবতার কথার দুটো মানে, এক যিনি অবতরণ করেন। আর যিনি রক্ষাকে ত্রাণ করেন।

ভাণ্ডারীদা—অবতার পুরুষরা কি বিভিন্ন স্তরের?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রতিপদের চাঁদ, দ্বিতীয়ার চাঁদ, সপ্তমীর চাঁদ, পূর্ণিমার চাঁদ—একই চাঁদ, যদিও আমরা দেখি ছোট-বড় through the shade of our ignorance (আমাদের অজ্ঞতার ছায়ার ভিতর-দিয়ে)।

কেষ্টদা—সৎসঙ্গী কারা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারাই দয়ালকে ভালবাসে in any form (যে-কোন রকমে), তারাই সৎসঙ্গী।

কেষ্টদা—যারা সৎসঙ্গী ব'লে পরিচিত, মাত্র তারাই কি ভগবানের প্রিয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কি কখনও শুনেছেন? Religion may be different but Dharma is ever one (দ্বিজাধিকরণ ভিন্ন হ'তে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম চিরদিন এক)। সেই জন্য অবতার অর্থাৎ বেত্তাপুরুষরা সব এক।

ভাণ্ডারীদা—১০ পাওয়ারের বাতি আর ১০০০ পাওয়ারের বাতি তো এক নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন যেখানে যেমন প্রয়োজন, তখন সেখানে তেমন শক্তির আবির্ভাব হয়। দশ পাওয়ারের যেটা সেটাই প্রয়োজনমত হাজার পাওয়ারে পরিণত হ'তে পারে।

ভাণ্ডারীদা ব্রহ্ম ও আত্মা সম্বন্ধে কথা তুললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি সব যা'-কিছুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়েও নিজে অবিকৃত ও অপরিবর্ত্তিত থাকেন তিনিই ব্রহ্ম। আত্মা মানে সতত গতিশীল সত্তা।

মায়া-সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মায়া মানে পরিমাপনী শক্তি। মায়াশক্তি তাঁতেই নিহিত। কিন্তু তিনি মায়ার অধীন নন। তিনি মায়ার সাহায্যে সৃষ্টি ক'রে নিজে তার ঊর্দ্ধে থাকেন। স্বত্বয়নস্যূত বৃত্ত্যভিধ্যান-তপস্যায় গতি ও অস্তি অধিজাত হয়েছে। আমাদের ভিতরেও তিনি দিয়ে দিয়েছেন বৃত্তি। তাই দিয়েই আমরা জগৎটাকে feel (অনুভব) করি ও enjoy (উপভোগ) করি। কিন্তু এই বৃত্তিগুলির উপর যদি আমাদের আধিপত্য না থাকে, তাহ'লে ওগুলি আমাদের পোষক না হ'য়ে শোষক হ'য়ে ওঠে। বৃত্তির উপর আধিপত্যলাভ করবার একমাত্র উপায় হ'ল দয়ালকে প্রাণভরে ভালবাসা। তাঁর উপর ভালবাসা যত concentrated (কেন্দ্রীভূত) হয়, ততই আমাদের

personality (ব্যক্তিত্ব) sublimated (ভূমায়িত) হ'য়ে ওঠে। ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব সমষ্টিব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে দাঁড়ায়। তখন হই ব্রহ্মবিৎ। ব্রহ্মবিৎ হওয়া মানে ব্রহ্মপ্রতীক হ'য়ে দাঁড়ান। ইষ্টের মধ্যেই আমরা সব-কিছু পাই। অলখলোক, অগমলোক, সত্যলোক, দয়ালদেশ ইত্যাদি সব-কিছু যে তাঁতে সংহত ও মূর্ত্ত হ'য়ে আছে তা দেখতে পাই। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সব-কিছু নিয়ে তিনিই যে দাঁড়িয়ে আছেন তা' বোধ করতে পারি। আমি দেখি সেই নামই মূর্ত্ত হ'য়ে আছে ইষ্টে। আর, তিনি অণু, পরমাণু ভেদ ক'রে synthetically ও analytically (সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণাত্মকভাবে) সর্ব্বস্তরে সর্ব্বদা বিদ্যমান। এর মধ্যে কোথাও কোন ফাঁক নাই। ভক্তি না থাকলে অতদূর এগুতে পারি না। আগেই লয় হ'য়ে যায়। Stronger the libido, farther the approach (টান যত প্রবল, অগ্রগতিও ততখানি)।

কেষ্টদা—নামধ্যানে তো এ-সব হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামধ্যানও তো হবে না, যদি ভালবাসা না হয় গুরুতে। অবশ্য, নিয়মিত নামধ্যানের অনুশীলন করতে-করতেও ভালবাসা জাগে। যাহো'ক, বিনা প্রেম সে নাহি মিলে নন্দলালা। তাই বলি—Love, do act accordingly and have bliss be ever unrepelling (ভালবাস, সেইভাবে চল, কর ও আনন্দলাভ কর। সর্ব্বদা অচ্যুত হও)।

কেষ্টদা—অনুভূতি যত হয়, ততই তো ইষ্টসেবার প্রবৃত্তি জাগে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঊষা-নিশায় মন্ত্রসাধন, চলাফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্টনিদেশ মূর্ত্ত করাই তপ। ঐ করতে-করতেই সব এসে পড়ে। Then our whole system becomes illuminated with light, love and knowledge (তখন আমাদের সর্ব্বত্র শরীর-বিধান আলো, প্রেম ও জ্ঞানে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে)।

কেষ্টদা—শব্দযোগে সাধন সৎসঙ্গের বিশেষ বৈশিষ্ট্য—এ কথা বললে কি ঠিক হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধুৎ! That is a fundamental exercise to attain bliss (পরমানন্দ লাভের জন্য এটা একটা মৌলিক অনুশীলন)। ঠিক জায়গায় ঠিকমত পেঁছাতে গেলে এতজ্জাতীয় অনুশীলন এসেই পড়ে। প্রত্যেক রকম সাধন-পদ্ধতির মধ্যেই এটা আছে কোন-না-কোন রকমে। সবার পক্ষেই এটা প্রযোজ্য। সেই জন্য এটা বিজ্ঞান।

কেষ্টদা—তীব্র গুরুভক্তি-সমন্বিত সাধনভজনের ফলে শব্দ-জ্যোতির অনুভূতি তো সকলেরই আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পূরণগুরু হ'লে তাঁর প্রেরণায় গভীর হ'তে গভীরতর স্তর আলোড়িত হয়ে ওঠে। যদি কোন সাধকের মধ্যে দেখি যে সে অন্য সম্প্রদায়ের লোককে দেখতে পারে না, তাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, তাদের পালন-পোষণ ও সেবা না ক'রে প্রতিকূল আচরণ করে, তাতে বোঝা যাবে যে তার মধ্যে দয়ালের প্রতি ভালবাসা নেই, প্রকৃত ধর্ম্ম নেই। He is not the follower of a সদ্‌গুরু, not even a প্রেমীগুরু (সে সদ্‌গুরু এমন-কি প্রেমী-গুরুরও অনুগামী নয়।) হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টান, যেই সৎসঙ্গ হোক, সৎসঙ্গী হওয়ার দরুন, সে আরো খাঁটি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও খ্রীষ্টান হবে এবং সকলের প্রতি তার ভালবাসা বেড়ে যাবে। অবশ্য যদি সে ঠিকভাবে চলে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার পৈতা হ'ল, গেরুয়া কাপড়-চাদর ছিল। রাত্রে শুয়ে আছি। কে যেন ভজন দেখিয়ে দিয়ে গেল। আগে আমি জানতাম না, কিন্তু করতাম ঠিক ঐভাবে। কিছু হবে ব'লে করতাম না, কি হবে তা জানি না। ক'রে যেতাম। মা হুজুর মহারাজের কাছে চিঠি লিখলেন। তিনি বললেন—তুমি ব'লে দাও। মা চুপ ক'রে ছিলেন। তারপর মা সরকার সাহেবকে লিখলেন। তিনিও মাকে তাই লিখলেন। আমি কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িনি, এমন-কি সারবচন প্রভৃতিও না। আমি যা' বলি আমার সম্বল আমার অনুভবগুলি। তাই ভাবি—আমার যদি এমন ক'রে হয়, তবে যারাই পরমপিতাকে চায় ও আগ্রহ সহকারে বিধিমাফিক করে, তারাই পাবে।

কেষ্টদা—কোন্‌টা বড়, সদ্‌গুরুর প্রতি অনুরাগ, না অনুভূতি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরুর প্রতি অনুরাগ ছাড়া অনুভূতি হয় না। ঐটেই মূল।

কেষ্টদা—আপনার ক্ষেত্র তা' কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে মা ছিলেন।

কেষ্টদা—দীক্ষার আগেই তো আপনার পূর্ণ অনুভূতি হ'য়ে গিয়েছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের নেশায় কতদিন ধ'রে struggle (সংগ্রাম) করেছি। কতদিন barren (শূন্য) চ'লে গেছে। নাম আমাকে পেয়ে ব'সে থাকলেও তার শেষতল খুঁজে ফিরেছি।

ভাণ্ডারীদা—স্বপ্নে ভজন দিয়েছিলেন কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হুজুর মহারাজের মত দেখতে। ফটোতে যেমন দেখেছি, তার থেকে একটু আলাদা। ফটো আগে দেখা ছিল।

কেষ্টদা—স্বপ্ন-প্রাপ্ত ভজনের পদ্ধতি কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রচলিত রকমটার থেকে একটু আলাদা।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মূর্ত্ত গুরুর প্রতি অনুরাগ বাদ দিয়ে শুধু নিরাকারের ভজন করলে আমরা পাগল হ'য়ে যাব এবং সারা দেশটাকেও পাগল ক'রে তুলব। সদ্‌গুরুর প্রতি ভালবাসা concentrated (কেন্দ্রায়িত) হ'লে material aspect (বাস্তব)-এর ভিতর-দিয়ে পাব finer (সূক্ষ্মতর) যা'-কিছু। তার ভিতর-দিয়ে জানতে পারব finer spirit (সূক্ষ্মতর আত্মা) কেমন ক'রে materialised (রূপায়িত) হ'ল। তখন আসবে—'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।' ভালবাসাই মূল। কোন মানুষ কোন মানুষের পরিচয় পায় না, যদি একের অপরের উপর ভালবাসা না থাকে। তাহ'লেই হ'ল love makes one acquainted (ভালবাসা মানুষকে পরিচিত করায়)।

ভাণ্ডারীদা—জীবন্ত সদ্‌গুরু মানুষকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন। সেটা কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি সর্ব্বপ্রকারে সত্তা-সংরক্ষণী প্রচেষ্টা চালান। যে তাঁর প্রতি যতখানি উন্মুখ ও সূক্ষ্মবোধসম্পন্ন সে ততখানি উপকৃত হয়। আমরা যার প্রতি যেমন হই, আমাদের জীবন তাকেও তেমনতর পাই। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'

নবাগত ভদ্রলোক—আয়নার মত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য আদর্শ কয়। তুম্ যেইস্যা রামকো তেইস্যা তুমকো রাম, ডাহিনে যাও তো ডাহিন, বামে যাও তো বাম।

রথীনভাই (ভট্টাচার্য্য)—সর্ব্বধর্ম্ম মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাওয়ার ধর্ম্ম, পরার ধর্ম্ম, কামের ধর্ম্ম, স্বার্থধর্ম্ম—যা' যা' তোমাকে ধারণ ক'রে আছে, কিংবা যা' যা' তুমি ধারণ ক'রে আছ, সেই সব। 'শরণং ব্রজ'—মানে রক্ষা ক'রে চল। যে Lord (প্রভু)-কে protect (রক্ষা) করতে পারে না, সে নিজেকে বা অন্যকেও protect (রক্ষা) করতে পারে না। তাঁকে রাখলে, তিনিই সব রক্ষা করেন। তাঁকে রাখা মানে তাঁর নীতিবিধি স্বার্থপ্রতিষ্ঠা বজায় রেখে চলা।

এরপর অনেকেই উঠে গেলেন।

কিছুক্ষণ বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—প্রাণেশ্বরী, প্রাণেশ্বর কয় কেন?

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা)—সে কি আর ভেবেচিন্তে কয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বামী কথা যদি ঠিক হয়, তবে বরং সে প্রাণেশ্বর হ'তে পারে।

কিন্তু স্ত্রীকে প্রাণেশ্বরী কয় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে সকলেই হেসে ফেললেন।

১১ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ২৫।৬।৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। বিয়াস-সৎসঙ্গী ভাণ্ডারীদা, তাঁর ভাই এবং লাখনৌএর গোবিন্দদা (বসু) এরা সব এসে বেঞ্চের উপর বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত আছেন। বাংলা শর্টহ্যান্ড জানা একটি ভাই এসেছেন। তাঁর নাম বোমকেশ ঘোষ। তাঁকে রাখা এবং আরো কয়েকজনকে বাংলা শর্টহ্যান্ড শেখান সম্বন্ধে কথা হচ্ছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কোন জানা যদি ঈশ্বরকে সার্থক ক'রে না তোলে, গুরুকে সার্থক ক'রে না তোলে, তাহলে তার ভিতর-দিয়ে কাল ঢোকে এবং প্রবৃত্তি-স্বার্থ পূরণের দিকে অমাদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তাই, যা'-কিছু করতে হয় ইষ্টার্থে। তখন কাল আমাদের ছিনিয়ে নিতে পারে না। আমরা যখনই দয়ালের শরণে অর্থাৎ রক্ষণে নিযুক্ত থাকি এবং যা'-কিছু করি for Him and Him only (কেবলমাত্র তাঁরই জন্য), তখনই prosperity ceaselessly (শ্রীবৃদ্ধি অবিরাম গতিতে) চলে। আর, তখনই সেগুলি আমাদের downfall-এ (পতনে) নেয় যখনই আমরা সেগুলি করি আমাদের জন্য, বৃত্তির জন্য, because (কারণ) কাল intervenes (আড়াল করে), complex rules (বৃত্তি আধিপত্য করে)। শ্রীকৃষ্ণকে কালের অবতার কয়, তার একটা অর্থ এই হতে পারে যে He came to rescue beings from কাল (তিনি জীবকে কালের হাত থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন)। জীবকে বাঁচান মানে জীবনকে বাঁচান। বাঁচার পথই হচ্ছে ইষ্টনিষ্ঠা। যেমন সার বচনের প্রথমে আছে—'এই নাম গান করলে ত্রাণ পায়', তেমনি শ্রীকৃষ্ণের main sayings (প্রধান উক্তিসমূহ) গীতা গান করলে ত্রাণ পায়।

প্রফুল্ল—গানের সঙ্গে আচরণও আছে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গানের সঙ্গে go (চলন) আছে, to sing and go accordingly (গান করা ও তেমনতর আচরণশীল হওয়া)।

ভাণ্ডারীদা—গানের সঙ্গেও attention (মনোযোগ) থাকা চাই।

কেষ্টদা—প্রাণহীন গানকে হারাম বলেছে মুসলমানেরা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব গানই হারাম হয়, যা' ঈশ্বরের বন্দনা না করে, যা' ঈশ্বরের

পথে চলার স্ফূর্ত্তি না জোগায়।

গোবিন্দদা—সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষায় তো কাল পার হওয়া যায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই জন্য সদ্‌গুরুর কাছে যে দীক্ষিত হয়, সে জানে যে তার গুরু গত হলেও পরবর্ত্তী সদ্‌গুরু যদি কেউ থাকেন, তিনি সেই একই। এই বিশ্বাস যদি হারায়, তাহলেই কালের অধীন হয়।

ভাণ্ডারীদা—আমাদের নিজেদের উপরও তো অনেকখানি নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Libido controls will (সুরত ইচ্ছা শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে)। তার উপরই নির্ভর করে। তাকে যেখানে যেভাবে নিয়োজিত করব, জীবনও পাব তেমনি।

ভাণ্ডারীদা—দীক্ষিত হ'য়ে বিপথগামী হলে কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—They are also lucky (তারাও ভাগ্যবান)। কারণ, তাদের একটা central pull (কেন্দ্রীয় আকর্ষণ) আছে, যদিও তারা ঘোরে বাইরে-বাইরে। আর্ত্ত বা বিপন্ন হ'লে তাদের মনে আবার গুরুর স্মৃতি জেগে ওঠে। অনুতাপের ভিতর-দিয়ে নিজেদের শুধরে নিতে পারে।

গোবিন্দদা—সদ্‌গুরুদত্ত বীজ পেলে নাকি ফল ফলবেই—এক জন্ম, দুই জন্ম বা যে কয় জন্মেই হো'ক!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

এরপর পূজনীয় খেপুদা এসে একটা সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী করার কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে খোঁজখবর নিতে বললেন এবং ভাণ্ডারীদা প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের সৎসঙ্গীদের কারও সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী নাই?

গোবিন্দদা—জানার মধ্যে নেই।

কথায়-কথায় গোবিন্দদা বললেন—সদ্‌গুরুতে সন্দেহ, অবিশ্বাস ইত্যাদি অনেকের আসে এবং তাতে বহু ক্ষতি হয়। আমাদের গুরুদেব দেহরক্ষার আগে এখানে কাউকে কোন ইঙ্গিত দিয়ে যাননি, তাতে কতজনের সন্দেহ হয়েছে, অথচ তিনি দেহরক্ষার দিন লণ্ডনে একজনের কাছে আত্মপ্রকাশ করে জানিয়ে দেন যে তিনি যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁদের তো কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই, তাঁদের মৌজ। এমন কোন কথা নেই যে আমাকে বলবেন বা অমুককে বলবেন। এমনতর অভিমান পোষণ করাও ঠিক নয়। তাঁরা কালের মধ্যে আসেন বটে, তবে কালকে আবার এড়িয়েও চলেন, যখন কাজ ফুরিয়ে যায়, তখন স্বধামে ফিরে যান। আমরা

সবাই তো সদ্‌গুরুর কাছে আসি না। অনেকে আসি desire (আকাঙ্ক্ষা) fulfil (পরিপূরণ) করতে। তখন তো desire (আকাঙ্ক্ষা)-ই হয় গুরু। ঐ আকাঙ্ক্ষাই চোখের সামনে জ্বলজ্বল ক'রে বিরাজ করে—তাঁকে আড়াল ক'রে। তাই তাঁকে দেখেও দেখি না, পেয়েও পাই না। বুদ্ধদেবের পাঁচজন শিষ্য ছিল। সুজাতা বুদ্ধদেবকে পায়স খাওয়াচ্ছে দেখে তাদের মন বিগড়ে গেল। তারা বুদ্ধদেবকে ছেড়ে চলে গেল। বুদ্ধদেব তাদের খুঁজতে-খুঁজতে সারনাথে গিয়ে ধরলেন এবং সেখানেই তাদের বুঝিয়ে তাদের দিয়ে আবার কাজ সুরু করলেন। তিনি মানুষের ভিতর যখন আসেন তখন বলেন তাঁর কথায়, বার্ত্তায়, চলনে, ভঙ্গীতে—I shall make you fishers of men (আমি তোমাদের মানুষধরা জেলে করব)। গীতায় আছে লোক-সংগ্রহের কথা। সর্ব্বত্র ঐ এক কথা। এখানে আসায় তাঁর লাভ নেই। তিনি করুণা-পরবশ হ'য়ে মানবজন্ম গ্রহণ ক'রে এত কষ্ট সন শুধু আমাদের মঙ্গলের জন্য। তাঁর সমষ্টি-ব্যক্তিত্ব, তিনি চান সকলকে কালের হাত থেকে উদ্ধার করতে, আর তাই ক'রে যান। তাঁর স্পর্শে ভক্তের হৃদয় জেগে ওঠে, আলোর থেকে আলো জ্বলে, আলোর থেকে আলো জ্বলে, এইভাবে চলে।

কেষ্টদা—তাঁর ইচ্ছা হলে তো মুহূর্ত্তেই হ'য়ে যাবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—দয়ালের থেকে আবির্ভাব কালের। কালের বহির্ম্মুখী গতি থেকে আবির্ভাব বিশ্বের—according to law (নিয়মানুযায়ী) কালকে retard (ব্যাহত) করতে গেলে তাই অনেকখানি চেষ্টা লাগবে বিধিমাফিক। কালের ক্রিয়া সত্ত্বেও দয়ালের দয়া, তাঁর আলো সর্ব্বত্রই প্রকট, যা' সত্তার সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনে অতন্দ্র। জীবনের নীতি অনুসরণের মধ্য-দিয়েই হয় দয়ালের অনুসরণ, আর তাতেই জীবন হয় অক্ষুণ্ণ। তার জন্য চাই সদাচার—আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক, মানসিক। Libido (সুরত)-কে, মনকে ঠিক ক'রে রাখা—মরণপথকে avoid (পরিহার) ক'রে জীবন বাড়ে যাতে তার দিকে নজর দেওয়া—তাকেই বলে সদাচার। সদাচার মানে দয়ালমুখী আচার। জীবকে ভাল করার যত ইচ্ছা সবই দয়ালের, মন্দ করার যত ইচ্ছা কালের।

ভান্ডারীদা—ভালমন্দের মাপকাঠিটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে ঈশ্বরের প্রীতি হয়, গুরুর প্রীতি হয়, তাই-ই ভাল, তার উল্টোটা খারাপ। আমি যদি এমন কিছু করতে পারি যাতে তাঁর বাণী সবার কাছে পৌঁছায়, আর সবাই তা' ধরতে পারে, তাতে মানুষ শান্তি পাবে, তিনিও প্রীত হবেন, তাতে তাঁর দয়া পাব। তাই তো good (ভাল)। Good (মঙ্গল) থেকেই God (ঈশ্বর)।

গোবিন্দদা—Intense love immediately (অবিলম্বে গভীর ভালবাসা) কি ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Intense love (গভীর ভালবাসা) immediately (সত্বর)-ও হয় আবার লাখ বছরেও হয় না। গুরুর কাছে আমার guide (চালক) যদি হয় প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির পরই intense love (গভীর ভালবাসা) হয়, গুরুর, পর হয় না। কিন্তু গুরুর প্রতি প্রীতি যদি প্রবল হয়, তবে আমরা প্রবৃত্তির দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে সেই পথে চলি না, বরং প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলি গুরুর প্রীত্যর্থে। গুরুর কাছে যদি সকাম প্রার্থনা নিয়ে আসি, তখন সেই কামনাই হয় goad (চালক)। হয়তো বললাম—রোগ সেরে দাও, অর্থ দাও, প্রতিপত্তি দাও, তখন ইষ্টের চাইতে এই জিনিসগুলি নিয়ে মগ্ন থাকি বেশী, ফলও হয় তেমন। কার'ও আছে—রোগ সারা, টাকা কিছু চাই না, তুমি থাক। তখন তার রোগও সারে, টাকাও আসে, কিন্তু সেটা তার কাছে মুখ্য নয়। সে তার ইষ্টকে নিয়ে চলে। তাঁর স্বার্থ প্রতিষ্ঠাই তার কাছে মুখ্য হ'য়ে দাঁড়ায়।

গোবিন্দদা—গুরুর দয়াতেই তো সব হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলো যখন জ্বলে, সে ভাবে না—আমার আলো কেউ পাক, কেউ না পাক। সে সবার জন্যই জ্বলে। তেমনি গুরু সবার জন্যই আসেন। যে প্রবৃত্তির আড়ালে থাকে, সে গুরুর আলো পায় না, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা নয় যে কেউ সে আলো থেকে বঞ্চিত হোক। আমরা যদি এমন করতে পারি যাতে barrier (বাধা)-টা ছুটে যায়, তবে সবাই হয়তো আলো পেতে পারে।

প্রফুল্ল—দায়িত্ব তো তাদেরই যারা গুরু পেয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেই আমার উপর দায়িত্ব পড়লো গুরু সেবার, সেই আমার উপর দায়িত্ব পড়লো দুনিয়া সেবার।

ভাণ্ডারীদা—গুরু নানক বলেছেন—নাম জপা ও জপ করান দুই-ই চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, যজন, যাজন।

কেষ্টদা—কাল আমি ওদের কাছে লোককল্যাণের জন্য অর্থ ও মানুষ সংগ্রহের আবেদন জানিয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Let your ideas be blessed! (আপনার ধারণা ধন্য হোক)। ও-সব কথা শুনলেই আমার ভাল লাগে। সমাজের জন্য আমাদের ঢের করণীয় আছে। আমাদের cult (ধর্মমত) সম্বন্ধে আমরা খুবই অজ্ঞ। তাই লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা বলি আমরা হিন্দু, কিন্তু আমরা জানি না হিন্দুদের মৌলিক ভিত্তিগুলি কী। আমরা স্বীকার করি তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আমরা স্বীকার করি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহাপুরুষ বা

প্রেরিত পুরুষ যাঁরা, তাঁরা তাঁরই ব্যর্ত্তা বহন করেন, তাঁরা তাঁরই incarnation in flesh and blood (রক্তমাংসসঙ্কুল নরবিগ্রহ)—তাই তাঁরা অভিন্ন। স্বীকার করি আমরা পিতৃপুরুষ যাঁরা এই কৃষ্টিকে অনুসরণ ক'রে গেছেন। স্বীকার করি আমরা বর্ণাশ্রম grouping of the varieties of similar instincts (বিভিন্ন প্রকার সমজাতীয় সহজাত সংস্কারের গুচ্ছীকরণ)। এতে ধনিক, শ্রমিক, বেকার, দারিদ্র্য ইত্যাদি বহু সমস্যার স্বাভাবিক সমাধান হয়। সব এক নয়, আমগাছের মধ্যে কত রকম আছে, প্রত্যেকটি রকমের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা যদি নষ্ট হয় তা' আর পায় না। ফজলি দিয়ে ন্যাংড়ার কাজ হবে না, ন্যাংড়া দিয়েও ফজলির কাজ হবে না। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে পোষণ দিলে তার বিশিষ্ট অবদানে আমরাও পুষ্ট হব তেমনতর—এটা বর্ণাশ্রমের একটা বিশেষ তাৎপর্য্য। আরো আমরা স্বীকার করি পূর্ব্বাপূরণী বর্ত্তমান পুরুষোত্তমকে। কারণ, সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ। মুসলমানরাও তাদের রকমে সবগুলি স্বীকার করে, শুনেছি বর্ণাশ্রমের কথাও রকমারিভাবে আছে ওদের মধ্যে। আজ কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেই নাম বদলে ফেলে—অমুক সিং হয়তো অমুক খাঁ হয়ে গেল। কিন্তু হজরত রসুল সে কথা বলেননি। তিনি বরং পিতৃপুরুষের পরিচয় ভাঁড়ানকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। আর, তাঁর নির্দ্দেশ অবমাননা ক'রে ওরা আজ যা' করছে তাতেই এসেছে পতিতের চরম। যে পঞ্চবর্হির কথা বললাম, ঐটে স্থানকালপাত্র-অনুযায়ী অনুসরণ ক'রে চললে সবারই মঙ্গল। ওতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরমুখীনতা ও পারস্পরিকতা স্বতঃ হ'য়ে ওঠে। সব ধর্ম্মমতের মধ্যেই ওর বীজ সূত্রাকারে আছে।

ভান্ডারীদা—উচ্চবর্ণের মানুষও তো কত খারাপ দেখা যায়, আবার নিম্নবর্ণের মানুষও তো কত ভাল দেখা যায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ন্যাংড়া খুব ভাল আবার খুব খারাপও আছে। কিন্তু ন্যাংড়া ন্যাংড়াই। তার খাঁকতি পূরণ করা যায়। কিন্তু ফজলিকে ন্যাংড়া করা যায় না। তবে বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ইষ্টানুসরণের ভিতর-দিয়ে পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা আছে প্রত্যেকেরই। আর, মানুষের ক্ষেত্রে এই পূর্ণতাকে বলে ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞত্ব। পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ হ'তে-হ'তে আবার বিপ্রবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। Sperm (শুক্রকীট)-এর মধ্যে যে gene (জীন) থাকে, সেটা adjusted (বিন্যস্ত) হয় তেমনভাবে। Seed (বীজ) changed (পরিবর্ত্তিত) হ'য়ে গেলে আশা রইলো খুব। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রত্যেক বর্ণই বড় হ'তে পারে। Instinctively (সংস্কারের দিক দিয়ে) কেউ ছোট নয়। তবে বিপ্রবর্ণে

উন্নীত হ'তে গেলে এমনতর biological change (জৈব পরিবর্ত্তন) লাগবে যাতে তা' reverted (পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত) না হয়। পূর্ব্বের গুরুরা এমন বিধান দিয়ে গেছেন যা' অনুসরণ ক'রে চললে মানুষ জন্মসূত্রে এমন সংস্কার লাভ করে যার ফলে সে কালকর্ম্মের ভিতর না প'ড়ে ঈশ্বরকর্ম্মের ভিতর পড়ে। মানুষ স্বতঃই যাতে উৎসমুখী হ'য়ে ওঠে—আচার-নিয়ম, শিক্ষা-দীক্ষা, কর্ম্ম, বিবাহ ইত্যাদি ছিল তেমনতর। হিন্দুদের মধ্যে যেমন ছিল নিষ্ঠা, তেমনি ছিল উদারতা ও সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টি। বাস্তবতার উপর ছিল তাদের প্রখর নজর। যে তাত্ত্বিকতা বাস্তবে মূর্ত্ত হ'য়ে না ওঠে, তার কোন দাম নেই। আমাদের মধ্যে যেমন শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি আছে, কারও জাত যায়নি, তেমনি হিন্দু সমাজভুক্ত থেকেই অনেকে রসুলকে অনুসরণ করতে পারত, যদি পিতৃপুরুষকে অস্বীকার করতে না হ'ত। দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধ একজন। কিন্তু বৌদ্ধরা ঠিক বুদ্ধপন্থী নয়। মহাযানেরা বর্ণ মানত না, প্রতিলোম বিয়ে দিত, কিন্তু শুনেছি বুদ্ধের কথা তা নয়।

গোবিন্দদা—বৌদ্ধ ভিক্ষুরা হিন্দুদের স্বীকার করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারাও জানে না হিন্দু কাকে বলে।

ভাণ্ডারীদা—বর্ণবিভাগ কি মনু থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরো আগের থেকে।

ভাণ্ডারীদা—তিনিই কি এটা সংগঠন করেছিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি বিধিগুলি সঙ্কলন করেছিলেন। বর্ণাশ্রমী সমাজে ধনিক-শ্রমিকের প্রশ্ন ছিল না, বেকার সমস্যা ছিল না, দারিদ্র্য ছিল না, যোগ্যতা বা উৎপাদনের অভাব ছিল না। প্রত্যেকে তার বর্ণানুগ সংস্কার অনুযায়ী কাজ করত। যেমন বিপ্র শিক্ষক বা পুরোহিত, ক্ষত্রিয় কর্ম্মপরিচালক, বৈশ্য উৎপাদক ও নানা ধরণের ব্যবসায়ী, শূদ্র সেবক। এদের প্রত্যেককেই প্রত্যেকের দরকার, কাউকে বাদ দিয়ে কারও চলত না। সবার দ্বারা সবাই nurtured (পুষ্ট) হ'ত। প্রত্যেক সম্প্রদায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের interest (স্বার্থ) ছিল। আর, ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে সবাইকে নিয়ে ছিল সমাজ। প্রত্যেকে প্রত্যেককে ও ইষ্টকে fulfil (পরিপূরণ) করত। কেউ কারও বৃত্তি হরণ করত না। পরে পতন আরম্ভ হ'ল তখন থেকেই, যখন থেকে বৃত্তিঅপহরণ সুরু হ'ল এবং ধর্ম্ম, ইষ্ট ও কৃষ্টির বাঁধন শিথিল হ'ল। তা' থেকেই পর-পর নানা সমস্যা দেখা দিতে লাগল।

সংহতি নষ্ট হওয়ার কারণ-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর প্রধান কারণ যারা গুরু নয়, তারা গুরু হয়েছে। এতে

মানুষগুলি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে। যিনি গুরু হবেন, তাঁর পূর্ব্বতন গুরুদেব মানা চাই ও পরিপূরণ করা চাই। তাহ'লেই ধারাটা ঠিক থাকে। পারম্পর্য্য নষ্ট হয় না। পূর্ব্বপূরয়মাণ গুরুকে ধ'রে সকলেই পরিপূরিত ও মিলিত হ'তে পারে। প্রকৃত গুরু যাঁরা তাঁরা ছোটকে বড় করেন, বড়কে আরো করেন। আজকাল অনেকের মতলব হলো বড়কে ছোট করা। প্রতিলোম বিবাহের সমর্থন এই বুদ্ধি থেকে আসে। ওর মত সর্ব্বনাশা জিনিস আর হয় না। প্রতিলোম জাতকরা বিশ্বাসঘাতক হবেই। ওরা কেউ কারও হয় না। তাই প্রতিলোম যদি প্রশ্রয় পায় তাহলে সংহতির দফা রফা।

একজন দীক্ষার্থী নবাগত ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—এই দীক্ষা নিলে কুলগুরু ত্যাগ করতে হবে না তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ত্যাগ নাই, যোগ আছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভারতীয় আর্য্যকৃষ্টির মধ্যে আছে ব্যষ্টিকে ইষ্টনিষ্ঠ ক'রে সমষ্টির পরিপূরণী করে তোলা—বৈশিষ্ট্যানুগ পারস্পরিক সেবা, সহানুভূতি, সাহায্য ও সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে। সঙ্গে-সঙ্গে আছে প্রগতি ও প্রজননের সুব্যবস্থা। অন্তরে-বাইরে যাতে মানুষ ইষ্টার্থে বড় হ'য়ে ওঠে—পরিবেশকে নিয়ে, সত্তাকে সমৃদ্ধ ক'রে, অসৎকে নিরোধ ক'রে,—তারই বিধিব্যবস্থা আছে এর মধ্যে। তাই, একে বলা যায় divine communism (ভাগবত সঙ্ঘবাদ), অবশ্য কম্যুনিজম বলতে কী বুঝায় তা' আমি জানি না। Socialism, communism (সমাজতন্ত্র, সঙ্ঘতন্ত্র) যা' কও সবটার practical consummation (বাস্তব পূর্ণতা) এখানে। এতে কোন দিকটাই বাদ পড়ে না। Politics-এর (পূর্ত্তনীতির) মধ্যে আছে পূরণ, পালন, পোষণ, সুতরাং politics (পূর্ত্তনীতি) দাঁড়ায় প্রকৃত ধর্ম্মের উপর। ধর্ম্ম যেখানে যতটা ignored (উপেক্ষিত) হয়, কাল সেখানে তত প্রবল হয়।

গোবিন্দদা—কালকে কেন দয়াল সৃষ্টি করলেন যদি এত মন্দ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তিগুলি কাল হ'য়ে দাঁড়ায় যখন আমরা সেগুলির দাস হই, আর দয়ালের প্রতি অনুরাগের ভিতর-দিয়ে যখন আমরা সেগুলির উপর আধিপত্য লাভ করি, তখন সেগুলি আমাদের মঙ্গলের কারণ হ'য়ে ওঠে। আমাদের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য প্রবৃত্তিগুলির অপরিহার্য্য প্রয়োজন। চাই ওগুলির সত্তাপোষণী বিন্যাস ও বিনিয়োগ। সেই জন্যই ওগুলি দেওয়া। আমরা যদি পরমপিতার দেওয়া স্বাধীন ইচ্ছার জোরে ওগুলির অপব্যবহার করি, সেখানে তিনি কী করবেন? বাইবেলে আছে 'God created man after His own image' (ঈশ্বর নিজের প্রতিকৃতিতে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন)।

ছেলের গায় লাগলে বাবার গায় লাগে, কিন্তু ছেলে যদি তা' না বোঝে কী হবে? সে রক্ষা পেতে পারে যদি বাপ-মা'র অনুগত থাকে, কিন্তু তাঁদের থেকে তার প্রবৃত্তি যদি তার কাছে বড় হয়, তখন সেই প্রবৃত্তিই তো হয় তার প্রভু, তাতেই আনে তার সর্ব্বনাশ। ছেলেটি বাবারই incarnate (শরীরধারী) কিন্তু বাবা ইচ্ছা করলেও ছেলে যদি অনুগত না হয় তবে কি হবে? আমরা যদি তাঁর mercy (দয়া) পেয়ে তাঁকে ভালবাসি, তাহ'লে ধন্য, কিন্তু যদি তাঁকে ভুলি তাঁর সব-কিছু পেয়েও, তবে দুঃখ পাবই। সেই জন্য নানক বলেছেন—নাম কর ও করাও, যাতে কালের হাত থেকে মানুষ নিস্তার পায়। To fulfil Father and resist everything against it—that is real politics (পরমপিতাকে পরিপূরণ করা এবং এর পরিপন্থী যা'-কিছুকে নিরোধ করাই প্রকৃত পূর্ত্তনীতি)। সে politics-এ (পূর্ত্তনীতিতে) power (শক্তি) puffed up (স্ফীত) হ'য়ে উঠবে।

ভাণ্ডারীদা—মানুষ সাধনার পথে পিছিয়ে পড়ে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি ছ'টা চাকর দিলেন আমার কাজের জন্য, আমি যদি তাদের হাতে যাই, তারা আমাকে utilise (ব্যবহার) করবে তাদের মত ক'রে। আমার যদি সর্ব্বদা স্মরণ থাকে যে আমি বিশ্বেশ্বরের, পরমপুরুষের সন্তান, তখন ওরা বাড়াবাড়ি করতে পারবে না, বরং ওরাও তাঁর সেবা করবে। এইটে বিস্মরণ হলে ওরা আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে এবং কোন্ ভাগাড়ে টেনে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

গোবিন্দদা—একমাত্র তাঁর দয়াই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি হাত বাড়িয়েই আছেন, তাঁর দিকে একবার ফের, জড়িয়ে ধর, দেখ—কত স্ফূর্ত্তি, কত আনন্দ! সাধুরা কত সাম্রাজ্য, ধন, মান ফেলে তাঁর চরণে বলি দিয়েছেন জীবন। তাঁরা বেকুব নন। তাঁরা বুঝেছেন—কোন্‌টায় কত সুখ। মানুষ চায় সত্তা, স্বস্তি, শান্তি, তা' তাঁতে মূর্ত্ত। ভক্তেরা এইটে অনুভব করে বলে তাঁকে ছাড়া চায় না কিছু, চাওয়ার কিছু থাকে না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গরুর একটা বাচ্চা হ'লে কত alert (সতর্ক) হয়। একটা মানুষ কাছে আসলে ঢুস দিতে চায়। বোঝে হয়তো বিপদ হ'তে পারে। ভালবাসা একটা গরুকেও যদি অতখানি wise (বিজ্ঞ) করে, তবে মানুষের তো কথাই নেই। মহাত্মাজী যে ঐভাবে মারা গেলেন তা দেখে মনে হয় অনেকেরই তাঁর প্রতি ভালবাসা ছিল না, ছিল desire (কামনা), আর তা' fulfil (পূরণ) করতে চাইত তাঁকে দিয়ে। প্রকৃত ভালবাসা থাকলে আগে থাকতে সবদিক দিয়ে সামাল হ'য়ে তাঁকে বাঁচাতে পারত।

ওঁরা আজ চলে যাবেন। ওঁরা প্রণাম ক'রে যাবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সামনের দিকে ঝুঁকে কপালে হাত দুখানি ঠেকিয়ে করুণকণ্ঠে বললেন—আসা ভাল লাগে, যাওয়া ভাল লাগে না।

১৩ই আষাঢ়, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৭।৬।৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর সামনের দিকের বারান্দায় উপবিষ্ট। অনেকে এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের কাছে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করছেন। তাঁর মমতামধুর স্নেহসম্ভাষণে সকলেই প্রীত।

একসময় জনৈক দাদা পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের দুরবস্থা সম্বন্ধে নানা ঘটনা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনতে-শুনতে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কথা তুমি বলছ কেন?

উক্ত দাদা—বাস্তবে যা' ঘটছে তাই বলছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন, এ কথা কি তোমরা জান না? এ position (অবস্থা) তো তোমরা চাও। নইলে তোমার ভাই যদি অপমানিত হ'য়ে থাকে, তুমিও কি তাতে অপমানিত হও নাই? কই তাতে তো তোমরা চেত না, কর না কিছু যাতে সমীচীন প্রতিকার হয়। এসব কথা শুনলে আমার যে কি অবস্থা হয় ব'লে বোঝাতে পারি না।

উক্ত দাদা—সাড়া তো জাগে না, এত বলি, এত ঘুরি, চেতনা আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়গুলিকে ধরতে হয়, কষ্ট-ক্লিষ্ট যারা, তাদের ধরতে হয়। তাদের নিয়ে জটলা করা লাগে। সাড়া যেইভাবে জাগায় সেইভাবে জাগাতে হয়। পরমপিতার নামে সবাইকে একগাট্টা ক'রে তুলতে হয়।

উক্ত দাদা—যারা পূর্ববঙ্গে সব ফেলে এসে পশ্চিমবঙ্গে ১২ টাকা মাসিক সাহায্য নিয়ে দিন কাটাচ্ছে, তাদের কাছেও তো কথা ব'লে দেখেছি, চেতে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা সচেতন নয়।

উক্ত দাদা—যত জায়গায় যাই, প্রায়ই তো ব্যাহত হই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাত্মাজীর মতবাদ যাই হোক না কেন, তিনি কেমন ক'রে একক সারা ভারত ঘুরে মানুষগুলি ও কাগজগুলি ধ'রে আন্দোলন গ'ড়ে তুললেন ভেবে দেখতে হয়।

উক্ত দাদা—আপনার যে আন্দোলন তা' তো আমাদের মত বাঁদর কতকগুলো দিয়েই বরাবর হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই হ'লেই সবচেয়ে ভাল ছিল যদি করার যা' করা হ'ত।

বিকালে তাঁবুর নীচে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদা (বসু), মঙ্গলদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রভৃতির সঙ্গে জ্যোতিষ আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন—বৃহস্পতি favourable position-এ (অনুকূল স্থানে) থাকলে unsurrendered (অসমর্পিত) কিছু থাকে না। মাথাটা নিলাম হ'য়ে থাকে, বিক্রী হ'য়ে থাকে গুরুর পায়।

সন্ধ্যার পর কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন।

বাংলার দুরবস্থা সম্বন্ধে কথা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাংলায় আজ খুব লোকের অভাব হয়েছে। আগে প্রত্যেক field-এ (ক্ষেত্রে) একজন গেলে আর একজনকে দেখা যেত, কিন্তু আজ তার উল্টো। বাংলায় আজ এমন একজন leader (নেতা) নেই, যিনি সবার কথা শুনে সবটা consider (বিবেচনা) ক'রে, সবাইকে integrate (সংহত) করতে পারেন।

একটু পরে ওঁরা বিদায় নিলেন।

১৪ই আষাঢ়, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ২৮।৬।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে শুভ্র শয্যায় সমাসীন। সুশীলদা (বসু), বঙ্কিমদা (রায়), প্যারীদা (নন্দী), গোপেনদা (রায়), হরিপদদা (সাহা), চপলদা (কুণ্ড্), মুরারিদা (দাঁ) প্রভৃতি কাছে আছেন।

বহিরাগত এক দাদা দোকান সুরু করবেন ব'লে পাঁচটি টাকা প্রণামী নিবেদন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—সবই তো হলো, আমারটা কবে হবে? রাম-কানালির জন্য যে টাকা সংগ্রহের কথা বলেছি, তাড়াতাড়ি ক'রে ফেল।

উক্ত দাদা—চেষ্টা করব।

পরক্ষণে তিনি বললেন—অনেক সময় ঠিক ৩০ দিনের দিন ইষ্টভৃতি পাঠাতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিতান্ত অশক্ত না হ'লে ঠিক দিনেই পাঠাতে হয়। এ-ব্যাপারে নিয়মনিষ্ঠ হ'লে এই জিনিসটা চারায়ে যায় জীবনের সর্ব্বত্র। তাতেই efficiency (দক্ষতা) আসে। এটা একটা মৌলিক ধর্ম্মানুষ্ঠানমূলক জিনিস কিনা, এতে গোলমাল হওয়া ঠিক নয়। তাতে সেই গোলমাল জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও আক্রমণ করে। এটা সেইজন্য ঠিক নিয়মমত করা লাগেই। ইষ্টভৃতিকে বলে সামর্থ্যিযোগ psychophysical concentration (শরীর মানস একাগ্রতা)। সমগ্র সত্তার মধ্যে এর ক্রিয়া হ'য়ে থাকে। এইটুকু করে ব'লে মানুষ অনেকখানি রেহাই পেয়ে যায়। কারণ, এই করার ফলে তার ভিতর একটা শক্তি সঞ্চিত হয়, যা' তাকে বিপদকালে রক্ষা করে। জেম্‌স্ এই ধরণের নিষ্ঠানন্দিত

সাধনার সুফল সম্বন্ধে বলেছেন—সাধারণ দুর্ব্বল মানুষ যখন ঝড়ের মুখে তুষের মত উড়ে যায় এবং অনেক কিছুর ভিত্তি যখন টলতে থাকে, তখন ঐ সাধনশীল মানুষ অটল স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে থাকে। অর্থাৎ, বাইরের ঝড়-ঝাপ্টা তাকে কাবু করতে পারে কমই। জেম্‌স্‌ সদভ্যাসের অনুশীলনকে ইনসিউরেন্সের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ওর মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার প্রশ্ন আছে। আমি তা' বলি না। আমি বলি—কোন প্রত্যাশা রেখো না, ভালবেসে ক'রে যাও। নিজের সুবিধার কথা, স্বার্থের কথা ভেবই না। ইষ্টই তোমার একমাত্র স্বার্থ হউন। তাঁকে বাদ দিয়ে আত্মস্বার্থের দিকে নজর দিয়েছ কি আত্মস্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করেছ এবং ইষ্টস্বার্থও ঘায়েল করেছ। 'নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ' (ফলাভিসন্ধিরহিত, মমত্বহীন ও শোকশূন্য হ'য়ে তুমি যুদ্ধ কর)—কেষ্টঠাকুর এই কথা বলেছেন। ক'রে যদি Lord (প্রভু)-কে tempt (পরীক্ষা) করতে যাই, তাহলে উল্টো ফল হবে। গীতায় আছে "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" (সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়)। তুমি যদি সন্দেহ কর আমি বাপের ছেলে কিনা, তাহ'লে তোমার কি অবস্থা দাঁড়ায়? তা' যেমন কর না, এ ব্যাপারেও তেমনি কোন সন্দেহ ক'রো না। সংশয়, সন্দেহ নীচস্থ রাহুর কাজ। হয়তো ইষ্টকাজ করতে-করতে ভাবলে এতে আমার কী লাভ? পেট ভরছে তো আর একজনের।

চপলদা—এটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সর্ব্বদাই তো তা' করছ। একজনকে হয়তো শালা বলতে ইচ্ছে মনে-মনে, কিন্তু তার effect (ফল) ভেবে action-এ (কাজে) তার expression (অভিব্যক্তি) দিচ্ছ না, অন্যভাবে কথা বলছ। ওটা ignore (উপেক্ষা) করছ। Action-এ (কাজে) expression (অভিব্যক্তি) দিলে, তার impression (ছাপ) মনে থেকে যায়। শুধু চিন্তা আসলে আর তার expression (অভিব্যক্তি) না দিলে উবে যায়। অবশ্য, অভিভূত হয়ে ক্রমাগত কোন খারাপ চিন্তা করা ভাল নয়, তাতে action-এ (কাজে) expression (অভিব্যক্তি) আসার সম্ভাবনা থাকে। সে অবস্থায় অন্য ভাল কাজে ব্যাপৃত হ'য়ে মনের গতি পরিবর্ত্তন ক'রে দিতে হয়। তাই, প্রয়োজনমত adjust (নিয়ন্ত্রণ) করে, ignore (উপেক্ষা) ক'রে বা withdraw (প্রত্যাহার) ক'রে চলতে হয়। ইষ্টানুরাগ মানুষের যত সত্তায় গেঁথে যায়, ততই সে প্রবৃত্তিকে সহজে চিনতে পারে ও অতিক্রম করতে পারে।

চপলদা—পারিপার্শ্বিকের উপরও তো অনেকখানি নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারিপার্শ্বিক তোমার নির্ম্মম। যে আঘাত দেবার সে আঘাত

দেবেই। তুমিই হ'লে only agent (একমাত্র কর্ত্তা) যে adjust, digest ও assimilate (নিয়ন্ত্রণ, হজম ও আত্মীকরণ) করবে। এর ভিতর-দিয়েই জ্ঞান বাড়ে, শক্তি বাড়ে, সহনশীলতা বাড়ে।

সুশীলদা—তার জন্যও তো প্রয়োজন ইষ্টপ্রাণতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! আপনি একটা বাঁশের সঙ্গে শক্ত দড়ি বেঁধে রাখেন, তারপর ঐ দড়িতে ঢিল মারেন, দড়িটা এদিক যাবে, ওদিক যাবে, কিন্তু একেবারে বাঁশ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উড়ে যাবে না। আবার, ঐ দড়িটা যদি বাঁশের সঙ্গে বাঁধা না থাকে, আলগাভাবে বাঁশের গায় লেগে থাকে, তাহ'লে ঢিলের সঙ্গে-সঙ্গে কোথায় ছিটকে পড়বে। ইষ্টের উপর আমাদের এতখানি টান গজান চাই যাতে তা' কিছুতেই ছিন্ন না হয়। সব প্রতিকূলতার মধ্যে ঐ টানই আমাদের বাঁচায়।

এরপর নিরাপদদা (পান্ডা) মহিষাদলের একজন জ্যোতিষী শ্রীশ্রীঠাকুরের কোষ্ঠী সম্পর্কে যা' বলেছেন তা' বললেন।

সুশীলদাও ঐ সম্পর্কে বিভিন্ন জ্যোতিষীর গণনা সম্বন্ধে বললেন। আরো বললেন—বহু সৎসঙ্গীর কোষ্ঠীতেও তাদের গুরু-সম্বন্ধে অপূর্ব্ব সব উক্তি পাওয়া যায়, যা' আপনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে কী হবে? আমি বলি—আপনারা সুরক্ষিত হ'য়ে থাকুন এবং ইষ্টের রক্ষণ, পালন ও পোষণে সর্ব্বতোভাবে দক্ষ হ'য়ে উঠুন।

আসুরিক-সভ্যতা ও দেব-সভ্যতার পার্থক্য সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসুরদের যা'-কিছু করার মূলে ছিল আত্মস্বার্থ, আর দেবতারা যা'-কিছু করতেন ইষ্টার্থে। অসুরেরা আত্মকেন্দ্রিক ও দেবতারা ইষ্টকেন্দ্রিক। অসুরেরা শক্তিমান ছিল কিন্তু সে শক্তি ব্যয়িত হ'তো আত্মরক্ষায়, ইষ্টরক্ষায় নয়কো।

এক দাদা নানা পারিবারিক বিপর্য্যয় ও অসুখ-অশান্তির কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আসল কাম বাদ দিলেই অমনি হয়। যে বাঁচাবে তাকেই তাড়াস।

প্রফুল্ল—আসল কাম মানে তো যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

উক্ত দাদা—নানা ঝামেলার মধ্যে প'ড়ে আমার গোলমাল হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঝামেলার মধ্যে পড়লে তো এইগুলি আরো জোর দিয়ে করা লাগে। ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য থাকলে অমঙ্গলও মঙ্গলের কারণ হ'য়ে ওঠে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দার উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)

উমাদা (বাগচী), চপলদা (কুণ্ডু) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

গোত্র সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রসঙ্গে বললেন—দত্তক নিতে গেলে সগোত্র নেওয়া উচিত। নচেৎ পরে বিয়ে-থাওয়ায় গোলমাল হ'তে পারে।

অন্য কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যদুবংশ অনুলোম বংশ, যযাতি ও দেবযানী উভয়েই মূর্দ্ধাবিষিক্ত বিপ্র। এ সম্বন্ধে একটা চার্ট করা হয়েছিল, অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য)-র কাছে আছে।

কেষ্টদা—আজকাল তো অনেকেই বামুন ব'লে নিজেদের পরিচয় দেবার জন্য ব্যস্ত এবং সেইজন্য কোন বামুন থেকে নিজেদের বংশের উদ্ভব দেখায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়তো একজনের পূর্ব্বপুরুষ কোন ঋষি, তিনি হয়তো ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। শূদ্র ঋষি, বৈশ্য ঋষি, ক্ষত্রিয় ঋষি, সব বর্ণেরই ঋষি ছিলেন—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু ক'পুরুষ ধ'রে তাঁরা ব্রাহ্মণ তা' তো জানা নেই। তাই বিপ্র বর্ণত্ব তাঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা কি ক'রে বোঝা যাবে? সুতরাং বিপ্র ব'লে দাবী করলেই তো হবে না।

কেষ্টদা কোন্ বর্ণের মানুষ ক'পুরুষ ধ'রে ব্রাহ্মণ হ'লে যে বিপ্রত্ব লাভ করে তা' তো পরিষ্কার কোথাও পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছেই।

চপলদা—সক্রিয় ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্নতা কি শুধু আমার উপরই নির্ভর করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করতে তো হবে আমাদেরই। আমরা খাদ্যটা খাই, হজম করি, তা' থেকে শরীর পুষ্টি সংগ্রহ করে, অপ্রয়োজনীয় যা' তা' মলমূত্র হ'য়ে বেরিয়ে যায়। সবটা করতে হয় শরীরকেই। মনও তেমনি বিভিন্ন সাড়া ও উপাদানকে যতটা ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার সহায়ক ক'রে গ্রহণ করতে পারে ও অবান্তর যা' তা' বর্জ্জন করতে পারে, ততই পুষ্ট হ'য়ে ওঠে। এটা সত্তারই প্রয়োজন, সত্তারই স্বার্থ।

> "চারিদিক হতে অমর জীবন
> বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
> আপনার মাঝে আপনারে আমি
> পূর্ণ দেখিব কবে?"

খিদে লাগলে যেমন খাওই, বসে থাক না, তেমনি তাঁর জন্য করাটাও তোমার ইচ্ছা ও চেষ্টার উপর নির্ভর করে। Urge (সংবেগ) থাকলে সব-কিছুরই সদ্ব্যবহার কর। তুমি তো একটি sperm (শুক্রকীট) ছাড়া আর কিছু নও,

কিন্তু তাই-ই মায়ের গর্ভ থেকে সুরু ক'রে সব-কিছুর সাহায্য নিয়ে আজ এই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এর মূলে আছে life-urge (জীবন-সম্বেগ), আর life-urge (জীবন-সম্বেগ)-এর best fulfilment (সর্ব্বোত্তম পরিপূরণ) হয় ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে। কারণ, ইষ্টই জীবন-স্বরূপ।

বিহার ও বাংলার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাংলাকে weak (দুর্ব্বল) ক'রে রাখা বিহারের পক্ষে dangerous (বিপজ্জনক), আর বাংলারও এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে বিহার weak (দুর্ব্বল) হয়।

উমাদা—বিহার-বাংলা unification (একীকরণ)-এর কথা উঠেছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাববার আছে। আলাদা থেকেও যদি উভয়ে উভয়ের হয়, তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই।

চপলদা—যেমন বাংলা, তেমনি বিহারেরও তো একটা বিশিষ্ট culture (কৃষ্টি) আছে, ভাষা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Culture (কৃষ্টি) তো same culture (একই কৃষ্টি)। আবহাওয়ার প্রভাবের দরুন পাঁচ মাইল অন্তর ভাষার পার্থক্য একই province (প্রদেশ)-এর মধ্যেও তো দেখতে পাওয়া যায়।

১৫ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ২৯।৬।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে তাঁর ঘরে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ইষ্টভৃতি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত একটি বাণী প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টভৃতিতে intuitive function (অন্তর্দৃষ্টিমূলক শক্তি) enriched (সমৃদ্ধ) হয়।

কেষ্টদা—আমি যেমন দৈনিক পাঁচ টাকা ক'রে ইষ্টভৃতি করছি, তাতে আমার লেখার কাজ থেকে অনেকটা সময় ও শক্তি এদিকে এনে দিতে হচ্ছে। সেটা কম পড়ছে। কোন্‌টা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাঁচ টাকা ইষ্টভৃতি করছেন, তার মানে দৈনন্দিন জীবনের সব কাজ চুইয়ে এটা আসছে। তাতে একটা intuitive impression (অন্তর্দৃষ্টি-মূলক ছাপ) হ'চ্ছে, তার ফল সব কাজে পাবেন। আগে যেটা যে সময়ে পারতেন, তার ঢের কম সময়ে হয়তো সেটা সহজভাবে ক'রে ফেললেন। তাই এতে সব কাজের পক্ষেই ভাল হয়।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—একজন অন্যান্য সব কাজেই হয়তো আপ্রাণ, কিন্তু

সে হয়তো ইষ্টভৃতির পরিমাণ বাড়ায়নি, তার কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টভৃতি progressive (বৃদ্ধিপর) না হ'লে psycho-physical concentration (মানসিক ও শারীরিক একাগ্রতা) progress (বৃদ্ধিলাভ) করে না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছোটকালে শুনেছিলাম এক মা স্বামী-সেবা ক'রে বিশেষ শক্তিলাভ করেছিলেন। কিন্তু তা' তিনি জানতেন না। তিনি নিজের থেকেই বুঝে-বুঝে স্বামীর সেবা করতেন, তাঁকে কিছুই বলা লাগত না। একদিন একজন সাধু এসেছেন, তিনি ভিক্ষা চাইলেন, মা-টি তখন স্বামী-চর্য্যায় রত, একটু দেরী করতে বললেন। কিন্তু সাধু তাতে চ'টে গেলেন। মনে-মনে ভাবটা এইরকম—আমি হেন শক্তিমান সাধু আর আমাকে অগ্রাহ্য করা! তখন মা-টি বললেন—'আপনি না হয় কাক-বক ভস্ম করেছেন, তা' ব'লে চটছেন কেন? আমি স্বামী সেবায় ব্যাপৃত আছি। একটু বসেন। হাতের কাজ শেষ হ'লেই আমি আসছি। সাধু তো একেবারে অবাক—এ এমনতর শক্তি পেল কোথায়? তখন তিনি কেঁদে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন—'বলেন তো এ ক্ষমতা আপনি কিভাবে লাভ করলেন? আমার কথা তো কেউ জানে না।' মা বললেন—'আমি তো সাধনতপস্যা কিছু জানি না, আমি জানি স্বামী-সেবা, সেবায় তাঁকে তৃপ্ত করতে পারলে আমার তৃপ্তি লাগে, এ না করলে ভাল লাগে না। আমি কোন শক্তিলাভের আশায় এটা করি না। আর, আমার যে কোন শক্তি আছে, তাও জানি না। তাঁকে সেবা করে শান্তি পাই, তাই করি।'

তাই গুরু বা গুরুজনের অনুরাগভরা, অতন্দ্র, অকুণ্ঠ সেবায় যে কি হয় আর না হয়, তা' বলা যায় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী কেষ্টদা শৈলেনদা ও প্রফুল্লর কোষ্ঠীর ছক বিচার ক'রে শুনালেন।

আজ সন্ধ্যা থেকে হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাঁধে ফিক ব্যথার মত কি একটা ব্যথা হয় এবং কয়েকদিন তিনি এই ব্যথায় শয্যাশায়ী হ'য়ে থাকেন।

১৮ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ২।৭।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। সকালে ঘরের ভিতরে ছিলেন। বিকালে বাইরে বারান্দায় এসে বসেছেন। অনেকে উপস্থিত আছেন। টুকটাক কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে।

টিকের সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর সরোজিনীমাকে বললেন—কুল কাঠের টিকে ভাল।

পূজনীয় বড়দা এসে ব্যথার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বললেন—সারেনি, তবে সওয়ার মত হইছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এক মাকে রোজ মধু খাওয়ার কথা বললেন। কোন্ রকম কুকার ভাল সেই সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পিতলের কুকার ও সেই-সঙ্গে কলাই করা বাটি ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—রূপোর বাসনে রান্না করা যায় না?

কেষ্টদা—শুনেছি রূপোর বাসনে খাওয়া ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কলার পাতায় খাওয়া নাকি সবচাইতে ভাল। সুশ্রুত না চরক কে যেন বলেছেন, যে-পাতায় রোদ লাগে, সেই পাতায় খাওয়া ভাল, ওতে ক্লোরোফিল থাকে। পাথরে খাওয়া নাকি খারাপ। পদ্মের পাতায় খাওয়া ভাল।

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা) কি যেন একটা ছড়া বললেন—তাতে আছে যে পাথরের পাত্র নির্দোষ।

চুনীদার (রায়চৌধুরী) বগলে ছড়ার কাগজগুলি ছিল। ছড়া ও অন্যান্য বই ছাপান সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

২০শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ৪।৭।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), সুরেনদা (বিশ্বাস), প্রমথদা (দে), গোপেনদা (রায়), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (মিত্র), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (সেন), নরেনদা (মিত্র) পূর্ব্ববঙ্গ থেকে আগত এক দাদা, সরোজিনীমা, কালিদাসীমা, কালিষষ্ঠীমা, বিজয়দার মা, অমূল্যদার মা প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন। ভক্তবৃন্দ তাঁর সুধামধুর সান্নিধ্যে আনন্দে ভরপুর। বাইরে কখনও রোদ উঠছে, কখনও মেঘের ছায়া নামছে। ঝির-ঝির ক'রে একটা হাওয়া বইছে। বিভিন্ন গাছের পাতাগুলি তাতে ঈষৎ আন্দোলিত হ'চ্ছে। ছোট-ছোট পাখীর কিচির-মিচির ডাক শোনা যাচ্ছে। কতকগুলি ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা গরু প্রাঙ্গণে কচি-কচি ঘাস খাচ্ছে। খগেনভাই (মণ্ডল) প্রভৃতি কয়েকজন মিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের চৌবাচ্চায় জল তুলছে। চতুর্দ্দিকে শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে উত্তরাস্য হ'য়ে বসেছেন। সরোজিনীমা মাছি তাড়াচ্ছেন।

পূর্ব্ববঙ্গ থেকে আগত দাদাটি জিজ্ঞাসা করলেন—পাকিস্তানে কি থাকা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো চাই যাতে থাকা সম্ভব হয়, তাই করাই ভাল। তবে কেঁচুবের মত থাকা ভাল নয়। যদি এমন দেখি যে জাতইজ্জত বজায় থাকছে না

তাহলে যেন সরার পথ ক'রে রাখি। থাকতে পারা যায় এমন ব্যবস্থা করা লাগবে।

উক্ত দাদা—ভগবানের ইচ্ছা না হ'লে পাকিস্তান প্রভৃতি কিছুই হ'তো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ঐ কথা বুঝি না। ছোটবেলা থেকে জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখছি। ভাবতাম, কারিকর সব তৈরী করতে পারল, দুখানা হাত তৈরী করতে পারল না—এ কি রকম! কিন্তু পরে মানে বুঝলাম। ভগবানের হাত নেই, যেমন ছাওয়াল জন্মে গেলে মা-বাপের কোন হাত নেই তার উপর। সে তাদের মানতেও পারে আবার ইচ্ছা করলে অমান্যও করতে পারে। দুটোর ফল কিন্তু দুরকম। আমাদের দুহাত দিয়ে ভগবানকে আঁকড়ে ধরে চললে তাঁর অসীম শক্তির সুযোগ পাই আমরা। আমরা তাঁর দিকে যতখানি এগোই, ততখানি দয়া পাই তাঁর। তাঁর হাত না থাকলেও পা আছে, তিনি আমাদের টেনে নিয়ে যেতে পারেন যদি আমরা সক্রিয় অনুরাগের সঙ্গে তাঁকে ধরে থাকি। আমরা যত তাঁকে ধরে চলি তত সপরিবেশ আমাদের বাঁচাবাড়ার পথ, ঐক্যের পথ, মিলনের পথ, মঙ্গলের পথ খুলে যায়। প্রবৃত্তির পথে চ'লে তার কুফলের জন্য তাঁকে দায়ী করার কোন মানে হয় না। তবে আমরা যে-কোন অবস্থার মধ্যেই পড়ি না কেন, তাঁকে ধ'রে তাঁর মাঙ্গলিক নিয়ন্ত্রণের পথে এগুতে পারি।

সাম্য সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রতিপ্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত ক'রে পারস্পরিকতা নিয়ে যাতে বাঁচাবাড়ার পথে চলতে পারে, তেমনতর ব্যবস্থাই সাম্যের প্রাণ।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে গল্প করলেন—সেদিন এক গল্প শুনলাম—জবর গল্প। কে একজন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট কম্যুনিষ্ট। সে বলে—সবাই সমান, আমরা তোমরা সকলেই এক, মানুষে-মানুষে কোন বিভেদ নাই, তাই কারও কোন বিশেষ অধিকার নাই। সে চেয়ারে ব'সে কথা বলছে, এমন সময় একজন এসে তাকে বলল—'উঠুন, উঠুন! আপনি ঢের সময় চেয়ারে ব'সে আছেন, এইবার আমি বসি।' তখন সে খুব চ'টে গেল। তার খানিকটা পর অন্য লোকটি ভদ্রভাবে বলল—'আপনি চটেন কেন? আমরা সবাই তো সমান, সকলেরই সমান অধিকার। আপনি অনেক সময় চেয়ারে ব'সে আছেন। আমরাও তো বসা দরকার।' তখন তো আর তার মুখ দিয়ে কথা সরে না। তাই যে-কোন কথাই আমরা বলি না কেন, বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে বলতে হয়, যাতে তার বদহজম না হয়।

মণি শিকদার নামক একজনকে বড়দা বিশেষ উপকার করেছেন। সরোজিনী-

মা সেই ঘটনা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তা' শুনে বললেন—আমি বড় খুশি হয়েছি। এইতো ওদের কাজ।

পূর্ব্ববঙ্গের দাদাটি বললেন—দিন তো চ'লে যাচ্ছে, জীবন-সায়াহ্নে আজ মনে হ'চ্ছে—জীবনে করলাম কী! কিভাবে চলতে হবে তাই যে জানলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর দরদভরা কণ্ঠে বললেন—আমাদের তো জানাই লাগে। উপায় আমাদের আছেই। আমরা হিন্দু, এ জানা, এ করা আমাদের রক্তগত। আমাদের জীবনের করণীয় হ'ল ধর্ম্মপালন, ধর্ম্মের জন্যই আমাদের জীবন। ওর মধ্যেই সব-কিছু পড়ে। ইষ্ট হ'লেন ধর্ম্মের মূর্ত্তি। তাঁকে ধ'রে তাঁর পথে চলতে হয়। জীবন-সায়াহ্ন সকলেরই আসে। তাতে কিছু এসে যায় না, যদি তাঁর পথে চলা ঠিক থাকে। সারা জীবন তাঁকে নিয়ে চলাই তো কাজ। সেই কথাই যে ভুল হয়ে গেছে। আমরা হিন্দু হ'য়েও আজ জানি না হিন্দু কাকে বলে। এসব দিকে আমাদের নজর নেই। গীতায় আছে—ভগবান্‌কে ভালবেসে, তাঁর টানে, তাঁর পথে যদি চলি, তাঁর কথাই মৃত্যুকালে স্মরণ হবে। সম্বল ঐ টান, ঐ নেশা। এই দেখুন সংসারে যে এত পরিশ্রম করি, আয় উপার্জ্জন করি, করি কিন্তু ভালবাসার জনের জন্য। নিজেরা আর কতটুকু উপভোগ করি, যাদের ভালবাসি তাদের পাছে খরচ ক'রে সুখ পাই। ভালবাসার ধরণই এই। প্রিয় যেন মনকে পেয়ে বসে। তাই তিনিই সব—এটা যদি একটা মিথ্যা বোধ বা বাবুকল্পনা না হ'য়ে বাস্তব সত্য হ'য়ে ওঠে তাহ'লেই হ'য়ে গেল। আমাদের সঙ্কল্প হওয়া উচিত—আমরা তোমার কাছ থেকেই এসেছি, তোমাকেই আমরা ভালবাসব, তোমার ধ্যান-ধারণা-বন্দনা ঘোষণা করব প্রাণভ'রে, সর্ব্বতোভাবে তোমার ইচ্ছাই পূরণ করব। আর, এই করা সুরু ক'রে এতেই লেগে থাকব। এই তো ছোট্ট কথা!

উক্ত দাদা—তিনি যেন ক্রমেই দূরে চ'লে যান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরাও সঙ্গে-সঙ্গে এগুব।

উক্ত দাদা—Response (সাড়া) তো পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরাও তো response (সাড়া) দিইনি। আলোর দিকে যত এগুব, আলো তত সাড়া দেবে।

ভোলানাথদা (সরকার) আসলেন। তাঁর শরীর অসুস্থ। শ্রীশ্রীঠাকুর পরম সমাদরে তাঁর সঙ্গে টুকটাক কথা বলতে লাগলেন। দয়ালের উদ্দীপনী আদর, সোহাগ ও প্রীতিস্পর্শে ভোলানাথদা যেন লহমায় আনন্দে ডগমগ হ'য়ে উঠলেন। তাঁর চোখমুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাল দুপুরে স্বপ্ন দেখছিলাম—একটা বড় বাড়ী, সেখানে আমবাগান প্রভৃতি আছে—দূরে বহুলোক। কে যেন সেখানে গানটান করছে। এমন সময় একজন লোক আসলো। সে এমন লোক, যে একাই ভারতের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন করে দিতে পারে। আমি তখন তার কাছে সব কথা বললাম এবং পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে বললাম যাতে সে আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যকৃষ্টির গৌরবময় প্রতিষ্ঠার জন্য যা'-যা' করার করে। সে-ও তাই করলো। তার যেমন অদম্য সাহস, তেমনি আত্মপ্রত্যয়, তেমনি ভক্তি, সঙ্কল্প গ্রহণের সময় ছোট্ট ক'টা কথার মধ্য-দিয়েই সবটা ফুটে উঠলো। ঘুম থেকে উঠে ভাবলাম—হায় রে দূরদৃষ্ট! তাই কি আমার কপালে আছে?

শৈলেনদা—লোকটির বয়স কত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভোলানাথদার বয়সী। মুখে একটু-একটু দাড়ি। আমার মতই গায়ের রং—একটু কালচে মত। একটা সিল্কের কোট গায়। দেখলে মনে হয় না যে অমন অসম্ভব মানুষ।

কথা হচ্ছে, এমন সময় দুইজন ভদ্রলোক আসলেন, তার মধ্যে একজন শিয়ারশোলের কুমার। তাঁদের বেঞ্চিতে বসতে দেওয়া হ'ল।

কুমার—পাবনার ওগুলি কি করলো?

কেষ্টদা সংক্ষেপে সব বললেন।

কুমার—কলোনির কী হ'ল? পুরুলিয়ার কাছে কলোনি হবে শুনেছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকানালিতে ৫০০ বিঘা জমি নেওয়া হয়েছে, তাতে হয় না। আর, আসানসোলের কাছেও আমরা কিছু জমি খুঁজছিলাম। বিঘে পাঁচেক হলেও হতো।

কুমার—আসানসোলের কাছে জমিই নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—৫ মাইলের মধ্যে জমি পাওয়া যায়?

কুমার—পাওয়া যায়, কিন্তু খুব ভাল জমি নয়।

কেষ্টদা—নির্ম্মলবাবু ওর কাছে university-র (বিশ্ববিদ্যালয়ের) জমির জন্য বলেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

কুমার—University (বিশ্ববিদ্যালয়)-এর জন্য অন্ততঃ ১০০ বিঘা দরকার।

অপর ভদ্রলোক—আপনারা একটা স্থির ক'রে ওকে জানাবেন, উনি যতটা পারেন সাহায্য করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যেটা বলছিলাম সেটা ইউনিভার্সিটির জন্য নয়। রামকানালিতে আশ্রম হবে। ওখানে একটা বাড়ী থাকলো, halting station

(বিশ্রাম স্থান)-এর মত।

কুমার উক্ত ভদ্রলোকের জন্য একখানা message (মেসেজ) চাইলেন।

অরুণভাই (দত্তজোয়ার্দ্দার) একখানা message (মেসেজ) নিয়ে আসলেন।

ভদ্রলোক দাম দিতে চাইলেন।

কেষ্টদা—থাক, দাম দেওয়া লাগবে না।

কুমার—এটা তো আশ্রমের কাজেই লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—আশ্রমের জন্য আরো অনেক কিছু দেবার আছে।

এইবার ওঁরা বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন।

তারপর অনেকেই উঠে পড়লেন।

২১শে আষাঢ়, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ৫।৭।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে সানন্দচিত্তে বড়াল-বাংলোর সামনের বারান্দায় ব'সে আছেন। তাঁর শ্রীমুখে লেগে আছে এক ত্রিতাপনাশী, অমৃতবর্ষী মধুর হাসি, যা' স্বতঃই মানুষকে কাছে টানে। ডাক্তার কালীদা (সেন), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), রাধারমণদা (দত্তজোয়ার্দ্দার), অরুণভাই (দত্তজোয়ার্দ্দার), কানুভাই (মিত্র) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত। ডাক্তার কালীদার সঙ্গে কথা হচ্ছে।

কালীদা—রোগীদের মধ্যে অনেকে ঠকায়, সেখানে করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে আটকায় না, তিনজন ফাঁকি দিলে আর পাঁচজন হয়তো পূরণ করে। আমি যখন ডাক্তারী করতাম, আমি তো ছিলাম একজন quack (হাতুড়ে)। তখন পাবনায় কত বড়-বড় ডাক্তার ছিল—opposition (বাধা)-ও কম ছিল না, কিন্তু আমি সবারই প্রশংসা করতাম। আর, আমার চোখের সামনে সব সময় ভাসতো sufferer (কষ্টক্লিষ্ট)-দের চেহারা, তাদের সুস্থ ক'রে তোলাই ছিল আমার interest (স্বার্থ)। তাই চিকিৎসা-বিষয়ক কত কাগজ-পত্র পড়তাম, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি টুকে রাখতাম। আমার সে-সব খাতা এখনও বোধহয় পাওয়া যায়। ওই গণ্ডগ্রামে আমি তখন কমপক্ষে মাসে ৫০০ টাকা আয় করতাম। আমি তো কোনদিন visit-এর (দর্শনীয়) কথা বলতামই না। এমনিই মানুষ চার টাকা visit (দর্শনী) ক'রে দিল। স্বেচ্ছায় কত জায়গায় কত বেশীও দিত। যা' পেতাম তার বেশীর ভাগ আবার গরীব রোগীদের পথ্যাদি কিনে দিতে চ'লে যেত। কেউ-কেউ ফাঁকি দিলেও তার বেশী পূরণ হ'য়ে যেত। এ তো আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা।

কালীদা—আপনার তো money-earning (অর্থোপার্জ্জন) principle (নীতি) ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোহন ঠামে শ্রীঅঙ্গ দুলিয়ে স্ফূর্ত্তি সহকারে ডান হাতে এক তুড়ি মেরে বললেন—Money-earning principle (অর্থোপার্জ্জনের নীতি) যদি abandon (ত্যাগ) করি, আরোগ্য-earning (সাধন) যদি principle (নীতি) করি, এবং তার ফলে secondarily (গৌণতঃ) money-earning (অর্থোপার্জ্জন) যদি বেশী হয়, তাতে দোষ নেই। বাস্তবে সবার মঙ্গল-স্বার্থী হ'য়ে চললে, নিজের স্বার্থের জন্য আলাদা ক'রে ভাবাই লাগে না। গোড়ায় তো আমার নাম ঠাকুর ছিল না, দশজনকে ভালবাসতাম, তাদের নিয়ে ওঠাবসা করতাম, তাদের ভাল যতভাবে যতখানি পারতাম, এমন-কি লোকে আমার ক্ষতি, নিন্দামন্দ বা শত্রুতা করলেও নিজের গরজে তাদের ভালবাসতাম ও ভাল করতে চেষ্টা করতাম, পরে দশজনে মিলে জোর ক'রে আমাকে 'ঠাকুর' বলে ডাকা সুরু করলো। আজ অনুকূল চক্রবর্ত্তী এই নাম বরং অনেকে জানে না, কিন্তু ঠাকুর নামই লোকে জানে। আমাকে যে মানুষ দেয়, তার কতটুকুই বা আমার লাগে? যা' চাই তোমাদের জন্যই চাই এবং যারা দেবে তাদের ভাল হবে ব'লেই চাই। আর, মানুষ দিয়ে সুখীই হয়। তোমাকে যে ঘড়িটা দিয়েছি, ওটা তো বাজারের একটা ভাল ঘড়ি। মানুষেই তো দিয়েছে। আর, দিয়ে তারা কত খুশি। না চাইতেই কত দেয়। এ কেন হয়? আমি তোমাদের প্রত্যেককে দেখি আমার asset (সম্পদ)-এর মত। বড়খোকাদের চাইতে তোমাদের কম দেখি না, বরং তাদের চাইতে তোমাদের জন্য বেশী করি। এটা বুদ্ধি ক'রে হয় না, কায়দা ক'রে হয় না, feeling (দরদ) থাকা চাই। আমি যেমন রোগে কষ্ট পাচ্ছি, suffer (ক্লেশভোগ) করছি, তোমাদের এমনতর হ'লে আমি কোন্ কালে ঠিক ক'রে ফেলতাম। কতভাবে কই, কিন্তু তোমাদের ardour (উদ্যম) নেই, তাই আমি যাতে ভাল থাকি, তা' করতে পার না।..............দেখ personally (ব্যক্তিগতভাবে) আমি একজন গরীব মানুষ, কিন্তু গরীব হ'লেও একজন ছোট-খাট জমিদারের থেকে আমার আয় কম নয়। আয় হ'লে কি হবে? পরমপিতার দয়ায় এতগুলি মানুষকে নিয়ে চলতে ব্যয়ও তেমনি হয়। তবে আমার তহিল টাকা নয়, আমার তহিল মানুষ। এই তহিলের তুলনা নেই। তাই একজায়গায় যাবার বেলায় নির্ভাবনায় বিনে পয়সায় বেরিয়ে পড়ি। রাস্তায় চলতে-চলতে পরমপিতার দয়ায় সব জোগাড় হ'য়ে যায়। তাই বলি, সত্যিকার ardour (ব্যগ্রতা) হ'লে সত্যিকার elevation (উদ্বর্দ্ধন) হয়। আবার, সত্যি elevation (উদ্বর্দ্ধন) হ'লে সত্যি service (সেবা) হয়। প্রকৃত ardour

(উৎসাহ) ছাড়া elevation ও service (ঊর্দ্ধায়ন ও সেবা) কিছুই হয় না, আর service (সেবা) না হ'লে success (সাফল্য) হয় না।

তাই কই ২।৪।১০ জন তোমাকে ঠকায়ে কিছু করতে পারবে না। তারা নিজেদের যতখানি ঠকাচ্ছে, তোমাকে ততখানি নয়। তারা যে তোমাকে ঠকিয়ে পদে-পদে ঠেকবে সেইটেই দুর্ভাবনার। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ আছে মানুষকে bluff (ধাপ্পা) দিয়ে টাকা নেবে, কিন্তু তবু ঋত্বিকীটা করাবে না। ওদিকে মাথা খেলে না, কিভাবে কইবে তা' জানে না। আগে তো পৌরোহিত্য ও গুরুগিরি ক'রে ভালভাবেই কতজনের চলেছে। এদের মধ্যে ভালও তো কত ছিল, তাদের মানুষ তৃপ্তির সঙ্গে দিত। আজও আবার ঋত্বিকীর 'পর তেমনভাবে দাঁড়াতে পারে। যারা মানুষকে ঠকায়, কথা খেলাপ করে, তারা হয়তো ভাবে এত মানুষ আছে, এক-এক জন ক'রে ঠকিয়ে সারাজীবন পাড়ি দিয়ে যাব। কিন্তু যাদের ঠকায়, তারা যদি একগাট্টা হয়ে দাঁড়ায়, তখন কী হবে তা' ভাবে না। ও-সব বুদ্ধি ভাল না।

কালীদা—স্বার্থবশেই এমন করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন থাকে বউ-ছেলের দিকে, কিন্তু তাদের ভরণ করবে যাদের দিয়ে, তাদের উপর আর নজর থাকে না। যাদের দিয়ে বাঁচব, তাদের যে বাঁচাতে হয়, এই ছোট্ট কথাটা বোঝে না।

শৈলেনদা—আপনার জীবনের কথা তো অন্যের বেলায় মেলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এক ঝাঁকি দিয়ে জোরের সঙ্গে বললেন—আমার মত চ'লে দেখ। আজকে যে তুমি এই position-এ (অবস্থায়) এসেছ, সে যতটুকু তুমি তা' করেছ তার ফলে। যতটুকু তা' করনি, ততটুকু deprive (বঞ্চিত) করেছ নিজেকে। করলে তো বেঁচেই যেত, করে না, তাই তো অভাব। অভাব কথা বড় accurate (ঠিক)। ভাবের মধ্যে হওয়া আছে through love and service (ভালবাসা ও সেবার ভিতর-দিয়ে)। তা' যেখানে অবর্ত্তমান, তার উল্টোটা সেখানে বিদ্যমান। এ হ'ল প্রকৃতির অকাট্য বিধান।

কালীদা—কালোবাজারী ক'রেও তো ক্রোড়পতি হয়েছে কতলোকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Successful (সফল) ডাকাতি ক'রেও তো কত ক্রোড়পতি হওয়া যায়। কিন্তু সে তো আর earn (অর্জ্জন) করা নয়। ঐভাবে টাকা আসতে পারে, কিন্তু তার আনুষঙ্গিক ফলগুলিও একের পর এক আসতে কসুর করে না। এমন-কি ভবিষ্যৎ বংশধরদের পর্য্যন্ত তা' আক্রমণ করে। চরিত্র ও যোগ্যতা বাদ দিয়ে যে সম্পদ তা' বিপথ ও বিপদেরই আগমনী। দুঃখ-পিয়াসীদের ঐ রকম বুদ্ধি হয়। ভাবের কথা, সদ্ভাবে ক'রে হওয়ার কথা আর ভাবে না।

অভাব যাতে অটুট হয় তাই করে। 'অভাব যখন মারবে ছোঁ, যা' জোটে দিস্, প্যাবিই জো'—এই নির্দ্দেশমত চ'লে, কতজনে ফল পায় ব'লে লিখেছে।

প্রফুল্ল—অনেকে ভাবে যে-কোনভাবে টাকা হাতে পেলেই হ'ল, তখন টাকার জোরে মানুষকে দিয়ে যা' খুশি করিয়ে নেওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু টাকার জোরে মানুষকে কখনও আপন করা যায় না। আর, লোককে যে প্রবৃত্তির খোরাক জোগায়, একদিন সে তাদেরই শিকারে পরিণত হয়। আবার, যে সদ্ভাবে earn (উপার্জ্জন) করতে পারে না, সে profitably (লাভজনকভাবে) খরচ করতেও পারে না।

ভুবনের মা কয়েকটি আম নিয়ে এসে প্রণাম করতেই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু দয়াল খুশিতে ডগমগ হ'য়ে বললেন—ভালই করিছিস। একটু আগে আম খাব, আম খাব মন করতিছিল! যা' বড়বৌয়ের কাছে তাড়াতাড়ি দিয়ে আয় গা।

কিরণমা পুলকিত অন্তরে আমের পাত্রসহ দ্রুতপদে শ্রীশ্রীবড়মার কাছে গেলেন।

একটা গরুকে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে প্যারীদাকে পাঠালেন দেখে-শুনে বিহিত ব্যবস্থা করতে।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে কালীদা প্রশ্ন করলেন—কতজনে তো অভাবের সময় চায়, কতজনকে দেওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাকে যা' পার দিও, ওতে তোমার সামর্থ্য বাড়বে। কিন্তু এই দেওয়ায় তার কিছু হবে না, যতক্ষণ তুমি তাকে ধর্ম্মদান করতে না পারছ। লাখ পাওয়াতেও তার কিছু হবে না, সে বরং পঙ্গু হবে, যদি তার মধ্যে ইষ্টানুগ সেবাতৎপরতা ও কর্ম্মতৎপরতা না জাগে।

শৈলেনদা—আমরা কর্ম্মীরা তো প্রকৃতপ্রস্তাবে নিজেদের চরিত্র, যোগ্যতা, সেবা ও কর্ম্মের উপর দাঁড়াইনি, আমরা দাঁড়িয়ে আছি আপনার উপর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে কেউ লাভবান নয়, না তোমরা, না আমি। যা' বলি তা' ক'রে একজনও যদি দাঁড়ায়, পাঁচজন তা' দেখে শেখে। সকলেরই তাতে উপকার হয়। তাছাড়া কর্ম্মীরা যদি প্রত্যাশাপীড়িত হয়, তাতে তাদের কাছে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা মুখ্য না হ'য়ে গৌণ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। এইটেই ভয়ের কথা।

কালীদা—বুদ্ধি ক'রে হয় না বলছিলেন, এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুদ্ধি তো করাই লাগে। কিন্তু স্বার্থবুদ্ধি, পাওয়ার বুদ্ধি প্রবল হ'লে সেবাবুদ্ধি থাকে না। আর, তা' না থাকলে সেবাও হয় না, পাওয়াও হয় না।

শৈলেনদা—আমরা এখানে যারা আছি, আমাদের মাথায় যেন এখনও ইষ্টভৃতি ভাল ক'রে ঢোকেনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে চিনির বলদ হ'য়ে আছ, হয়তো শুনছ, বলছ, লিখছ অথচ করছ না।

শৈলেনদা—গুরুকে সর্ব্বস্ব দেওয়ার বোধ কি কোন সময় লোকের ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার হয়, তার হয়। আর, সে সবকালেই হয়। শিবাজী, অশোক ইত্যাদির রাজত্বই ছিল ইষ্টার্থে। রাজা হ'য়েও তারা সন্ন্যাসী। ব্যাপারটা এই রকম। বরফ যতখানি গললো, ততখানি জল হ'ল, যতখানি গললো না, ততখানি বরফই থাকলো। ভগবানকে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব ভেবে, তাঁকে আমরা যতখানি দিই, থুই, তাঁর জন্য আমরা যতখানি ভাবি, বলি, করি—আত্মস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার বালাই না রেখে;—ততখানি আমরা তাঁর হই। যতখানি তা' করি না ততখানি আমরা তাঁর থেকে দূরে থাকি, প্রবৃত্তির জন হ'য়ে থাকি।

কালীদা—এ-সব sentiment-এর (ভাবানুকম্পিতার) উপর নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Active sentiment (সক্রিয় ভাবানুকম্পিতা)-ই তো আদত জিনিস।

কালীদা—আপাতরম্য ভোগে আকৃষ্ট হ'য়ে মানুষ পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার পথে চলতে গিয়ে মানুষের ভোগের বাধা হয় না। বরং প্রবৃত্তির সঙ্গে identified (একীভূত) হ'লে, সে ভোগ করতে পারে না, ভুক্ত হয় তার দ্বারা। পরমপিতার উপর মন রেখে harmlessly and innocently (নির্দ্দোষভাবে) ভোগ আমরা ঢের করতে পারি। মনে কর, তুমি যদি দ্বারিকের দোকানে গিয়ে তোমার পেটে যতটা সয়, শরীরের পক্ষে যাতে ভাল হয়, ততটা ভাল খাবার খাও, তাতে তুমি খাওয়াটা উপভোগ করলে অথচ তোমার স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকল। এইভাবে মাত্রামত খেলে তুমি বহুদিন খেতে পারলে। তাতে তোমার উপভোগ অসংযত লোভীদের থেকে বেশী বই কম হ'ল না। তুমি ভোগ করলে অথচ ভুক্ত হ'লে না।

কয়েক মিনিট নীরবে কাটলো। ভক্তবৃন্দ ভাববিভোর। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—ধাপ্পাবাজী, চুরি, নানারকমের প্রবৃত্তিচলন ইত্যাদি মানুষ সোজা ভাবে, কিন্তু এগুলি যে কত কঠিন ও কষ্টদায়ক তা' ভেবে দেখে না। এই সব বদভ্যাসের জালে একবার জড়িয়ে পড়লে তা' থেকে নিস্তার পাওয়াই মুশকিল হ'য়ে ওঠে।

শৈলেনদা—কেউ-কেউ ইষ্টের দোহাই দিয়ে কৌশলে ধাপ্পাবাজী করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তো মোক্ষম। যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে, সেই সরষেকেই ভূতে ধরলো।

কালীদা—আপনার কাজের প্রয়োজনে ধার ক'রে তা' শোধ না দেওয়ার

অভ্যাসও তো দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ অভ্যাসই একদিন তাকে শিকল দিয়ে বাঁধবে।

কালীদা—এই রকম লোক থাকলে সঙ্ঘ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশীর ভাগ লোক ঠিকপথে চলতে সচেষ্ট থাকলে, ২।৪ জন সঙ্ঘের কী করতে পারে? আবার, শুভ পরিবেশের প্রভাবে তারা ক্রমশঃ শুধরেও তো যেতে পারে। তবে কেউ যদি পরমপিতার সত্তাসম্বর্দ্ধনী বিধিকে অমান্য করে, তার ফলও তাকে পেতে হয়। আর্ত্ত হয়ে তখন সে আত্ম-সংশোধনের প্রয়োজন বোঝে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—যাকে দিয়ে তোমার স্বার্থ বজায় থাকে, তার স্বার্থ যদি তুমি না দেখ, তবে তোমার স্বার্থ বজায় থাকবে কিভাবে? এটা সাংসারিক কথা। এই পারস্পরিকতাই ধর্ম্মের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। ধর্ম্মকে যদি আমার দৈনন্দিন কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে প্রতিপালন না করি, সে-ধর্ম্ম আমার কতটুকু কী করতে পারে? আর, এই পরিপালন যদি অল্পও হয়, তাও মহা effective (ফলপ্রসূ) হয়। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" (এই ধর্ম্মের অল্পও মহাভয় থেকে ত্রাণ করে)। তুমি যে সংসারে চলছ, তাও ওর 'পর দাঁড়িয়েই। তুমি রায় কোম্পানিতে যাচ্ছ, ধারে ওষুধ নিচ্ছ। তোমার উপর তাদের confidence (বিশ্বাস) আছে ব'লেই তো পাচ্ছ। তোমারও আবার বুদ্ধি আছে, তাদের existence (অস্তিত্ব) maintain (রক্ষা) করার। করছও যথাসাধ্য। তোমার bluff (ধাপ্পা) দেবার বুদ্ধি থাকলে কি বেশীদিন দিত?

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর পুনর্ব্বার বললেন—চুরি করা কিন্তু কম পরিশ্রম নয়। নিজেকে যে ঠকায় সকলকে তার ঠকাতে হয়। তার যে পুঞ্জীভূত ফল ঘাড়ের উপর চাপে, তাও ঠেকাতে হয়। এ কি যে সে হয়রাণি?

শরৎদা (কর্ম্মকার)—কোন কর্ম্মচারী বেশী মাইনে পেলে চুরি করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঝাঁজালো কণ্ঠে উত্তর দিলেন—চুরি আবার করে না? চুরি করার অভ্যাস যার, সে চুরি করেই। মানুষ সদ্বুদ্ধি নিয়ে চললে, করলে, খুবসে সেবা দিলে আপসে আপ প্রচুর পায়। Labour—capitalist (শ্রমিক-ধনিক)-এর মধ্যে আজকাল বিরোধ বাধিয়েই রাখে। কিন্তু একজন honest capitalist (সৎ ধনিক) যে মূলতঃ labour (শ্রমিক), সে কথাটা আর বোঝে না। বুদ্ধি, বিবেচনা, কর্ম্মদক্ষতা ও সেবাপ্রাণতার ভিতর দিয়ে ধনী হ'য়ে ওঠা তো অপরাধ নয়। ধনিক-শ্রমিকের মধ্যে বিরোধের কোন কারণ থাকে না যদি পরস্পর পরস্পরের সত্তাপোষণী স্বার্থ দেখে চলে।

নানাপ্রকার সামাজিক অবিচার ও বৈষম্য সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা কোনটারই solution (সমাধান) পাব না, যতসময় একতরফা দৃষ্টি নিয়ে চলব। আমার এই দৃষ্টি বিশেষ ক'রে খুলে গেল, যখন ঝল্লমল্ল সম্প্রদায়ের আন্দোলন হ'ল। তখন বামুনরাই আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও মোড়লির লোভে তাদের মধ্যে গিয়ে খুব গরম-গরম বক্তৃতা করতো, বিশেষ ক'রে বামুন ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বলতো। আমি তখন ভাবলাম—সত্যিই কি তাই? তখন আমি অন্ততঃ ২০০ বামুন পরিবার ও ২০০ জমিদার পরিবার analyse (বিশ্লেষণ) ক'রে দেখলাম। দেখতে পেলাম—তাদের কিছু-কিছু লোক এদের মেয়ে চুরি করেছে, এদের বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছে, treachery (বিশ্বাসঘাতকতা) করেছে ও অন্যান্য দোষ করেছে। সব সত্ত্বেও দেখলাম এদের অনেকেই দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানদের বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছে। এ আমার দেখা জিনিস। এই সব লোকের দোষ খুব কম। আজকাল এদের মধ্যে যে উগ্র অশ্রদ্ধার মনোভাব জেগেছে তা' অনেকাংশে distorted propaganda (বিকৃত প্রচার)-এর ফল। বামুন ও জমিদারদের মধ্যে যারা দোষ করেছে, তাদের দোষের জন্য গোটা বামুন ও জমিদার শ্রেণীকে দায়ী করা চলে না।

সুধামা—সমাজের সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রাখা হ'চ্ছে, এ কথা যুবকরা খুব বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে বলে, তাকে বলতে হয় তোমাকে তো কেউ দাবিয়ে রাখেনি। বছর-বছর তো first class first (প্রথম শ্রেণীর প্রথম) একজন হয়। তুমি হওনি কেন? আমি এ-কথা বলি না যে, বড় যারা, তারা তাদের করণীয় ঠিকমত করছে। তবে এ কথাও ঠিক—নিজের দুঃখ-কষ্টের জন্য নিজেকে দায়ী না ক'রে অপরকে দায়ী করার বুদ্ধি যতদিন থাকে, ততদিন দুঃখের কারণ ঘোচে না।

মেদিনীপুরের উৎসব সম্পর্কে শরৎদা (হালদার) ওখানকার স্থানীয় জনসাধারণের মনোভাবের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্থানীয় বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন শ্রেণীকে এমন ক'রে মাতিয়ে তুলতে হয় যাতে তারা স্বেচ্ছায় অগ্রণী হ'য়ে সমর্থক ও স্বাক্ষরকারী হ'য়ে উৎসবের ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে সাড়া দেয়। পারলে এইভাবে করতে হয়, নচেৎ করা উচিত নয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে প্রাঙ্গণে তাঁবুর নীচে শুভ্র-শয্যায় সমাসীন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎ কর্ম্মকারদাকে ২৫০ জন কৃষ্টিপ্রহরী স্বাক্ষরকারী জোগাড় করতে বললেন। সেই সঙ্গে বললেন রামকানালীতে colony construction

(উপনিবেশ নির্ম্মাণ)-এর responsibility (দায়িত্ব) নিতে পারে, এমনতর একটা কোম্পানি খোঁজ করতে হয়। আর, কিনবার জন্য কলকাতায় একটা ভাল বাড়ীও দেখা লাগে।

রামকানালী আশ্রম-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জমি মেপে ভালভাবে ম্যাপ ক'রে plot by plot (লপ্তে-লপ্তে) ভাগ ক'রে ফেলাতে হয়। কোথায় রাস্তা, কোথায় ল্যাবরেটরি, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, কারখানা ইত্যাদি কী-কী হ'লে তা' তার মধ্যে দেখান থাকবে। তারা আপনার specification (বিশেষ নির্দ্দেশ) অনুযায়ী বিভিন্ন plot (ভূমিখণ্ড)-এর উপর বাড়ী করবে। আপাততঃ শ'তিনেক বাড়ী করা লাগে। আমরা তো এখন টাকা দিতে পারছি না। বাড়ী হ'লে পর তাদের এক সঙ্গে বা কিস্তিতে-কিস্তিতে টাকা দেওয়া হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই ব্যাপারে প্রফুল্লকে কলকাতার জনৈক দাদার কাছে চিঠি দিতে বললেন।

২২শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ৬।৭।৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় সুখাসীন। চোখে তাঁর স্নেহ-করুণা-মমতার প্রস্রবণ, মুখে তাঁর প্রসন্ন প্রশান্তির স্বর্গসুষমা, যা' দেখে তাপিতপ্রাণ শীতল হয়, মনে জাগে অনুধ্যানের প্রবল প্রেরণা। পরেশভাই (ভোরা), পণ্ডিতভাই (ভট্টাচার্য্য), মায়া মাসীমা প্রভৃতি উপস্থিত।

চন্দ্রকান্তদার একখানি চিঠি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনানো হ'ল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যা' তোমার পক্ষে অবিধেয় বা অসম্ভব তার চেষ্টায় বেকুব হ'তে যেও না।

পরেশ—কোন্‌টা অবিধেয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার হয়তো আঙ্গুল নেই। যাতে আঙ্গুল লাগে, সেই কাজই করতে গেলে তুমি। সেটা অবিধেয় হ'ল তোমার পক্ষে। তোমার হয়তো লাখ-টাকা প্রয়োজন, কিন্তু বিধিমাফিক উপার্জ্জন করার দিকে না গিয়ে অন্যায় পথে গেলে, তা' অবিধেয়। যা' নিজের ও অপরের পক্ষে ক্ষতিকর, তাই-ই অবিধেয়।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি বললেন—

তোমার দৈনন্দিন কর্ম্মের ভিতরে
ধর্ম্মকে পরিপালন কর—
তা' ইষ্টানুগ সুষ্ঠুভাবে ;
উন্নতি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে—
বৈশিষ্ট্যে।

পূজনীয় বড়দা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে আসাবদার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বড়দা যা' জানেন বললেন।

তারপর অন্যান্য কথা উঠলো।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যারা consider (বিবেচনা) করে কম, obsessed (অভিভূত) হ'য়ে থাকে কোন একটা idea (ধারণা) নিয়ে, তাদের মাথায় কিছু ঢোকান মুশকিল।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে তাঁবুতে ব'সে আছেন।

শৈলমা এসে কাছে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বললেন—তুই ক'দিন ছিলি না, ফাঁকা-ফাঁকা লাগতো।

পুত্রশোক পাওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ শৈলমার মনটা বিষণ্ণ। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদরভরা উক্তিতে তাঁর চোখ ছলছল ক'রে উঠলো।

নীলু কাছে দাঁড়িয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নীলু! খুব ভাল ক'রে পড়। ভাল ক'রে পাশ করা চাই। পাশ করা চাই, আর যত রকমের বিদ্যে পার আয়ত্ত করা চাই।

নীলু খুব উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো।

উমাশঙ্করদা (চরণ) কাছে ছিলেন। তিনি খুব ভাল লেখেন ও সুন্দর সাজন করেন—সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—প্রাণবন্ত চরিত্র থাকলে, সে যা' করে তাই-ই প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে এবং অপরের মধ্যেও তা' প্রাণসঞ্চার করে।

২৩শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ৭।৭।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়ালবাংলোর বারান্দায় আনন্দ-মসগুল হ'য়ে বসে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) কাছে ব'সে রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস প্রভৃতির কাব্য-সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা ক'রে চলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসি-হাসি মুখে নিবিষ্টমনে কথাগুলি শুনছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সব ব্যাপারেই লক্ষ্য রাখা লাগে কিসে বাঁচাবাড়া অক্ষুণ্ণ থাকে। বাঁচাবাড়ার অনুকূল আচার যা' তাকেই বলে সদাচার। এ-সম্বন্ধে পরীক্ষিত সত্য যেগুলি, সেগুলি আমাদের কাছে লোভনীয়, পালনীয়, করণীয়—যতক্ষণ আমরা বাঁচতে চাই। সে-দেশেই তা' আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হোক না কেন তা' আঁকড়ে ধরতে হবে—নিজেদের বৈশিষ্ট্যে অটুট থেকে।

সাহিত্যের অন্যতম কাজ হ'ল এই নিষ্ঠানন্দিত উদার বিচারবুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করা—যাতে মানুষ কোন্‌টা গ্রহণীয়, কোন্‌টা বর্জ্জনীয় তা' বুঝে আরোর পথে এগিয়ে চলতে পারে।

এরপর কাজলভাই খুব আগ্রহসহকারে একজোড়া তাস এনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখালেন। তিনি তাসগুলি খুলে-খুলে দেখতে লাগলেন।

প্রফুল্ল—আপনি কোনদিন তাস খেলেননি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না।

এক ভদ্রলোক তাঁর ছেলের অবাধ্যতার কথা ব'লে দুঃখ প্রকাশ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আদত-কথা গোড়া ঠিক করা লাগে, নিজে ঠিকভাবে চলতে হয়, গোড়া শক্ত না হ'লে কিছু হয় না।

উক্ত ভদ্রলোক—শান্তি পাব কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরু ধরা লাগে, নাম করা লাগে, সৎকাম করা লাগে। শরীরের জন্য খাদ্য দরকারই, রোজ যদি খাদ্য না খাও, তবে শক্ত শরীরও ভেঙ্গে পড়বে। তাই, শরীরের মত মনপ্রাণ-সুরতকেও তার উপযুক্ত খোরাক নিত্য দেওয়া চাই। নইলে তারা কাহিল হ'য়ে পড়বে, শান্তি ও স্বস্তির ব্যাঘাত হবে। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতিই হ'ল মনপ্রাণ-সুরতের প্রধান খোরাক। নামধ্যান রোজ নিয়মিতভাবে করতে হয়, তাঁর কথা সদাসর্ব্বদা কইতে হয়। আর, বাপকে যেমন আমরা রোজ খাওয়াই, গুরুকেও তেমনি রোজ খাওয়াতে হয়। তাঁকে খাইয়ে তারপর নিজে খেতে হয়। গুরু আধ্যাত্মিক ও সর্ব্বভাবে আমাদের পিতা অর্থাৎ পালনকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা। গুরুময় হ'লেই জীবন গৌরবময় হয়। জীবনের নীতিবিধি যদি মেনে চলি, আমাদের আর ঠেকায় কে? আমরা তখন ক্রমোন্নতি ও শান্তির পথে চলব এন্তার।

একটু পরে সুধাংশুদা (মৈত্র) আসলেন। অশোকভাই এবার ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছেন। তাঁর পড়া-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

সুধাংশুদা—অশোক বেলুড় কলেজে পড়বে। সেখানকার পরিবেশ কলকাতা থেকে অনেক ভাল। নিরামিষ আহারের সুযোগ পাওয়া যাবে।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Nerve (স্নায়ু) fine (সূক্ষ্ম) না হ'লে মাছ খাওয়া না-খাওয়া effect (ফল) ভাল ক'রে ধরা যায় না। তামার তার আর লোহার তারে electric conductivity (তাড়িত পরিবাহিতা)-র ঢের তফাত। Fine instrument (সূক্ষ্ম যন্ত্র) না হ'লে fine (সূক্ষ্ম) জিনিস ধরা পড়ে না। সাধন-জীবনে মাছ না ছেড়ে পারা যায় কিনা তা' পরীক্ষা করার জন্য কম চেষ্টা করিনি, কিন্তু দেখলাম পারা যায়ই না মাছ খেয়ে, con-

centration (একাগ্রতা) affected (ব্যাহত) হয়ই। পরে ভাবলাম, আমার মত বোকা তো নেই। কত-কত ঋষি, মহাপুরুষ যুগ-যুগ ধ'রে পরীক্ষা ক'রে যে সিদ্ধান্ত ক'রে গেছেন, তার বিরুদ্ধে এ চেষ্টা কেন করছি? আমার মনে হয় নিরামিষ আহারে স্মৃতি খুব ভাল থাকে, শরীরও ভাল থাকে। রামকৃষ্ণদেব পূর্ণ নিরামিষাশী হ'লে হয়তো তাঁর ক্যান্সার হ'ত না। মাছ একেবারে না খেলে আমারও শরীরের এ অবস্থা হ'ত না।

সরোজিনীমা তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সুন্দর আঙ্গুলগুলি দিয়ে আলতোভাবে গড়গড়ার নলটি ধ'রে আরাম ক'রে তামাক খাচ্ছিলেন। মাঝে-মাঝে মুখ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে সেই ধোঁয়ার দিকে চেয়ে শিশুসুলভ আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠছিলেন।

এখন বেলা সাড়ে দশটা। ঢং-ঢং ক'রে আনন্দবাজারের খাবার ঘণ্টা পড়লো।

প্রফুল্ল—এমন regularity (নিয়মানুবর্ত্তিতা) কম দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণতঃ মানুষের বাড়ীতেও এমন হয় না। আনন্দবাজারের জীবনে এমন হয়নি।

প্রফুল্ল—আনন্দবাজারের দায়িত্ব বড়দার উপর পড়ার ঢের আগে বড়দা একদিন বলেছিলেন—নগেনের মত একটা লোককে দিয়ে আনন্দবাজার চালান যায়। দুই-এক সময় মনে হয়—বড়দা এটা বুঝলেন কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নগেনও নষ্ট হ'য়ে যেত যদি মাহুত ঠিক না থাকত। আমরা উপযুক্ত লোকেরও উপযুক্ততা induce (আগ্রত) করাতে পারি না নিজেদের দোষে অবশ্য, hand (কর্ম্মী)-গুলির loyal (অনুগত) থাকা চাই, তাহ'লেই capable (যোগ্য) হ'য়ে ওঠে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুর মধ্যে বিছানায় ব'সে আছেন। গোসাঁইদা, দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), শরৎদা (হালদার), রক্ষেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), হরিচরণদা (মজুমদার), নগেনদা (বসু), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), জ্ঞানদা (দত্ত), গোপেনদা (রায়), প্রফুল্লদা (চ্যাটার্জ্জী), দাশুদা (রায়), রবিদা (ব্যানার্জ্জী), মহিমদা (দে), হরেনদা (বসু), খগেনদা (তপাদার), ভগীরথদা (সরকার), কালিষষ্ঠীমা, হেমপ্রভামা, সুরবালামা, রাণীমা, কালিদাসীমা, অমূল্যদার মা, বিজয়দার মা, দারোগাদার বাড়ীর মা, বলরামের মা ও দিদিমা, সেবাদি, সুশীলাদি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তাঁর অনুপম সঙ্গলাভে মরলোকে অমরার অমৃত আস্বাদনে ধন্য হচ্ছেন। আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার, এখনও রোদ আছে। চতুর্দ্দিকে আনন্দময় পরিবেশ। একটু পরে মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী) একটি নবদীক্ষিত পরিবারসহ আসলেন। তাঁরা প্রণাম ক'রে বসলেন।

মন্মথদা বললেন—দাদার সময় খুব খারাপ যাচ্ছে। আমি ওকে বলেছি, শ্রীশ্রীঠাকুর যে কৃষ্টিপ্রহরীর কথা বলেছেন, এই সময় তা করুন। সেই হিসাবে উনি ১০০ টাকা নিয়ে এসেছেন, আপনি যদি বলেন, তাহ'লে দেবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দিস্ তো প্রাণ খুলে দিবি, ভাল হবে, মন্দ হবে ভেবে দিস্ না। মন্মথদা একটা ক্যামেরা নিয়ে এসেছেন। কাজলভাই শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানার উপর ব'সে ক্যামেরাটা দেখছেন ও ফটো তোলা সম্বন্ধে কথা বলছেন। কথায়-কথায় বললেন—বাড়ীতে একটা বড় ক্যামেরা ও বাইরের জন্য একটা ছোট ক্যামেরা হ'লে ভাল হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের খুব ভাল-ভাল ক্যামেরা আছে। আর তোমার ভাবনা কী? কত দাদা তোমার আছে। তুমি বড় হ'লে কত ক্যামেরা, কত জিনিস যা' দরকার হবে পাবে। তুমিও দাদাদের ভালবেসো, তারা যাতে সুখে থাকে, সুস্থ থাকে, উন্নত হয় তাই ক'রো।

কাজলভাই—মা আজ দুপুরে আগেরকালের বামুনদের সম্বন্ধে গল্প করছিলেন, শুনে অবাক হ'য়ে যেতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমিও যদি চেষ্টা কর, তুমিও তেমনি বামুন হ'য়ে উঠবে, তুমিও কত কী করতে পারবে।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের মধ্যে sacrifice for Love (প্রেষ্ঠের জন্য ত্যাগ) না থাকলে life (প্রাণ) আসে না। অর্থাৎ সে প্রাণবন্ত হয় না। প্রাণবন্ত না হ'লে প্রাণবন্ত ভাষাও বেরোয় না। Sacrifice for Love (প্রেষ্ঠের জন্য ত্যাগ) যার যত বেশী, সে তত প্রাণবন্ত, তার ভাব, ভাষা, চলনও তেমন প্রাণবন্ত, সকলকেই তা' স্পর্শ করে। কারণ, তার নিজের অন্তর তৃপ্ত ও ভরপুর। মানুষের অন্তরের মধ্যে সবসময় একটা ফাঁকা-ফাঁকা ভাব লেগেই থাকে এবং কিছুতেই তা' পূর্ণ হয় না যত সময় তার অনুরাগ শ্রেয়নিবদ্ধ না হয়। সে-অনুরাগ আবার হওয়া চাই অচ্যুত, তাতে দুঃখ, কষ্ট, দৈন্য, এমন-কি অসুখ-বিসুখ পর্য্যন্ত কাবু করতে পারে না। মানুষের জীবনের যতকিছু প্রচেষ্টা ঐ ফাঁক বুজানোর জন্য। কেউ ভাবে টাকায় ফাঁক বুজবে, তাই টাকার পথে ছোটে, কেউ তার জন্য করে চুরি। কেউ ভাবে ছাওয়াল পেলে ফাঁক পূর্ণ হবে, কেউ ভাবে স্ত্রীকে দিয়ে ফাঁক ভরবে, কেউ বা ভাবে নামযশ পেলে তাই নিয়ে সব ভুলে থাকবে—এক-এক জন এক-এক রকমে এক-এক কায়দায় ঐ একই চেষ্টা করে, কিন্তু এক প্রেষ্ঠানুরাগ ছাড়া কিছুতেই ঐ ফাঁক বোজে না। আমার কিন্তু ফাঁক ছিল না, যতদিন মা ছিলেন। আজ মা গিয়ে আমার সব যেন ফাঁকা। ফাঁক সব সময় যেন কাউকে ধরতে চায়। আর, সেই কেউ যদি জানায়—'আমি

তোমার কেউ নই,' তখন জান যায়-যায়, গেলাম-গেলাম মনে হয়।

নিক্‌চোডার্ম্মা ব'লে একটা ওষুধ শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে লাগান হয়। প্যারীদা এসে ক্ষুব্ধভাবে বললেন যে, ওষুধটা যেখানে রেখেছিলেন, সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্য ক'রে সহাস্যে বললেন—কোন্ প্রেয়সী নিয়ে গেছে, তার কী ঠিক আছে? আমি বেদখল হ'য়েই আছি। বেমালুম সব কোথা দিয়ে নিয়ে যায়।

প্যারীদা এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে অন্য সবাই হেসে ফেললেন।

প্রফুল্ল—মানুষ যাকে ধ'রে ফাঁক বোজাতে চায়, তার কাছ থেকে যদি সাড়া না পায়, তাহ'লে তো খুব কষ্টকর হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফাঁকই তার সর্ব্বস্ব হয়। বুদ্ধদেবের জীবনে এই ফাঁকই তাঁর সর্ব্বস্ব হয়েছিল, তাই 'নির্ব্বাণ' 'নির্ব্বাণ' ক'রে গেছেন। কেষ্ট ঠাকুরেরও ফাঁক ছিল। তাই বিরহের কথা পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণদেব, চৈতন্যদেব সবার জীবন ফাঁকে ভরা, চৈতন্যদেবের তো আরো। তাই ঈশ্বরের জন্য এত তীব্র ব্যাকুলতা! এ যে কী জিনিস সাধারণ মানুষ ধারণাই করতে পারে না। কালীর (সেন) সঙ্গে তখন এই কথা কচ্ছিলাম। আমার মা যতদিন ছিল, মা'র সঙ্গে যে পাটি পেড়ে গল্প করতাম তা' নয়। চোখের সামনে ঘুরছে, ফিরছে, দেখছি তাতেই সুখ। মনে হতো—যখন প্রয়োজন পাবনে। এখন যেন কেউ নেই। কাউকে ধ'রে বাঁচতে চাই। এই ফাঁকের বোধই ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, রামপ্রসাদের গানে। রামপ্রসাদ কেমন বলেছেন—"বিদেশে আনিয়া মাগো কর্‌লি আমায় লোহাপেটা, তবু মা বলে ডাকি সাবাস্ আমার বুকের পাটা।"

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলতে-বলতে হঠাৎ 'বাবা'! ব'লে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। তারপরই বললেন—ফাঁকটাই মাঝে-মাঝে 'বাবা!' 'বাবা!' 'দয়াল!' 'দয়াল!' ক'রে যেন আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে। ফাঁকের বোধ কম থাকলে গান ধরি, কতরকম কুপচাই।

দক্ষিণাদা—আমার ফাঁক খুব। বাজারে যাচ্ছি হয়তো হঠাৎ আপন মনে একটা শব্দ ক'রে উঠলাম। পরে মনে হয়—মানুষ পাগল ভাববে না তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—পাগলের মতই ব্যাপার!

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কেষ্টদা কয় ফাঁক নেই। এ মহা ভাগ্যের কথা। ফাঁক জিনিসটাই এমন যেন সত্তাকে গ্রাস ক'রে ফেলতে চায়। তাই আমরা সোয়াস্তির আশায় অজ্ঞাতসারে থেকে-থেকে 'মা', 'কালী', 'তারা', 'দুর্গা' ইত্যাদি ব'লে ডাক ছাড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্বকথার সূত্র ধ'রে বললেন—কুত্তাদেরও মানুষের মত হয়, হতাশায় মানুষের মত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

ননীমা—আমি মেদিনীপুরে যখন ছিলাম, তখন কিছুদিন আমার যেন কিছুতেই ভালো লাগত না। খেয়ে সুখ নেই, ব'সে সুখ নেই, শুয়ে সুখ নেই। তখন হরিনাম করতাম। তারপর ধীরে-ধীরে স্বপ্নে একটা অনুভূতি হ'ল। পরে শান্তি পেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল।

দক্ষিণাদা—মাঝে-মাঝে মনে হয়, একা থাকি, আবার মাঝে-মাঝে মনে হয় লোকসঙ্গই ভাল। তখন ছুটে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা হয়। যত বয়স বেশী হয়, ততই রকমটা বাড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত মনে হয় কেউ নেই, তত ফাঁকা মনে হয়। ভালবাসা ছাড়া ও-ফাঁক কমে না। ভালবাসা আবার বড়র প্রতি না হ'লে হয় না। বউকে ভালবেসে, ছেলেকে ভালবেসে মনের শূন্যতা পূরণ হয় না। বাপ, মা, গুরুকে ভালবেসে মন ঠাণ্ডা হয়। যাকে ভালবাসব, তিনি জীবন্ত মূর্ত্ত superior (শ্রেয়) হওয়া চাই।

রত্নেশ্বরদা—আমার দেখি উল্টো, ফাঁক লাগেই না। মাঝে-মাঝে দীর্ঘশ্বাস পড়ে না, তা' নয়, কিন্তু তা' এই ভেবে যে, যিনি আমার এতখানি আছেন, তাঁর কিছু করতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফাঁক না থাকলে সে তো মহাসম্পদ, সেই তো মহাপুরুষ।

এরপর হঠাৎ বৃষ্টি আসল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবু থেকে বারান্দায় উঠে এসে বসলেন। সবাই গাড়ু, গামছা, বিছানা, পিক্‌দানী প্রভৃতি নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দায় এসে বসার পর সুরেনদা (দে) শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বললেন—বড়দা আমাকে এই ঘড়িটা দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চশমা আনতে বললেন।

প্রফুল্ল চশমা এনে দিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর চশমা দিয়ে ভাল ক'রে দেখে বললেন—বেশ হয়েছে।

পূজ্যপাদ বড়দা তখন উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—খোকনের ক্যামেরাটা দেখেছিস?

বড়দা—দেখব।

এরপর একটি রোগীর বিষয়ে কথা উঠল। তার খুব সম্ভব Intestinal T. B. (পাকস্থলীতে টিবি)। রাস্তা থেকে তাকে কুড়িয়ে নিয়ে বড়দা বাড়ীতে

আশ্রয় দিয়েছেন। পূজনীয়া বড়বৌদি তার সেবা-শুশ্রূষা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সম্পর্কে বললেন—যে হোক কারও দেখাই লাগবে। তবে precaution (সাবধানতা) নিয়ে করে যেন।

এইসব কথাবার্ত্তার পর মন্মথদার সঙ্গে কৃষ্টিপ্রহরীর টাকা সম্বন্ধে কথা উঠল। তিনি কলকাতা থেকে কৃষ্টিপ্রহরীর জন্য সাতশ টাকা সংগ্রহ ক'রে এনেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দাকে বললেন—টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিও।

শ্রীশ্রীঠাকুর মন্মথদাকে বললেন—যারা দিয়েছে তারা যাতে বরাবর দেয় সেদিকে লক্ষ্য রেখো।

এরপর রহস্য ক'রে বললেন—তোরা হয়তো পারবি, আমি পারলে হয়। খবরের কাগজের লোকেরা যখন কাগজ, পেন্সিল নিয়ে কাছে এসে বসবে, নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে, পরমদয়াল তখন যদি যোগান দেন, তাহ'লে তো হয়।

কোন একজন কর্ম্মী সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নীচস্থ রাহু always supports ill-fated intellect. (সর্ব্বদা দুর্ভাগা বুদ্ধিকে সমর্থন করে)। সে হয়তো নিজের বুদ্ধির তারিফ ক'রে বলবে—আমি আগেই তো বলেছিলাম—এ হবে না। তার পাছটান বড় বেশী। নড়তে পারে না, অথচ করছে না ব'লে সবসময় আপসোস লেগেই থাকে। আর, রাহু যদি তুঙ্গী হয় এবং তা' যদি অন্য দুষ্ট গ্রহ দ্বারা প্রপীড়িত না হয়, তবে মানুষটা হয় race-horse (দৌড়ের ঘোড়া)-এর মত। একটা egoistic incentive (অহঙ্কৃত প্রণোদনা) থাকে সকলের আগে যাওয়ার। একটা race-horse (দৌড়ের ঘোড়া) যেমন হয়তো ছুটে আগে গিয়ে গলাটা দুহাত লম্বা ক'রে দিয়ে destination-এ (গন্তব্যে) পৌঁছল। সেই অবস্থায় পড়ে হয়তো মরে গেল, মরল তবু win (জয়) করল। নীচস্থ রাহু হ'ল কালদক্ষী—কালের কবলে, আর তুঙ্গ রাহু হ'ল কালদক্ষী।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ বেলা এগারটার সময় একটি ছড়া দিয়েছেন—

কালদক্ষী জোগাড়পাটু
কুশলকর্ম্মা সেই,
অভাব-বেঘোর বিপাক পীড়ায়
কমই পড়ে সেই।

ঐ ছড়াটি সম্পর্কে বললেন—ওতে তুঙ্গ রাহুর character (চরিত্র) পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—দ্বাদশে রবি থাকলে সে লোককে ঘুরে খাওয়ায়।

কোন্ প্রকার গ্রহসমাবেশ থাকলে মানুষ পরিবেশের দাস না হ'য়ে পরিবেশের উপর প্রভুত্ব করতে পারে সে-কথা বললেন। সেই প্রসঙ্গে বললেন—লুথারের কতকটা ওই রকম ছিল। তাই জনমত mould (নিয়ন্ত্রিত) ক'রে প্রোটেষ্ট্যাণ্টিজম্ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। অবশ্য তা' যে ভাল কাজ হয়েছিল, সে-কথা বলা চলে না।

কেষ্টদা—রোমান ক্যাথলিক চার্চের গলদ সংস্কার না ক'রে এই করতে গিয়েই তো পোপের আধিপত্য নষ্ট হ'ল। এবং সেই থেকেই ইউরোপে ভাঙ্গন ধরল। অষ্টম হেনরী আর একটা বিয়ে করার অনুমতি না পেয়ে পোপের আধিপত্য অস্বীকার ক'রে চার্চ অব্ ইংল্যান্ড করলেন। দেখে-শুনে মনে হয় এইসবের পিছনে বেশ কিছু-কিছু প্রবৃত্তির উস্কানি ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্রাইষ্ট যা' করেছিলেন তাকে বলা যায় বিপ্লাবী বিপ্লব। পরবর্ত্তী ব্যাপারগুলি বিদ্রোহী বিপ্লব।

কেষ্টদা—পলের খ্রীষ্টধর্ম্ম, ক্রাইষ্টের খ্রীষ্টধর্ম্মের থেকে তফাৎ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণদেব এবং বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ যেমন। বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণে রামকৃষ্ণ অনেকখানি বাদ গেছেন এবং অন্যরকম মানে হয়ে গেছে। তেমনি ক্রাইষ্ট ও ক্রাইষ্টের খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং পলের ক্রাইষ্ট ও খ্রীষ্টধর্ম্ম অনেকখানি তফাৎ।

কেষ্টদা—Pauline Christianity (পলের খ্রীষ্টধর্ম্ম) divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) support (সমর্থন) করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অথচ ক্রাইষ্ট এর বিরুদ্ধে কত নিযাস্ত কথা ক'য়ে গেছেন। রসুলও অনেকটা তাই—এ সম্বন্ধে কত সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন।

কেষ্টদা—মনু আমিষাহারকে প্রবৃত্তিপরায়ণতা বলেছেন এবং নিরামিষাহারেরই প্রশংসা করেছেন। কোরাণেও প্রথমে পশুহত্যা ও মাংস খাওয়া সম্বন্ধে support (সমর্থন) দিয়ে কত condition (সর্ত্ত) বেঁধে দিয়েছে। শেষটা বলা হয়েছে—জীবের রক্তমাংস ঈশ্বরে পৌঁছায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

কেষ্টদা আবার জ্যোতিষ-সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেক science (বিজ্ঞান)-ই একটা art (শিল্পকলা)।

রত্নেশ্বরদা—জ্যোতিষের তো পাড়ি পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাড়ির কি অন্ত আছে? Prediction (ভবিষ্যদ্বাণী) সে করা যায় এইটাই কি কম achievement (সাফল্য)? ভৃগু কত ক'রে গেছেন।

রত্নেশ্বরদা—ঠিক-ঠিক prediction (ভবিষ্যদ্বাণী) করলো কে?

কেষ্টদা—তা বলেন কেন? Prediction (ভবিষ্যদ্বাণী) আছে। অ্যাস-কাইলাস ব'লে সক্রেটিসের সময় একজন মস্ত কবি ছিলেন। তাঁকে একজন জ্যোতিষী বলেছিলেন কিছু চাপা প'ড়ে মারা যাবেন। তিনি তাই ঘরে থাকতেন না। শেষটা একদিন একটা কচ্ছপ মাথার উপর পড়ে। মাথায় টাক ছিল সেই অবস্থায় মারা গেলেন। এই ধরণের prediction (ভবিষ্যদ্বাণী) বহু পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জ্যোতিষ-চর্চায় হ'য়ে গেছে, ঘটে গেছে যা' তাই যারা কেবলই বলে তাদের চাইতে যারা এ'চে-এ'চে ভবিষ্যতের কথা কয় তাদের intuitive knowledge (অন্তর্দৃষ্টিমূলক জ্ঞান) বাড়ে। ও (মন্মথদাকে লক্ষ্য ক'রে) ওই কাম করে। Coloured (রঙ্গিল) হ'লে কিন্তু এ-কাজ পারে না। Physiognomist (চেহারাবিদ) যারা তারাও ঐ কাজ করে।

রত্নেশ্বরদা—২।৪টে ক্ষেত্রে নূতন মানুষকে দেখে বলতে পেরেছি। পারা যে যায় তার পরিচয় পেয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—One white crow disproves that all crows are black (একটি সাদা কাক প্রমাণ করে যে সব কাক কালো নয়)।

কেষ্টদা রত্নেশ্বরদাকে বললেন—আপনি যা' বলেছেন ওটা psychology (মনোবিজ্ঞান), astrology (জ্যোতিষ) নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Astronomy (জ্যোতির্বিজ্ঞান)-কে astrology-তে (জ্যোতিষে) আনতে গেলে astronomy (জ্যোতির্বিজ্ঞান)-এর প্রত্যেকটা জিনিসের character (বৈশিষ্ট্য) ঠিক করা লাগে। Physiognomy (চেহারাতত্ত্ব), palmistry (হস্তরেখা-বিচার) ইত্যাদি দিয়ে যে বলা যায় তার কারণ আমাদের মাথা, হাত এগুলি হ'ল nerve-ending (স্নায়ুর অন্তভাগ)। যে-কোন impulse (সাড়া)-ই brain-এ (মস্তিষ্কে) আসুক না কেন তার ripples (তরঙ্গ) extremity-তে (প্রান্তভাগে) change (পরিবর্ত্তন) আনে। Tenor of ripples (তরঙ্গের ধারা), যার impression (ছাপ) পড়েছে, তাই ধ'রে যদি কই হুড়-হুড় ক'রে ক'য়ে যেতে পারব। কিন্তু কেষ্টঠাকুরের মত মানুষের বেলায় কওয়া কঠিন। কারণ, অচ্যুত হয়েও বহুরূপী তাঁরা। কোনটাতেই আবদ্ধ নন। যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমনি করেন। অবশ্য মূল উদ্দেশ্য থাকে লোকমঙ্গল। তাই হাতের রেখাও টক-টক ক'রে change করে (বদলে) যায়।

রাজেনদা—মোহিনীদার কাছে শুনেছি আপনার হাতের রেখাও নাকি খুব বদলে যেত।

কেষ্টদা—জ্যোতিষ শিখতে গেলে শুধু analytical brain (বিশ্লেষণাত্মক মস্তিষ্ক) হ'লে চলে? না একই সঙ্গে analysis (বিশ্লেষণ) ও synthesis (সংশ্লেষণ) দুই-ই দরকার হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুই-এরই combination (সমাবেশ) চাই। এক যেমন আছে mathematics for the sake of mathematics (অঙ্কের জন্য অঙ্ক) ক'রে যাচ্ছে। আর যেমন আছে applied mathematics (ফলিত গণিত)। একটা হ'ল অঙ্ক কষে যাচ্ছি, বাস্তব দুনিয়ার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই। আর একটার ভিতর-দিয়ে সেটা বাস্তব জীবনের বাস্তব ব্যাপারের উপর apply (প্রয়োগ) ক'রে সেই জ্ঞানের সার্থকতা খুঁজে বের করছি। তাই দুই-এর combination (সমাবেশ) চাই। তাতে দখলটা জোরদার হয়।

কেষ্টদা—ঋষিদের intuition (সহজ জ্ঞান) ও farsightedness (দূর-দৃষ্টি) ছিল। তাই থেকেই তো তাঁরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Intuition (সহজ জ্ঞান) resultant of experience (অভিজ্ঞতার ফল) ছাড়া আর কিছু নয়।

কেষ্টদা—এর মধ্যে তো astrology (জ্যোতিষ) আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর না আসতে পারে, আসে না যে তাও নয়।

কেষ্টদা—কেমন ক'রে বলতেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের একটা জানা যদি meaningfully adjusted (সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রিত) হয়, সেইটা নানা aspect (দিক্)-এর ভিতর-দিয়ে apply (প্রয়োগ) ক'রে যাওয়া যায়। এর মধ্য-দিয়েই আসে জ্ঞানের পরিপক্কতা ও জ্ঞানের উপর আধিপত্য। ভাল scientist (বৈজ্ঞানিক) তার ওই জ্ঞানের সাহায্যে ইচ্ছা করলে ভাল সাহিত্যিক, ভাল গণিতজ্ঞ প্রভৃতি অনেক কিছু হ'তে পারে। এটা হ'ল একই মস্তিষ্কশক্তিকে রকমারিভাবে প্রয়োগ করার ফল।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। এইবার আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল।

দুটো বড় পোকা উল্‌টে প'ড়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই লক্ষ্য ক'রে কেষ্টদাকে বললেন—দেখেন কেমন বেকায়দায় প'ড়ে গেছে। বেকায়দায় পড়লেও চুপ ক'রে ব'সে নেই। আবার উঠে পড়ার জন্য চেষ্টা করছে। একেই বলে life-urge (জীবনাকূতি)।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওইদিকে চেয়ে থাকলেন। একটু পরে পোকা দুটা উঠে পড়ল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই দেখে রহস্য ক'রে বললেন—এখন নিজেরা খুব বাহাদুরি নেবে। মানুষও ওমনি বিপদ অতিক্রম করতে পারলে আত্মপ্রসাদ বোধ করে। জীবন সবসময়ই চায় জীবনের অন্তরায়কে পতন করাতে। এমনি ক'রেই তার শক্তি বৃদ্ধি

হয়। বিপদ আমাদের বড়ো হবার সুযোগ দেয়।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি একবার প্যাবনায় বাবলাতলায় পাইখানায় গেছি। একটা গুবরে পোকা পাছা খাওয়া, মরা। কী মনে হ'ল তার দিকে চেয়ে নাম করতে লাগলাম। ঠ্যাংটা কিছুসময় পরে ন'ড়ে উঠল। মনে হ'ল বাঁচাই ছিল। তখন অন্য দিকে তাকিয়ে থাকলাম। একটু পরে দেখি নড়ে না। আবার তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নাম করতে লাগলাম। আবার একটু ন'ড়ে উঠল। তখন তাকিয়ে নাম করা বন্ধ করলাম। ওরও নড়া বন্ধ হ'ল। ৩।৪ বার পরপর এইরকম ক'রে দেখলাম এবং ফল একই রকম হ'ল। কোন-কিছুর দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে আকুলভাবে নাম করলে তার ভিতর যে প্রাণের সঞ্চার হয় সেটা অনেক ক'রে দেখেছি। বেশ কিছুসময় এইরকম করলে যা' মৃতপ্রায় বা মৃতও বলা চলে তা' পুনরায় বেঁচে ওঠে। অবশ্য organ (যন্ত্র)-গুলি মোটামুটি ঠিক থাকা চাই। রাধারমণ প্রভৃতি দেখেছে—রোগ সারছে না, সেই রোগীকে ছুঁয়ে নাম করতে-করতে রোগের উপশম হয়। নাম করার সময় মনে দ্বন্দ্ব থাকলে চলবে না। সারবে কি না এইরকম একটা সংশয় রাখতে নেই। বিশ্বাস নিয়ে রোগীকে ছুঁয়ে সহজভাবে একমনে নাম করতে হয়। শতকরা পঁচাশিজন সুস্থ হ'য়ে ওঠে। দারুণ রোগ এমন-কি নিমুনিয়া পর্য্যন্ত তিনদিনে সেরে যায়। নাম করার সঙ্গে-সঙ্গে রোগীকে vitally elate ও exalt (জীবনীয় ভাবে উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ) করতে হয়। আর একটা জিনিস দেখেছি রোগীর যখন খুব খারাপ অবস্থা, মৃত্যু আসন্ন, vital flow (জীবনীয় প্রবাহ) receive (গ্রহণ) করার মত instrument ও energy (যন্ত্র ও শক্তি) বিকলপ্রায়, তখন যদি চান্দ্রায়ণ করা যায় হয় বেঁচে ওঠে, না হয় তাড়াতাড়ি মরে।

কেষ্টদা-চান্দ্রায়ণে কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর-বাঁচার পথ যদি না থাকে তাহ'লে হয়তো তাড়াতাড়ি মরে, না হয় তাজা হয়। অনেক সময় তাজা হয়। রোগীর গোচরে এনে বিহিতভাবে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াগুলি করলে তার ফলে রোগীর মনের ভাবভূমির পরিবর্ত্তন হয়। মনের পরিবর্ত্তন হ'লে শরীরের উপরও তার ক্রিয়া হয়। ওই অবস্থায় মৃত্যু হ'লেও সে-মৃত্যুর সময় দুর্ভোগটা কিছু কমে।

সুধাংশুদা (মৈত্র)—নাম করার ফলে যে রোগ সারে তার কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর-Cohesive urge-এ (সংযোজনী আকূতিতে) living sperm ও ovum (জীবন্ত শুক্রকীট ও ডিম্বাণু) মিলিত হ'য়ে zygotte (জীবনকণা) form (গঠন) ক'রে cell-division (কোষবিভাজন) হ'তে থাকে। তার ফলেই গ'ড়ে ওঠে আমাদের এই শরীর এই cohesive urge

(সংযোজনী আকূতি)-ই libido (সুরত)। এই libido (সুরত)-এরই expression (অভিব্যক্তি) হ'ল vital ray (জীবনরশ্মি) বা energy (শক্তি)। Urge (আকূতি)-টা যখন active (সক্রিয়) হয়, সেইটাই energy (শক্তি)। Libiodoic concentration (সুরতসম্বেগসম্পন্ন একাগ্রতা) নিয়ে নাম করলে তার থেকে vital ray (জীবনরশ্মি) বা vital energy (জীবনীয় শক্তি) emanate করে (নির্গত হয়)। রোগীর যে vital ray (জীবনরশ্মি) shattered (বিধ্বস্ত) হয়েছে, ওইভাবে নাম করার ফলে তোমার ভিতর থেকে একটা vital ray (জীবনরশ্মি) বিচ্ছুরিত হয়ে তাতে induced (সঞ্চালিত) হওয়ার ফলে তার curative force (রোগ আরোগ্যকারী শক্তি) অর্থাৎ vital flow (জীবন-প্রবাহ) বেড়ে যায়। তাই আরোগ্য হয়।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যার দুমুখ খোলা এমন একটা টেষ্ট-টিউব নিয়ে জল ভ'রে বা ভাল স্পিরিট ভ'রে দুই দিকে আঙ্গুল শক্তভাবে আটকে ধ'রে খুব নাম করতে-করতে আঙ্গুল যখন ডগমগ লালাভ হ'য়ে উঠবে (বাতি নিভিয়ে টর্চ জেবলে তার উপর আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে দেখিয়ে বললেন—অনেকটা এমনি-তারা) সেই অবস্থায় হাতে ছেড়ে সেই রকম জল বা স্পিরিট খাইয়ে দিন—রোগী দেখবেন চাঙ্গা হ'য়ে যাবে। সদাচারশীল হ'য়ে থাকা চাই। নচেৎ হ'তে চায় না। আধ্যাত্মিক, মানসিক, বাহ্যিক সর্ব্বপ্রকার সদাচার যুগপৎ পালন করতে হবে। অবশ্য এই যা' বললাম, এর পিছনে যদি ছোটেন, এই দিকে যদি নজর বেশী যায়, তাহ'লে ঠিক হবে না।

কেষ্টদা—মরাও তো বে'চেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Apparent (আপাতদৃষ্টিতে) মরা—যারা দেখেছে তারা বলেছে মরা।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যারা অভাবী, যাদের দেওয়ার বুদ্ধি থাকে না, তাদের দিয়ে কোন ভাবে দেওয়ায়ে দিলে তাদের জো জুটে যাবে। ঐটে লক্ষ্য ক'রে বলেছি—অভাব যখন মারবে ছোঁ, যা' জোটে দিস পাবিই জো। দিতে থাকলে পাওয়ার জো পাওয়াই যায়। আমি সেদিন মন্মথকে বলছিলাম—ভগবানকে দিই in return (প্রতিদানে) পাওয়ার জন্য নয়। আদত কথা হ'ল আমরা তাঁকে যতখানি দিই, ততখানি তাঁর হই। এই হওয়াটাই পাওয়া, অর্থাৎ দেওয়াটাই পাওয়া। বরফ যতখানি জল হ'ল ততখানি জল পেল। যেদিক দিয়ে দিই সেদিক দিয়ে হই। হওয়াটাই পাই। তাই বলে ভগবৎপ্রাপ্তি, "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।" ভগবানকে পাওয়া মানে ভগবানের স্বভাব পাওয়া, তাঁর চরিত্র আয়ত্ত করা—প্রত্যেকে তার মত ক'রে। "বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা।"

তাঁর উপর ভালবাসা হ'লে জীবন তাঁর ভাবে রঙীন হ'য়ে ওঠে, রকমই বদলে যায় ও দেখলেই ঠিক পাওয়া যায়। যতখানি বেত্তা হ'লাম ততখানি তাঁর ভাব পেলাম, কারণ, তিনি-ই যে আমাদের সত্তা।

কেষ্টদা—এ-জাতীয় বোধই যে থাকে না। সাধারণ মানুষ শুধু ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্বার্থের কথাই ভাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-জাতীয় অভিভূতি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ হয় না। হওয়ার গোড়া মেরে হয় কি করে? ইষ্টস্বার্থ ছাড়া যার আলাদা কোন স্বার্থ না থাকে তাকেই বলা যায় প্রকৃত স্বার্থপর। অন্য সবাই বেকুব।

কেষ্টদা—সেটা বোঝে কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা তলিয়ে দেখে না তারা বোঝে না। তলিয়ে দেখলে ঠিকই বুঝতে পারে। অবশ্য, যারা ইষ্টকে ভালবাসে তারা ঠিক পায় না যে তারা কতখানি ভালবাসে। ভালবাসলে যা' করে তাই তারা ক'রে চলে। সেই করা দেখে অন্যে অবাক হ'য়ে যায়। চোখ তো আর নিজের চোখকে দেখে না, তবে অপরে তো দেখে। যারা দেখে তারা তারিফ করে। কিন্তু ভক্তকে কেউ তার করার জন্য তারিফ করলে, সে লজ্জিত হ'য়ে পড়ে। ভাবে—যা' করণীয়, তার তুলনায় করা হয় আর কতটুকু? আর যা' করা হয় সেও তো নিছক তাঁর দয়ায়।

কেষ্টদা—অনেকে বলে তাদের সামনে মা-কালী ভেসে ওঠেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা ভেসে ওঠা মা-কালী দেখায় সিদ্ধ হয়েছে।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর আপনা থেকেই বলতে লাগলেন—অভাব মানেই ভাব না থাকা। অভাবগ্রস্ত মানে ভাব নেই।

কেষ্টদা—স্ত্রীতে তো অনেকে ভাবগ্রস্ত থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ত্রীর 'পরেও ভাব আছে কিনা সন্দেহ। কারও উপর ভাব থাকলেই তাকে নিয়ে মানুষ actively (সক্রিয়ভাবে) মত্ত থাকে। তাকে প্রকৃত সুখী করার চেষ্টা করে। এর ভিতর-দিয়ে তার কর্ম্মশক্তি বেড়ে যায়, যোগ্যতা বেড়ে যায়, প্রাপ্তিও বেড়ে যায়। অভাববোধ মনকে পেয়ে বসতে পারে না। বিল্বমঙ্গলের কথা ভেবে দেখেন। তার কি অভাবের কথা চিন্তা করার অবকাশ ছিল? চিন্তামণিই তাকে পেয়ে বসেছিল। মড়া ধ'রে, সাপ ধ'রে এগিয়ে চলেছে চিন্তামণির সন্ধানে। অনেক জায়গায় দেখা যায় স্ত্রীর প্রতি ভাব নেই—আছে কাম। বাড়ী এসে বসে আছে, ছুক্-ছুক্ করে বৌ'র পাশে ঘুরছে, বৌএর তরকারি কুটে দিচ্ছে, উনুনটা ধরায়ে দিচ্ছে, ছেলের গুটা ফেলছে, কুত্তাটাকে স্নান করায়ে দিচ্ছে। এর ভিতর না আছে পৌরুষ, না আছে প্রেম। এতে সেও সুখ পায় না, বৌও সুখ পায় না। স্ত্রী স্বামীকে দেখতে চায় কৃতীপুরুষ

হিসাবে। তাই স্ত্রীর উপর সত্যিকার ভাব, ভালবাসা গজালেও পুরুষের ভিতর একটা জেল্লা ফুটে ওঠে।

কেষ্টদা—বিল্বমঙ্গলের কথা বলছিলেন, বিল্বমঙ্গলের মন তো শেষটা চিন্তামণি থেকে ঘুরে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিন্তামণিই ঘুরিয়ে দিল। চিন্তামণিও তাকে না পেয়ে পরে ছুটল তার খোঁজে। বৃন্দাবনে গিয়ে তার দেখা পেল। তখন সে মস্ত সাধক, তার নাম হয়েছে সুরদাস। চিন্তামণির গলা শুনেই বিল্বমঙ্গল তাকে চিনল, ব'লে উঠল—"চিন্তামণি! আমার প্রেমশিক্ষাদাত্রী!" বাপ রে—দেখ চিন্তামণি থেকে কিন্তু তার বিচ্যুতি হয়নি, সে প্রেম তার সার্থক হয়েছে ভগবানে। ভালবাসা জিনিসটাই এমনতর।

রত্নেশ্বরদা—নামে vital change (জীবনীয় পরিবর্ত্তন) আনে। কিন্তু চরিত্রের পরিবর্ত্তন আনে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Mechanically (যান্ত্রিকভাবে) কিছু-কিছু আনেই। তবে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন রকমের সদাচার ছাড়া উচ্চতর চেতনার flow (প্রবাহ) হয় না। তিন রকমের সদাচার যদি সমতালে পালন ক'রে চলা যায় তা'হলে অবশ্যই চারিত্রিক পরিবর্ত্তন এসে যায়। এই সব নিয়ে যদি বেশী কচকচি করতে যান, তাহ'লে মুশকিল। তরতরে ভাব নিয়ে যা' করার তা' ক'রে যেতে হয়, তাতে যা' হবার আপনিই হয়। এক গুরু গিয়েছিল শিষ্যবাড়ী। সে গুরু হ'ল চোর, তার কোনই চরিত্রগত সম্পদ ছিল না। কিন্তু শিষ্যের ছিল তার প্রতি অগাধ ভক্তি। সেই শিষ্যের একটি ছেলে মারা গেল, সে তখন ভক্তিভরে গুরুর পা ধোয়ান জল ছিটিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলল। গুরু তখন ভাবল আমি তো তাহ'লে হয়ে গেছি একজন। এই ভেবে আর এক শিষ্যবাড়ী গিয়ে তার ছেলেকে গলায় টিপি দিয়ে মেরে ফেলে তার হার না কি জানি চুরি করেছে। তখন ধরে ফেলে তাকে তো সবাই বেদম প্রহার। সে তখন নিজের পা ধুয়ে ছেলেটার গায়ে কেবল জল ছেটায়। কিন্তু কোনই ফল ফলে না। তখন তাকে ধরে আরও মার, তার প্রাণ তো ওষ্ঠাগত। পূর্ব্বের শিষ্য সেই খবর পেয়ে সেখানে এসে হাজির হল। সে গুরুর এই অবস্থা দেখে ভগবানের নাম নিয়ে গভীর বিশ্বাসে গুরুর পাদোদক সংগ্রহ ক'রে সেই মরা ছেলের গায়ে ছিটিয়ে দিতেই সে বেঁচে উঠল। গুরু তখন বুঝল মূলে clue (রহস্য)-টি কী। তার ভুল ভেঙ্গে গেল, সে চুরি ছেড়ে দিল। তার গুরুর নির্দ্দেশ মত নিষ্ঠা-সহকারে সাধন ভজন শুরু করে দিল। এমনি ক'রে আস্তে-আস্তে সে প্রকৃত সাধু হ'য়ে উঠল। তাই বলি মূলে হ'ল ইষ্টানুরাগ, গুরুভক্তি। গোড়ায় গোল

থাকলে যতই শক্তিলাভ হোক বা না হোক কিছুতেই কিছু হবে না। তুমি যতই প্রেমবন্ত হবে ততই প্রাণবন্ত হবে। তখন তোমার যাজন, সেবা, বাক্, কর্ম্ম ততই প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠবে চরিত্রে। তাই কেষ্ট ঠাকুরকে তার গুরু আশীর্ব্বাদ করেছিলেন—"অচ্যুতো ভব"।

এই কথার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ক'টা বাজল?

সুধাংশুদা—দশটা চল্লিশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দে সুপুরি দে, তামুক দে, এইবার উঠি। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর মন্মথদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—রাণীর ওখানে খাবি তো?

মন্মথদা—না, তাঁর কষ্ট হবে। অন্য ব্যবস্থা করেছি। মালী করে দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার তার হাতে খাওয়া ভাল না। শুনেছি, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর বইতে আছে—একসাধু এক গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়ে রাত্রে অন্নগ্রহণ করেছে। ভোর বেলায় সেই বাড়ী থেকে যাবার সময় গৃহস্থের ঘটি-টা চুরি ক'রে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কিছুদূর যেতে-যেতে তার বিবেকবুদ্ধি ফিরে আসল—হাজার হলেও সাধু তো! ভাবল—আমি সাধু, অথচ আমার একি বুদ্ধি হ'ল যে, যে আমাকে স্থান দিল, খেতে দিল, তার ঘটিটাই চুরি করে নিয়ে আসলাম! তখন সে গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়ে তাকে অকপটে সব কথা খুলে বলল। তখন দেখা গেল যে সে গতরাত্রে চুরি করা চালের ভাত খেয়েছে। এ-ছাড়া, স্বাস্থ্যের দিকও আছে। অবশ্য, এটাও একটা স্বাস্থ্যের দিক—তা হ'ল মানসিক স্বাস্থ্য। কার গণোরিয়া আছে, কার সিফিলিস আছে ঠিক কি। কার হাতের রান্না খেতে যেয়ে তার থেকে কোন রোগের মহাপ্রসাদ কুড়িয়ে আনতে হবে তার কি ঠিক আছে? পোড়াদহ ষ্টেসনে একবার দেখলাম, নিমগাছটার নীচে বাবুর্চি থুথু দিয়ে প্লেট পরিষ্কার করছে, আর সেই প্লেটে বাবুরা খুব খাচ্ছে। তাই কই, যা এখনি বারণ করে দিয়ে আয়, ওখানে খেয়ে কাজ নেই।

মন্মথদা তখনই উঠে গেলেন।

কেষ্টদা হেসে বললেন—যা' বললেন সে তো খুব মুশকিলের কথা। যা' দেখছি আস্তে-আস্তে সবাই চোর হ'য়ে যাবে। কালবাজারের চাল না খেয়েছে, শহরবাজার অঞ্চলে এমন লোকই তো কম।

শ্রীশ্রীঠাকুরও হাসতে-হাসতে হাত ঘুরিয়ে বললেন—চোর হতে কি আর বাকী আছে? কামের তেইশ মারছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার ভঙ্গীতে সবাই একযোগে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেবাদিকে দিয়ে রাণীমাকে ডাকালেন। রাণীমা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর আবদারের সুরে বললেন—যা মা! যা লক্ষ্মী। লজ্জায় বর্ণোনি

মন্মথ তোর কষ্ট হবে ভেবে। যা দুটো চাপিয়ে দে গে।

রাণীমা ব্যবস্থা করতে চ'লে গেলেন।

সুধাংশুদা—রাত এগারটা হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্মথ আসুক, দেখে উঠি।

পরক্ষণেই শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—শৈল আসেনি? সকলে—হ্যাঁ।

শৈলমার দিকে চোখ পড়তেই শ্রীশ্রীঠাকুর একগাল হেসে বললেন—তুই কোনে ছিলি এতক্ষণ?

শৈলমা—আমি তো সেই কখন থেকে ব'সে আছি এখানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা একটু জানান দিতে হয়! ঐ রকম ঘাপটি মারে থাকলি আমি ঠিক পাব কি করে?

এইভাবে শৈলমার সঙ্গে কিছু সময় রহস্যালাপ চলতে লাগল।

২৪শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ৮।৭।৪৮)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকীতে ব'সে তাঁর একজন বন্ধু শ্রীযুক্ত ভাগবতী সান্যালের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন লোক সংগ্রহের কথা। Christ-ও বলে গেছেন—"I shall make you fishers of men" (আমি তোমাদের মানুষধরা জেলে করব) তাঁর কথা হচ্ছে—তোরা মাছ ধরিস কেন? মানুষ ধর। সেইটাই আসল কাজ। বুদ্ধদেবের ছিল পাঁচজন শিষ্য। সুজাতা বুদ্ধদেবকে পায়েস খাওয়াচ্ছে দেখে তাদের বুদ্ধদেব সম্বন্ধে সংশয় হ'ল, যে বুদ্ধদেবের সঙ্গে তারা এতদিন সঙ্গ করেছে তাঁকেই তারা ভুল বুঝল। ছেড়ে চ'লে গেল। বুদ্ধদেব গিয়ে তাদেরই ধরলেন। তাদের mould (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে তাদের দিয়ে শুরু করলেন তাঁর প্রচার। আর, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ফলে কি রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা' কারও অজানা নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের বাইরে তিব্বত, চীন, সিংহল, বারমা-দেশ, শ্যাম প্রভৃতি বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। অশোকের মত অমন একটা রাজা ও রাজত্বের কথা শোনাই যায় না। সে ঐ বৌদ্ধধর্ম্মেরই প্রভাবে। তাই বলি, আমাদের চাই একাদর্শ-পরায়ণতা—তাঁতে আপ্রাণতা। সেই integration (সংহতি) যদি আনতে পারি এক লহমায় কি ক'রে ফেলা যায়। এক ফুঁতে জীবনের পরিপন্থী যা'-কিছু উড়ে যায়। এই হ'ল টোটকা কথা। একে ফেনাও, দুনিয়াশুদ্ধ এর মধ্যে এসে পড়বে। কথা হল মানুষ চায় বাঁচা-বাড়া, চায় existence (অস্তিত্ব), চায় growth (বৃদ্ধি), becoming (বিবর্ধন)। তাই লাগে ঈশ্বর, ইষ্ট—

যাঁকে দিয়ে থাকা, বাড়া অপ্রতিহতভাবে ceaselessly (নিরন্তর) এগিয়ে চলে। জীবনের লক্ষ্য হল এককেন্দ্রিক হওয়া, ইষ্টকেন্দ্রিক হওয়া। কারণ, ভগবান এক এবং আমাদের জীবনও অখণ্ড। তাই তাঁকে সর্বেন্দ্রিয় মনপ্রাণ দিয়ে আঁকড়ে না ধরলে আমাদের অখণ্ডত্ব খুঁজে পাই না।

ভাগবতীবাবু—আমরা জানি ধর্ম্মের গ্লানির সময় অবতার আসেন। যেমন এসেছিলেন কৃষ্ণ, তিনিই তো উদ্ধার করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গ্লানির সময় তাঁর message (বাণী) আসে। অবতার শব্দের দুটো মানে—এক—গ্লানিকে বিদূরিত ক'রে যিনি বাঁচাকে ত্রাণ করেন, আর মানে God incarnate in flesh and blood (রক্তমাংস সংকুল ভগবান) যাঁর অবতরণ হয়।

ভাগবতীবাবু—তিনি যুগে-যুগে মানুষ হ'য়ে এসে মানুষকে রক্ষা করেছেন—এইটুকু আমরা জানি। এখন এ-যুগে তিনি কে, কার ভিতর তাঁর আবির্ভাব হয়েছে জানতে ইচ্ছা করে। অবশ্য, আমি জানি না তোমার ভিতরই তাই কিনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আমার ভিতরও হতে পারে, তোমার ভিতরও হতে পারে। মূল কথা কেমন ক'রে সেটা হয়েছে, সেই হওয়ার দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। চুপ ক'রে ব'সে থাকলে, passive (নিষ্ক্রিয়) হ'য়ে থাকলে তা' বোঝা যাবে না। আমরা যদি চাই বুঝতে sincere active approach (আন্তরিক সক্রিয় অভিগমন) চাই। ফল কথা integrated (সংহত) হ'তে হবে তাঁতে এবং সবাইকে integrated (সংহত) ক'রে তুলতে হবে তাঁতে। ঐ যে সনাতন ধর্ম্মের কথা বলছিলে তার মধ্যেই সব আছে। আদি থেকে ধর্ম্ম চিরদিন সমান। সনাতন ধর্ম্মই সব ধর্ম্ম। খ্রীষ্টধর্ম্ম, ইসলাম ইত্যাদি সব ধর্ম্মমতের মধ্যেই সেই আদিম সনাতন ধর্ম্মেরই echo ও support (প্রতিধ্বনি ও সমর্থন)। এ-সবের মধ্যে আদৌ কোন পার্থক্য নেই। তাই বলে বিজ্ঞান অর্থাৎ বিধিমাফিক যে ঠিক-ঠিক ভাবে করবে সেই পাবে সেই একই জিনিস। কোন মহাপুরুষ বা কোন সম্প্রদায়কে ignore (উপেক্ষা) করলে বুঝব—normal source (স্বাভাবিক উৎস) যা' থেকে উদ্ভূত হয়েছি, তাঁতে আমরা নেই, অন্য কিছুতে আছি।

ভাগবতীবাবু—তুমি তো বলছ ধর্ম্মের ভিত্তিতে integration (সংহতি)-এর কথা, সকলের ঐক্যের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, integrated mass (সংহত জনসমষ্টি)—fulfilling all and not annihilating any one (সবাইকে পরিপূরণ করে এবং

কাউকে ধ্বংস ক'রে নয়)।

ভাগবতীবাবু—তোমার will (ইচ্ছাশক্তি) দিয়ে পরমাত্মার বোধ আমার মধ্যে, সবার মধ্যে যদি জাগ্রত ক'রে তোল, তা'হলেই হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জগন্নাথ দেখেছ? দারু মূর্ত্তি! বল তো বিশেষত্ব কী? বৈশিষ্ট্য এই যে, কারিকর—মূর্ত্তি ভাল কও, খারাপ কও সব করেছিল, করেনি শুধু হাত দুখানা, অর্থাৎ জগন্নাথ টুন্ডা। এ কথাটা আমার আগেও মনে জেগেছে, এখনও ভাবি—এর মানে কী? জগন্নাথের টুন্ডা মূর্ত্তি এতে বোঝা গেল কী? বুঝলাম জগন্নাথের হাত নেই, পা আছে। সেইটা মিলিয়ে দেখতে পাই যেই যেখানে নাথ হয়েছে তারই হাত নেই, পা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ক' ছেলে।

ভাগবতীবাবু—চার ছেলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের সব-কিছুর উপর তোমার হাত আছে?

ভাগবতীবাবু—নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারও ছেলের উপর হাত থাকে না যদি ছেলে স্বেচ্ছায় সে অধিকার না দেয়। তাই বলি, বাপকে ছেলে যদি তার টান দিয়ে, সেবা দিয়ে পুরোপুরি আঁকড়ে ধরে, তা'হলেই তার হাত আছে—চালিয়ে নিতে পারে নিজের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা মত। তাই জগন্নাথকেও যদি আমরা আমাদের active (সক্রিয়) টান দিয়ে ধরি, তাঁর পা আছে, তিনি পারেন টেনে নিতে আমাদের গন্তব্যে। তাঁর অকরণীয় কিছু নেই, কিন্তু এর মধ্যে একটা যদি আছে—যদি আমরা তাঁকে ধরি ও বরাবর ধ'রে থাকি।

ভাগবতীবাবু আর কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আসাম থেকে অনেক দাদা এসে প্রণাম করলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর খবরাখবর নিতে লাগলেন।

এর কিছু সময় পর শ্রীশ্রীঠাকুর উদার শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী দেখতে বললেন।

দেখা গেল উদার কথাটি এসেছে—উৎ-ঋ+অ থেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই শুনে বললেন—উদারতা মানে উচ্চে বা উর্দ্ধে গমন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—হরি মানে যিনি জগৎকে নিজের দিকে টেনে নেন, আল্লা মানে যিনি জগৎকে গ্রহণ করেন। হরি এবং আল্লা দুইয়েরই এক মানে।

ভাগবতীবাবু একটু পরে উঠে অন্যত্র গেলেন।

এখন রাত্রি দশটা বেজে গেছে। বৃষ্টি পড়ার দরুন শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে থেকে উঠে এসে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসেছেন। কাছে মন্মথদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)

এবং কলকাতা থেকে আগত কতিপয় নবাগত দাদা, মা এবং আরো অনেকে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন বেশ হাসিখুশি। ভক্তবৃন্দও তাঁর সান্নিধ্যে মহাপুলকিত। তাঁর কাছে আনন্দের হাট ব'সে গেছে।

পুষ্পমাকে (সান্যাল) ডেকে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কম্যুনিষ্ট দলে ছিলি না তো?

পুষ্পমা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগভরে দরদের সঙ্গে বলতে লাগলেন—আজকালকার কম্যুনিষ্টরা যে কী কয় তা' আমি বুঝতে পারি না। আমাদের কম্যুনিজম্ অমন ছিল না। বর্ণাশ্রম ও joint family system (যৌথ পরিবার প্রথা) হ'ল Indian (ভারতীয়) কম্যুনিজম্। বর্ণাশ্রমে বৃত্তি ভাগ করা ছিল। প্রত্যেক বর্ণ তার বর্ণোচিত কাজ ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করত। এইভাবে প্রত্যেক বর্ণ প্রত্যেক বর্ণকে serve (সেবা) করত। এই বর্ণগুলি নিয়ে গঠিত ছিল সমাজ। কেউ কারও বৃত্তি হরণ করতে পারত না। Undue competition (অসমীচীন প্রতিযোগিতা) ছিল না, unemployment (বেকারত্ব) ছিল না। সহজাত-সংস্কার-অনুযায়ী নিজের স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারমত সমাজের সেবা ক'রে capitalist (ধনিক) হ'য়ে উঠবার বাধা ছিল না কারও। তা'তে ছিল না শোষণ, ছিল সেব্য, ছিল বৈশিষ্ট্যানুগ চলন, ছিল সপারিপার্শ্বিক উচ্ছল হ'য়ে ভগবানে সার্থক হবার সুবর্ণ সুযোগ। আর, joint family-তে (যৌথ পরিবারে) সকলেরই সম অধিকার। বৃদ্ধ, রোগী বা অক্ষম যারা তাদের দুর্ভাবনার কিছু ছিল না। একটা মমতার অবেষ্টনীতে তারা সকলের আয়ের সমভাগী হয়ে নিশ্চিন্ত মনে আনন্দে কাল কাটাত এবং তাদের পক্ষে যা' করা সম্ভব তা' করত। আর, সমাজের লক্ষ্য ছিল যা'তে প্রত্যেকেই উন্নতিমুখর হ'য়ে চলে। বিয়ে-থাওয়ারও নীতি-নিয়ম ছিল এমনতর যা'তে সমাজে inferior (নিকৃষ্ট) জন্ম নিতে না পারে। তাই, প্রতিলোম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। প্রতিলোমে মেয়েও নীচু হয়, সন্তানও হয় আরো নীচু। শুধু নীচু বললে সব বলা হয় না, ঐ সন্তান হ'য়ে ওঠে সমাজের শত্রু। ফলকথা, বিয়ে এমন ক'রে দিতে হয় যা'তে ঘরে-ঘরে নারায়ণের আবির্ভাব হয়। তা'তে সমাজ দেবসমাজে পরিণত হয়।

কথাগুলি বলতে-বলতে ভাবের আতিশয্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনিন্দ্যসুন্দর বদনমণ্ডল হঠাৎ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, তা'তে বিজলী বাতির আলো প'ড়ে এক অপূর্ব্ব দিব্যবিভা বিচ্ছুরিত হ'তে লাগল।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—আম্বেদকরই প্রতিলোম বিয়ে করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আম্বেদকর কেন, কত কর আছে। আর মেয়েরাও হয়েছে-

তেমনি হ্যাংলা। একটা পুরুষ একটু বেঁকা ক'রে সিগারেট ধরাতে পারলেই তাকে দেখে একেবারে পাগল হয়ে যায়। একটা ছেলে একটু লেখাপড়া শিখলে, চাকরী-বাকরী করলে কিংবা সায়েন্স-টায়েন্সের গল্প করলে বা একটু কায়দা ক'রে চললে, সেখানে কি আর অন্য কোন বিচার আছে? হোক না সে নিম্নবর্ণজাত, অনেক মেয়ে ছুটবে তার পিছনে-পিছনে। অত ফ্যাশান কিন্তু আদতে হয়তো সৎ ও স্বাধীনভাবে মাসে ২৫ টাকা উপার্জ্জনের মুরোদ নেই, তার মানে real worth (প্রকৃত যোগ্যতা) নেই। আবার এই প্রতিলোম বিয়ে যেখানে ঘটবে, সেখানে মস্ত বড়-বড় নেতারা গিয়ে হয়তো আশীর্ব্বাদ ক'রে আসবেন, জয়নিনাদ ক'রে কাগজে-কাগজে তার স্তুতি বের হবে। এমনতর নেতার অভাব নেই যারা strike profession (ধর্ম্মঘট ব্যবসায়) নিয়ে পেট চালান, strike (ধর্ম্মঘট) না বাঁধাতে পারলে তাদের পেট চলে না। তাই ব'লে এ-কথা আমি বলতে চাই না যে-যারা শ্রমিক-আন্দোলন করেন তারা সবাই ঐ ধরণের।

জনৈক দাদা—বার-বার strike (ধর্ম্মঘট) হ'লে তো দেশের ক্ষতি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষতি মানে—মরতে মরণ দরিদ্র জনসাধারণের। একজন capitalist (ধনিক) হয়তো একটা জিনিস আট আনায় দিচ্ছিল, যদি strike (ধর্ম্মঘট) করিয়ে শ্রমিকদের কোন অসঙ্গত দাবী আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে capitalist (ধনিক) তো আর ঘরের থেকে দিয়ে দাম ঠিক রাখতে পারে না, জিনিসের দাম তার বাড়াতেই হয়। আর সে ভার বহন করতে হয় দরিদ্র জনসাধারণের। কোপ পড়ে তাদের উপর। সৎ শিল্পপতি যারা তা'দের ব্যবসা চালানো আজ অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। অহেতুক professional strike (ধর্ম্মঘট ব্যবসায়) এইভাবে যদি আরো কিছুদিন চলে হঠাৎ একটা বিরাট revolution (বিদ্রোহ) এসে যাবে। কেউ কিছু ক'রে উঠতে পারবে না। লোককে betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করতে শিখিয়ে-শিখিয়ে, কর্ত্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীন দাবীর বহর বাড়িয়ে দিয়ে ধীরে-ধীরে মানুষগুলিকে পঙ্গু ক'রে দেওয়া হচ্ছে, সমাজকে paralyse (পক্ষাঘাতগ্রস্ত) ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে!

প্রফুল্ল—Capitalist (ধনিক) খাবে আর আমরা খাব না? সে কেন ন্যায্যটা দেবে না labour (শ্রমিক)-কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Capitalist (ধনিক)-দের মধ্যে অনেকেই সাধ্যমত দেয়। দিচ্ছে না এটা propaganda (প্রচার)। সমগ্রভাবে তাদের অবস্থা ভেবে দেখতে হবে—সব ঝক্কি-ঝামেলা ও অনিশ্চয়তাকে স'য়ে-ব'য়ে কাজ চালু রাখতে গেলে তাদের পক্ষে কতটা কী দেওয়া সম্ভব তা' হিসাব ক'রে দেখতে হবে। Production (উৎপাদন) বাড়ানোর দিকেই নজর দাও। Capitalist

(ধনিক)-দের income (আয়) বাড়িয়ে দিয়ে তার থেকে যদি নেও বা দাবী কর, তা'হলে ততখানি দোষের হয় না। ৫ টাকা income (আয়) থেকে ২৫ টাকা income (আয়) করে দিলে তা' থেকে ১২ টাকা চাইতে পার। আর, আমি বলি capitalist (ধনিক) যে তার উপর আমাদের এত উষ্মাই বা হবে কেন? সেও তো labour (শ্রমিক)। আজ যে capitalist (ধনিক), কিছুদিন আগে সে labour (শ্রমিক) ছিল। সে একজন successful efficient labour (কৃতী দক্ষ শ্রমিক)। কত খেটে-পিটে গায়ের রক্ত জল ক'রে সে একটা সংস্থা গড়েছে, তোমাদের পাঁচজনকে কাজ দিয়ে maintain (পালন) করছে, সেবার প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করছে, সে দোষটা করল কী? আজ যেমন labour (শ্রমিক)-এর তরফ থেকে ক্রমাগত 'টাকা বাড়াও' 'টাকা বাড়াও' চাপ দিচ্ছে, তাতে কেউ আর কোন নূতন enterprise (কর্ম্মোদ্যোগ) করতে ভরসা পাবে না। (জনৈক দাদাকে লক্ষ্য ক'রে)—তুমি হয়তো দেখবে তোমার কারখানা চালাতে গেলে শ্রমিকের দাবীদাওয়া মেটাতে-মেটাতে তোমার বাপ, মা, ছেলে বৌকে উপোসী রাখতে হবে, তখন কি আর তুমি ও সবের মধ্যে যাবে? ভাববে—ভালো রে ভালো! ওর চাইতে আমি ৫০ টাকা মাইনের একটা চাকরী ধরি। Fundamental error (মৌলিক ত্রুটি) কোথাও কিছু থাকলে এবং অন্য পন্থায় তার সমাধান না হ'লে সেখানে strike (ধর্ম্মঘট) করা তত খারাপ নয়, কারণ, strike (ধর্ম্মঘট)-এর চাপে error (ত্রুটি) rectified (সংশোধন) হ'লে efficiency (দক্ষতা) আসবে। অবশ্য, strike (ধর্ম্মঘট) না ক'রে অন্যভাবে যদি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায়, তাহ'লেই সব থেকে ভালো। কিন্তু আজ strike (ধর্ম্মঘট) করানো হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা পেশা। কর্ম্মনিকেশ! ওদিকে জমিদারী গেল, এদিকে industry (শিল্প) ও business (ব্যবসায়)-এর এই দশা, চল সবাই মাথা খাটিয়ে দায়িত্ব নিয়ে কিছু করার বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে কুলি আর কেরাণী হই!

একটু থেমে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বিষাদ-মলিন কণ্ঠে বললেন—দুরবস্থা এমনতর যে, বাংলায় যেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে-সঙ্গে যবনিকাপাত হ'য়ে গেল। বাংলার top-এ (শীর্ষে) world renowned (বিশ্ববিখ্যাত) একটা group (গুচ্ছ) থাকতই। ইংরেজদের তলায় কম চাপে ছিল না, কিন্তু সে অবস্থাতেও তা'দের জেল্লা ঢাকা পড়েনি, এতখানি তাদের সম্পদ। একটা group (গুচ্ছ)-এর পর আর একটা group (গুচ্ছ) leader (নেতা) বাংলায় ready (প্রস্তুত) হ'য়েই উঠত। আজ দেখ সেখানে লোক নেই অথচ ভারতের স্বাধীনতা যদি এসে থাকে আমার মনে হয় তার prime factor (প্রধান

প্রতিভূ)-ই বাংলা। অবশ্য আমি জানি সব প্রদেশেরই বিশিষ্ট অবদান আছে এর পিছনে।

প্রফুল্ল—লোকের অভাব হ'ল কেন হঠাৎ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই element (উপাদান)-ই নষ্ট ক'রে ফেলেছে।

প্রফুল্ল—কিসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ism (বাদ)-এর তোড়ের ঠেলায়। ইতিমধ্যে বহু প্রতিলোম হ'য়ে গেছে, বৈশিষ্ট্যটা ভেঙ্গে গেছে, নানা দিক থেকে তাই বঞ্চিত হচ্ছি। শুনেছি ঘোড়া breed (জন্মদান) করার সময় একটা ভাল ঘোড়ার বাচ্চা সামনে রেখে দেয়। ঘুড়ী নাকি সেইটে বারবার দেখতে থাকে এবং তার ফলে তার পেটের বাচ্চা নাকি কতকটা সেই রকমের হয়। আদত কথা mental factor (মানসিক দিক) একটা মস্ত জিনিস, তার nurture (পোষণ) আজ কোথায়? স্ত্রী, পুরুষ সবারই মন যাতে ঊর্দ্ধমুখী হ'য়ে ওঠে তার ব্যবস্থা চাই। আজ সে-ব্যবস্থা কোথায়? সর্ব্বত্র আজ উল্টোকথা, উল্টোরকম। তাই, মনের প্রসারণ, মনের উন্নয়ন আজ কমই হচ্ছে। একটা জাতের mental factor (মানসিক দিক) degenerate (অধোগতিলাভ) করলে মহা ভাবনার কথা। আর, গরু জন্মাতে লিনলিথগো bull (ষাঁড়) খোঁজো, আর মানুষ জন্মাবার সময় খোঁজো অপমানবকে, অপজাতকে—এ কায়দা তোমাদের মন্দ নয় বটে!

পুষ্পমা—ব্রাহ্মণের কাজ করলে তো ব্রাহ্মণ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—করো না কেন? আর করবেই বা কি করে? স্রোত বইছে উল্টো। আজ তোমার খাদ্যটা তিনবার মেথরকে দিয়ে ছুঁইয়ে নিয়ে খাওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমাদের পুণ্যকর্ম্ম—তাই ব'লে আমি অস্পৃশ্যতার কথা বলছি না। অস্পৃশ্যতা আমাদের ছিল না। আমাদের ছিল সদাচার অর্থাৎ hygienic principle মেনে চলার কথা। মেথরের ছেলে মাথায় গু নিয়ে কোচড়ে মুড়ি ভরে খেতে-খেতে যাবে, তা'তে তার হয়তো কিছু হবে না, তার immunity (অনাক্রম্যতা) form করেছে (সৃষ্টি হয়েছে) দীর্ঘদিনে, কিন্তু তোমার বেলায় তার ছোঁয়ানাড়া খাদ্য হয়তো অপঘাত নিয়ে আসবে।

পুষ্পমা—হরিজনরা পরিষ্কার হয়েছে মহাত্মাজীর চেষ্টায়, তারা শিক্ষিতও হচ্ছে, তাই তারা আজ উচ্চবর্ণের মেয়ে বিয়ে করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিষ্কার ও শিক্ষিত হ'লেও biologically (জৈবসূত্রে) তারা হরিজনই। বীজ অনুপাতিকই গাছ হয়। আমের বীজে কাঁঠাল গাছ

জন্মে না, কাঁঠালের বীজে আম হয় না। গরুর বেলায় লিনলিথগো ষাঁড়ের খোঁজ পড়ে, মেয়ের বেলায় তাকে দেব যাকে-তাকে, ছেলের biological enrichment (জৈব সমৃদ্ধতা) দেখব না—এটা একটা বিজ্ঞানবিরোধী ব্যাপার। Biological compatibility (জৈব সঙ্গতি) দেখে বিয়ে দেওয়া eugenics (সুপ্রজনন)-এর একটা মূল factor (দিক)। তাই আগে আমাদের দেশে বিয়ে দিতে গেলে ছেলেমেয়ের চৌদ্দ পুরুষের খোঁজ করত।

পুষ্পমা—পণপ্রথা তো আজও উঠল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্লেষের সঙ্গে বললেন—সেটা তুলব কেন? তা'হলে সুবিধা হবে কেন? প্রতিলোম চালাবার আইন হয়, এ-বেলা আইন হয় না কেন?

পুষ্পমা—আজকাল বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন হচ্ছে, ওটা অবশ্য ভাল লাগে না, তবে অনেক ক্ষেত্রে স্বামী বড় অত্যাচার করে, সেও বিশ্রী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ত্রীও কি অত্যাচার করে না? স্ত্রী যেমন স্বামীর অত্যাচার সয়, বহু স্বামীকেও তেমনি স্ত্রীর অত্যাচার সইতে হয়। সয়ে-বয়ে চলার জন্যই তো বিয়ে। অবাধ বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে আমেরিকায় কী হয়েছে, আমেরিকার ওরা আস্‌লে শুনিস।

পুষ্পমা—রাশিয়ায় তো বিয়েই নেই, অথচ সেখানে ভাল সন্তান হয় কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছি আবার ঘুরে আসছে। বৈশিষ্ট্য-সম্মত সুস্থ পারিবারিক জীবন আবার নূতন ক'রে গ'ড়ে উঠছে। এমনতরও শুনেছি যে co-education (সহশিক্ষা) তুলে দিচ্ছে। Co-education ও free-mixing (নারী-পুরুষের সহশিক্ষা ও অবাধ মেলামেশা)-এর বিষময় ফল তা'দের ইয়াদে আসছে। যেটাই অকল্যাণকর ব'লে বুঝছে, সেটাই বর্জ্জন করছে। ওরা যা' ত্যাগ করছে—আমরা তাই আঁকড়ে ধরছি।

পুষ্পমা—আগে পর্দ্দার আড়ালে কত কি হত, সেটা কি ভাল ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Cent percent (শতকরা এক'শ জন) ভাল হওয়া লোভনীয় বটে—কিন্তু তা' হয় না। তবে cent percent (শতকরা এক'শ জন) ভাল করার চেষ্টা করতে গিয়ে 60 percent (শতকরা ৬০ জন) যদি ভাল পাই সে কি ঢের ভাল নয়?

যারা বারবনিতা হয়, মুসলমানরা তা'দের জাতে তুলে নেয়, তা'দের নিকে ক'রে সমাজে ও সংসারে একটা স্থান ক'রে দেয়। এতে ঐ সব মেয়েরা মুসলমান সমাজের প্রতি যেমন কৃতজ্ঞ হয়, তেমনি বিদ্বেষ-পরায়ণ হয় হিন্দুদের সম্বন্ধে। কারণ, শত কাকুতি-মিনতি ক'রেও হিন্দুসমাজে তারা কোন আশ্রয় পায় না। তাই তা'দের সন্তানরা আবার হিন্দুর ভীষণ শত্রু হয়। তাছাড়া, আমাদের

অদূরদর্শী ব্যবস্থার ফলে কত মেয়ে একটু পদস্খলিত হ'য়ে গত্যন্তরবিহীন অবস্থায় মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। অবস্থা-অনুযায়ী ব্যবস্থা করবার মত নিষ্ঠা-সমন্বিত উদার বুদ্ধি যদি সমাজপতিদের না থাকে—তা'হলে তার ফল কী হ'তে পারে তা' তো হাতে-হাতেই দেখা যাচ্ছে। মেয়েদের পিতৃসম্পত্তি দিচ্ছ—কিন্তু আমি বলি তারা যা'তে কৃষ্টিসম্পত্তি না খোয়ায় তার কি ব্যবস্থা করছ?

পুষ্পমা—মুসলমানরা যে এত হিন্দুর মেয়ে নিয়ে গেল তার ক'টা উদ্ধার হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা বের করে দিতে পার, উদ্ধার করবে কেন? এখানে তো সারা ভারতের লোক আসে। গল্প শুনেছি, মীরাটে একটি মুসলমানের মেয়ে শ্রদ্ধাপরায়ণ হ'য়ে একটি হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করতে চাইলে তাকে বিধান দেওয়া হ'ল—২৬ দিন ফল খেয়ে থাকতে হবে। তা' যদি সে পারে তাহলে সে হিন্দুর ঘরে স্থান পাবে। তার অবশ্য খুব নেশা ছিল, তাই ঐ শর্তেই রাজী হয়েছিল। সে ২৬ দিন ফলাহারী হয়ে থাকার পর তাকে নদীতে স্নান করিয়ে হিন্দুর ঘরে স্থান দেওয়া হয়েছিল। কেন বাবা! অত কঠোরতায় কাম কি? অনুলোম বিবাহ তো অশাস্ত্রীয় বা অকল্যাণকর কিছু নয়, সে ব্যাপারে অত বাধা থাকবে কেন? আমরা সব সময়ে এমনভাবে চলি যা'তে আমাদের সমাজ ক্ষয়িষ্ণু না হ'য়ে পারে না। আবার শুনেছি হিন্দু মেয়েদের মুসলমানরা বের করে নিলে মুসলমান ঘরের মেয়েরা তাদের নাকি খুব আদরযত্ন ও খাতির করে। তাদের চুল বেঁধে দেয়, ভাল করে খাওয়ায় ও বিশেষ মর্য্যাদা দিয়ে চলে, যাতে কিনা ওখানে তাদের মন ব'সে যায়। অথচ তারা হিন্দু-সমাজে ফিরে আসার জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত হ'য়ে থাকে। তাহ'লে কি হবে? সেখানে তাদের স্থান দেবে কে? এই তো অবস্থা!

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথাভরা কণ্ঠে বললেন—হিন্দুদের দানা বাঁধার জ্ঞানই নেই। আমরা আমাদের কৃষ্টি ছেড়ে কখনও কমিউনিজম করি, কখনও সোসালিজম্ করি, কত ইজম্, নামও জানি না ছাই! আমি বলি—লেগে পড় ভালভাবে—আমাদের বাপ, বড় বাপ যে কৃষ্টিধারায় চলেছেন, তা' চারাতে। অর্থ সংগ্রহ ক'রে সংবাদপত্রের মাধ্যমে খুব propaganda (প্রচার) লাগাও। এমনতর ব্যবস্থা কর যাতে প্রত্যেক দিন কথাগুলি মানুষের চোখের সামনে পড়ে, কানের কাছে বাজে, যাতে সেগুলি বোঝা, ভাবা ও সেইমত চলা ছাড়া গত্যন্তর না থাকে। আমি চাই হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান, ভারতীয়-অভারতীয় সকলেই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরমপিতার অনুগামী হ'য়ে পরস্পর হাত ধরাধরি ক'রে সুখ-শান্তির পথে এগিয়ে চলুক। হিন্দুর মঙ্গল চাই ব'লে এ-কথা

কখনও ভাবি না যে অন্য কারও ক্ষতি হোক। জগতের মঙ্গলের জন্যই হিন্দুদের ভাল ক'রে দাঁড়াবার প্রয়োজন আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পুষ্পমার দিকে পরম স্নেহল দৃষ্টিতে তাকিয়ে অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর নিজেদের কৃষ্টির 'পর মমতা হয় না?

পুষ্পমা—হয় তো। কিন্তু আজকালকার ছেলেদের মেয়েদের প্রতি বড় অশ্রদ্ধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফিরিয়ে আনতে পারবি না, যা' গেছে তা'?

পুষ্পমা—আমি একা আর কতটুকু করতে পারি, সবাই যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তবে পারা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একাই করে। জোয়ান অব আর্ক-এর কথা শুনিসনি? দরিদ্র কৃষকের কন্যা একা কি কাণ্ডটা করল! পরে ইংরেজরা তাকে পুড়িয়ে মারল, কিন্তু মরেও যে ফরাসী জাতির মঙ্গল ক'রে গেল।

পুষ্পমা—তাঁদের শক্তি ছিল অসাধারণ, আমার সে শক্তি কোথায়?

শ্রীঠশ্রীাকুর—কে জানে যে তোমার মধ্যে সে-শক্তি নেই? ওর মধ্যে সে-শক্তি নেই? শক্তির মূল উৎস হ'ল indomitable ardour (অদম্য উৎসাহ)। Urge (আকূতি) এবং ardour (উৎসাহ) থেকেই শক্তি আসে।

পুষ্পমা—মুসলমানদের খুব একতা, আমাদের তা' নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরাও আন। ওরা পারে যদি তোমরাও পারবে। মুসলমান বলে তো আলাদা জাত ছিল না। আজ যেমন সৎসঙ্গ গড়ে উঠেছে সকলকে নিয়ে, এবং সৎসঙ্গের আওতায় যারা আছে তাদের বলে সৎসঙ্গী, তেমনি রসুলকে কেন্দ্র ক'রে যারা ছিল, তাদের নাম হয়েছিল মুসলমান। রসুলের খুব strong girdle (শক্তিমান আবেষ্টনী) ছিল। তিনি জবর মাল ক'টি পেয়েছিলেন, যার ফলে অত বাধা-বিঘ্নের মধ্যে win (জয়) ক'রে গেলেন।

মন্মথদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—দেখ, বরাবর করে তোমাদের মত নাছোড়বান্দা বাঁদররাই। শিবাজী তো মাত্র একটা সাধারণ ডানপিটে ছেলে। তার এমন চলা যে, সে যে-রামদাসের নির্দ্দেশ নিয়ে এতখানি ক'রে গেল, সেই রামদাস কিন্তু বরাবরই safe (নিরাপদ)। তাঁকে মোগলরা সন্দেহ করার সুযোগ পর্য্যন্ত পায়নি। শিবাজীর এমন দক্ষতা, যে তাকে যেখানেই যে-অবস্থাতেই রাখুক না কেন, রামদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তার কিন্তু কেউ আটকাতে পারেনি। কত কিংবদন্তী তার সম্বন্ধে হ'য়ে গেল। লোক বলতো তার পায়ে দুটো পাখা আছে। এত বিপদের মধ্যে এমনভাবে সুকৌশলে সব বিপদ এড়িয়ে চলেছে যে একটা ফলার ঘা বা গুলির আঘাত কিছুই তার গায়ে লাগেনি। তাই তা'কে লোকে

বলত পার্ব্বত্য মূষিক। যুদ্ধবিগ্রহে শিবাজীর কোন ক্ষত হয়নি, সে মারা গেল জ্বরে। শিবাজীর girdle (আবেষ্টনী) ছিল খুব strong (শক্ত)। শিবাজী আবার ছিল রামদাসের girdle (আবেষ্টনী)। মহাত্মাজীর girdle (আবেষ্টনী) strong (শক্ত) হ'লে ওভাবে তাঁর জীবন যেত না। মহাত্মাজী যেভাবে মারা গেলেন—আমরা এতজনে তাঁকে ভালবাসি অথচ পূর্ব্বাহ্নে warning (সাবধান বাণী) পাওয়া সত্ত্বেও স্বতঃ দায়িত্বে তাঁকে save (রক্ষা) করার ব্যবস্থা করলাম না—এটা insulting to our love (আমাদের ভালবাসার পক্ষে অপমানকর)। রসুল কত নিষেধ করতেন শিষ্যদের—শত্রুদের প্রতিশোধ না নিতে, কিন্তু তাঁর শিষ্যরা তাঁর পায়ে ধ'রে বলত—তোমার জীবনে যা' হানি আনে, তা' আমরা সইব না, সে-আদেশ আমরা পালন করতে পারব না। কী তীব্র ভালবাসা। ক্রাইষ্ট-এর girdle (আবেষ্টনী) ছিল কিন্তু weak (দুর্ব্বল)। আমার মনে হয় ইচ্ছা করলে পিটারই তাঁর life (জীবন) save (রক্ষা) করতে পারত একমাত্র মেরী ম্যাগডেলিনই দেখা যায় তাঁকে সত্যি ভালবাসত। তার মত করে সে resist (প্রতিরোধ) করতে চেষ্টা করেছে। ক্রাইষ্ট-এর মৃত্যুর পর সে কেবল পাগলের মতন তাঁকেই খোঁজে, তাঁর কথাই জ্বলন্ত উন্মাদনায় কয়। লোকে তখন আকৃষ্ট হয়। ক্রাইষ্ট-এর appreciation (কদর) হচ্ছে দেখে apostle (ধর্ম্মপ্রচারক শিষ্য)-রা তখন এক-এক ক'রে ক্রাইষ্ট-এর কাপড়-চোপড়, রুমাল, খাতাপত্র বগলে নিয়ে বের হতে লাগল। ভাবল এই বেলায় আসর জমিয়ে না নিলে তো ঐ মেয়েটাই prominent (প্রধান) হ'য়ে যাবে।

একদাদা—মহাত্মা মরেই দুনিয়ার কাছে আরো বড় হয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচিয়ে রেখে তাঁকে crown (সম্মানিত) ক'রে উপভোগ করার প্রলোভন যদি না থাকে সে কেমন ভালবাসা? ঐ যে গীতায় আছে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—ও বড় জবর কথা। এর তাৎপর্য্য হ'ল এই যে, তোমার বৃত্তিধর্ম্মই থাক আর যাই থাক সব-কিছুকে উপেক্ষা ক'রে তোমার চরিত্র, তোমার চলন, তোমার বলন, তোমার ব্যবহার, তোমার বুদ্ধি—সবই যেন সর্ব্বদা আমাকে protect (রক্ষা) ক'রে চলে। ফলকথা, তুমি সব sacrifice (ত্যাগ) করতে পার কিন্তু আমাকে কখনও sacrifice (ত্যাগ) করো না। এতেই তুমি সব পাপ থেকে ত্রাণ পেয়ে যাবে। এই হ'ল শান্তির পথ, মুক্তির পথ। এই সহজ তুকটি যে জীবনের প্রতিপদক্ষেপে প্রয়োগ ক'রে চলতে পারে, তার আর ভাবনার কিছু নেই।

এইটুকুই হ'ল তাঁকে ভালবাসার মোক্ষম পরিচয়।

একটু থেমে আবার ব'লে চললেন—ভালবাসা পুরুষকারে ভরা। ভালবাসায় কাপুরুষতা নেইকো। কাপুরুষতা আছে lust-এ (কামে), love-এ (ভালবাসায়) নয়। Lust মানে কামনা, শুধু কামপ্রবৃত্তি নয়। আমি যদি কোন মানুষকে প্রধান ক'রে না ধ'রে কোন-কিছু পাওয়ার জন্য তাঁকে ভালবাসি ব'লে দেখাই, সেইটাই lust (কাম)। এটা শুধু lust (কাম) নয়, hypocrisy (কপটতা)-ও বটে। এই রকমটাই তথাকথিত প্রেমিক ও প্রিয় উভয়ের পক্ষেই অস্বস্তিকর, শুধু অস্বস্তিকর, নয়, অপমানকরও বটে। তুমি যদি ধার্ম্মিক হও, অধর্ম্মকে তুমি নিরোধ করবেই, তুমি যদি স্বাস্থ্য চাও, ব্যাধিকে তুমি অবশ্যই নিরোধ করবে। যদি অহিংসা চাও, হিংসাকে তোমার নিরোধ করাই লাগবে। ক্রাইষ্ট মন্দিরে গিয়ে যখন দেখলেন যে, মন্দিরকে একটা বাজার ক'রে ফেলেছে, ব্যবসা পাতিয়ে বসেছে সেখানে, ঠক-জোচ্চুরি চালাচ্ছে সেখানে, তিনিই তো চাবুক হাতে ব্যবসাদারদের মেরে তাড়িয়ে বের ক'রে দিলেন মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে। রুদ্রকণ্ঠে হেঁকে বললেন—"আমার পিতার মন্দির তোমরা এইভাবে অপবিত্র করছ?" এটা কি cvil (অসৎ)-কে rcsist (প্রতিরোধ) করা নয়? তাই বলছিলাম, ধর্ম্ম যার জীবনে জাগ্রত আছে তার মধ্যে অসৎ-নিরোধী পরাক্রম সক্রিয় হ'য়ে মাথা তোলা দেবেই কি দেবে! নইলে ধ'রে নিও ধর্ম্ম তার কাছে কথার কথা মাত্র। সে আছে অন্য ফিকিরে। বাইরে চলছে ধর্ম্মের বাহানা নিয়ে। অসৎ-নিরোধী হওয়া মানে বাঘ-ভাল্লুক সাজা নয়কো। ইষ্টপ্রেমী যে, সে হয় মঙ্গললিপ্সু মানুষ। সবার ভাল চাওয়া, সবার ভাল করা—এই হ'য়ে দাঁড়ায় তার নেশা। এবং কারো প্রতি দ্রোহ বা বিদ্বেষভাব পোষণ না ক'রে ক্ষেত্রবিশেষে সে মানুষের মঙ্গল চেয়েই তার প্রতি প্রয়োজন ও মাত্রামত কঠোর হয়। এই কঠোরতা প্রদর্শন কিন্তু মঙ্গল-বুদ্ধির অচ্ছেদ্য অঙ্গ। মা যেমন সন্তানকে অনিবার্য্য ক্ষেত্রে শাসন করে, তার রকমটাও হয় তেমনতর। এতে মানুষ শুধরে ওঠে। অসৎকে প্রশ্রয় দিলে যে অসৎ কর্ম্মে লিপ্ত তারও যেমন ক্ষতি করা হয়, নিজের ও পরিবেশেরও তেমনি ক্ষতি করা হয়। তাই এটা অপরাধ। রোগীকেও হিংসা ক'রো না, রোগকেও হিংসা ক'রো না—এ-কথা কি মহাত্মা কখনও বলেছেন? আমি কই—"তুমি বাবা নিজেও ম'রো না, অন্যকেও মেরো না, পার তো চিরদিনের মত মরণের মৃত্যু ঘটিয়ে দাও।" মানুষের বাঁচার আকূতি বড় প্রবল, মানুষ আত্মহত্যা করতে গিয়েও নাকি শেষ মুহূর্ত্তে বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। তাই বলি, নিজে বাঁচ এবং সবার বাঁচার পথ প্রশস্ত ক'রে দাও, উন্মুক্ত ক'রে দাও, এন্তার ক'রে দাও, অঢেল ক'রে দাও। ধর্ম্ম ব'লে যদি কিছু থাকে, তার মামলোৎ

এর মধ্যেই নিহিত। এক-কথায়, ধর্ম্ম তাই যা' পরিবেশসহ প্রত্যেকটি মানুষের বাঁচা-বাড়াকে ধ'রে রাখে ও পুষ্ট ক'রে তোলে। তা' নিপাত করে, নষ্ট করে, ক্ষয় করে যা' তাই অধর্ম্ম। নিজের প্রাণে হাত দিয়ে বুঝলেই সব সহজে বোঝা যায়। কচকচির ব্যাপার এর মধ্যে কিছু নেই। ভেবে দেখো না—রোগের চিকিৎসা ক'রে সুস্থ হওয়া ধর্ম্ম, না রোগের আহার জুগিয়ে রোগকে পুষ্ট ক'রে তার কবলে প'ড়ে নিঃশেষ হওয়াই ধর্ম্ম? হিংসা-ব্যাধির বেলায়ও ঐ কথা খাটে। অসৎ-নিরোধ একটা চিকিৎসাবিশেষ। নিজে আত্মস্থ থেকে যে যত নিখুঁত ও নিপুণভাবে কুশল-কৌশলের সঙ্গে এটা করতে পারে, সে তত জয়ী হয় জীবনে।

রাত গভীর হ'য়ে চলেছে। ভক্তবৃন্দ স্তব্ধ হ'য়ে শুনছেন তাঁর সুধা-মধুর অনবদ্য-সুন্দর অমৃত-কথন। বাইরের জগৎ যেন তাদের কাছে মুছে গেছে, সামনে জেগে আছে শুধু প্রিয়তমের মনলোভা প্রেমমুখখানি।

জনৈক দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—সর্ব্ব ধর্ম্ম মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর--কামের ধর্ম্ম, ক্রোধের ধর্ম্ম, লোভের ধর্ম্ম, অহংকারের ধর্ম্ম, মাৎসর্য্যের ধর্ম্ম, প্রচলিত সংস্কারের ধর্ম্ম, প্রত্যেকের মনগড়া ধর্ম্ম, ত্যাগের ধর্ম্ম, ভোগের ধর্ম্ম, কৃচ্ছ্রতার ধর্ম্ম, অর্থ-মান-যশের ধর্ম্ম—এর কি কিছু ইয়ত্তা আছে? তাই এক-কথায় বলেছেন সর্ব্ব ধর্ম্ম। তুমি এই সব-কিছুকে sacrifice (ত্যাগ) করতে পার কিন্তু not me (আমাকে নয়)। আমাকে যদি রাখো, জীবনের জন্য, বৃদ্ধির জন্য, প্রকৃত উপভোগের জন্য যা' তোমার প্রয়োজন সবই অক্ষত থাকবে। আমাকে যদি না রাখো, তুমি যাই পাও আর যাই ধ'রে রাখো, সবই তোমার কাল হ'য়ে দাঁড়াবে। তোমার অস্তিত্বই একদিন বিপন্ন হ'য়ে পড়বে।

এরপর মন্মথদা এক ভদ্রলোকের কোষ্ঠী শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাতে লাগলেন। তখন রাত ১২টা। শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকমিনিট পর উঠে পায়খানায় গেলেন। প্যারীদা গাড়ু-গামছা নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে গেলেন। সেখান থেকে এসে দয়াল ভোগে বসলেন। শ্রীশ্রীবড়মা একখানি তালপাতার পাখা হাতে নিয়ে প্রসন্নবদনে পাশে ব'সে গল্প করতে-করতে পরম যত্নসহকারে তাঁকে আহার করালেন। বাদুলে পোকা যাতে ভোগ নষ্ট করতে না পারে, সেদিকে শ্যেন দৃষ্টি রেখে তিনি পাখা চালিয়ে যেতে লাগলেন। পাশাপাশি লক্ষ্মীজনার্দ্দনের এই ঘরোয়া, মনোরম, অন্তরঙ্গ ছবি আজও মনের আকাশে জেগে আছে শুকতারার মত।

২৫শে আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ৯।৭।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর মাঠে চৌকিতে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি, চোখে তাঁর স্নেহ মমতা করুণার নির্ঝর, ভক্তবৃন্দ

চতুর্দ্দিকে ঘিরে বসে আছেন। দর্শন করছেন তাঁর ভুবন-ভোলানো অপরূপ রূপ, যে রূপ স্বতঃই মানুষকে ক'রে তোলে কারণমুখী, অন্তর্ম্মুখী, ধ্যানের প্রেরণা যোগায় সত্তার গভীরে। আজকের আকাশ বেশ পরিষ্কার। দুপুরে আজ বেশ গরম পড়েছিল, কিন্তু এখন ঝির-ঝির করে হাওয়া দিচ্ছে। তাই ভালই লাগছে সবার। শ্রীশ্রীঠাকুর এক-একবার তামাক খাচ্ছেন আর দৃষ্টি-প্রসাদে শান্তিসিক্ত ক'রে তুলছেন প্রতিপ্রত্যেকটি ভক্তকে।

আজকের ডাকে লাহোর থেকে একখানি হাদিস এসেছে। গোপেনদা (রায়) বইখানি হাতে করে এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—কী বই রে?

গোপেনদা—এ একখানা হাদিস। লাহোরে এই বই পাঠাবার জন্য লেখা হয়েছিল। আজ ভি, পি এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর চকিতে উঠে বসে সসম্ভ্রমে হাদিসখানি দুই হাতে গ্রহণ ক'রে কপালে ঠেকালেন। প্রফুল্লকে শ্রীশ্রীঠাকুর চশমা আনতে ইঙ্গিত করলেন।

চশমা আনার পর দয়াল চশমা চোখে পরে হাদিসখানি পড়তে লাগলেন। পড়তে-পড়তে উল্লাস ভরে ব'লে উঠলেন—সব জায়গায়ই এক কথা, শুধু দেশ-কাল-পাত্রভেদে রকমারি করে বলা। মনে হয় যেন সব-কিছু আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্হাদির প্রতিচ্ছবি।

এরপর ধানবাদের গৌরদা, কলকাতার নবাগত কয়েকজন দাদা এবং আশ্রমের সমবেত কর্ম্মীদের লক্ষ্য ক'রে কাজকর্ম্ম সম্পর্কে গভীর আবেগ-আগ্রহের সঙ্গে বলতে লাগলেন—আজ দেশের অবস্থা, জগতের অবস্থা গুরুতর। কোন সময় কোথায় যুদ্ধ বেধে যায় ঠিক নেই। International situation (আন্ত-র্জ্জাতিক অবস্থা) মোটেই সুবিধাজনক নয়। একদিকে রাশিয়া, অন্যদিকে ইংল্যান্ড-আমেরিকা—এদের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই চলছেই। কোন্ সময় যে কি বেধে যায় ঠিক নেই। ভারত যদি রাশিয়ার দিকে ঢলে আর পাকিস্তান যদি Anglo-American block (ইঙ্গ-আমেরিকান জোট)-এর দিকে ঝোঁকে, তাহলে বিপর্যয় কিছু কম হবে না। চারিদিকের অবস্থা যা', তাতে যুদ্ধ না বাঁধলেও কেউ শান্তিতে থাকতে পারবে না। আবার হায়দারাবাদের ব্যাপারে যদি তাড়াতাড়ি কোন সমাধান না হয়, তাহলে পাকিস্তান Pan Islam block (সমগ্র ইসলামী জোট), ইংল্যান্ড আমেরিকা সবাই একসঙ্গে মিলে ভারতকে হয়তো কোণঠাসা করতে উঠে-পড়ে লাগতে পারে। গতিক দেখে যা' মনে হয় তাই বলছি। পরমপিতার দয়ায় খারাপ কিছু না ঘটে তা হলেই বাঁচি। তবে সবার মঙ্গল সাধনের দায় আমাদেরই। তাই আমি বলছি, এখনও সময় আছে—তীব্র গতিতে

ত্বরায় এমন দেড় লাখ লোককে দীক্ষিত ক'রে তোল যাদের প্রত্যেকে রোজ অন্ততঃ তিন টাকা ইষ্টভৃতি করবেই আর এমন আড়াইশ লোক যোগাড় কর যারা সৎসঙ্গের ভাবধারা প্রচারের জন্য প্রতিমাসে অন্ততঃ একশত টাকা ক'রে কৃষ্টিপ্রহরী করবে। আরো কম লোককে দিয়ে কিংবা কিছু বেশী লোককে দিয়ে যেমন ক'রে পার প্রচার ও প্রসারের জন্য মাসে অন্ততঃ পঁচিশ হাজার টাকার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি ক'রে ফেল। কতকগুলি ভাল-ভাল দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে নিত্য তোমাদের ভাবধারা সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দাও। এই হ'ল আপাততঃ to start with (প্রারম্ভে)। শুধু একটা প্রদেশের কয়েকখানা ভাল কাগজে প্রচার হলেই চলবে না। প্রত্যেক প্রদেশের ভাল-ভাল কাগজগুলির মধ্য-দিয়ে পরমপিতার কথা চারানো লাগবে। এই stage-এ (অবস্থায়) নিজেদের কাগজ বের করার চাইতে existing renowned paper (চালু বিখ্যাত পত্রিকা)-গুলির through দিয়ে (মাধ্যমে) ventilate (প্রকাশ) করাই যুক্তিযুক্ত। মহাত্মাজী এই কাজটা করেছিলেন। যা হোক, পরে আমাদের নিজেদের কাগজ বের করলে এই সব কাগজ আপনা থেকেই আমাদের support (সমর্থন) করবে, কারণ আগে থাকতেই তাদের দিয়ে আমাদের সুর গাওয়ানো থাকল। Daily hammering (নিত্য জোরের সঙ্গে বলা), daily knocking (নিত্য-সৎ-সংঘাত দেওয়া) চাই-ই। Knock, and the door will open (আঘাত কর এবং তাতে দরজা খুলবেই)—এই যা ভরসা। এমনতর ব্যবস্থা কর যাতে প্রত্যেক দিন পরমপিতার কথা মানুষের সামনে পড়ে, কানের কাছে বাজে, যাতে কিনা লোকে ভাবতে ও বুঝতে বাধ্য হয়। এই কাজ শুরু হ'লে, specific (বিশিষ্ট) দেড় লাখ দীক্ষার কাজও তরতর ক'রে এগিয়ে যাবে। (অভয় হস্ত উত্তোলন ক'রে বরাভয় দানের ভঙ্গীতে বললেন) —এ-কাজ যদি এখনি করতে পার দেখতে-দেখতে সব মেঘ উড়িয়ে দেব। এই উপযুক্ত সময়, এখনও সব unsettled (অস্থির) অবস্থায় আছে। স্বাধীনতা হলেও মানুষের মনে জ্বালা আছে—অন্ততঃ নিত্যকার অভাব-অসুবিধার দরুন। এই যা' বললাম এটা হ'ল foundation stone (ভিত্তি প্রস্তর)। এর উপর দাঁড়িয়ে পরমপিতার ইচ্ছা পূরণে এমন শক্ত সংহত ইমারত গড়ে তুলতে হবে, যার একখানা ইটও যেন কখনও না ভাঙ্গে। আমি যা' বলছি—পিছটান ছেড়ে দিয়ে যদি লাগ লহমায় হ'য়ে যেতে পারে। এক কলকাতা থেকেই হয়। আমাদের মোহন (বন্দ্যোপাধ্যায়) যখন পারে তখন সবাই পারে। একটা মুদীর দোকান-ওয়ালা, বিড়িওয়ালা, উকিল, ডাক্তার যাদের নিত্য রোজগার আছে তারাই পারবে রোজ তিন টাকা ইষ্টভৃতি করতে। তাদের মাতিয়ে তোলা লাগবে, বোঝান লাগবে, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া লাগবে আমরা আজ কোথায় দাঁড়িয়ে

আছি। আমাদের কত মেয়ে আজ প্রতিলোম বিয়ের খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে, আমরা যেন ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেওয়ার জন্য পা বাড়িয়েই আছি। হিন্দুর ছেলে জানে না কী তার বৈশিষ্ট্য, কী তার করণীয়। হীনম্মন্যতা-পরামৃষ্ট কত-কত মহাজন আছেন যাঁরা আজ মনুসংহিতা পোড়াচ্ছেন। ছোট মুখে বড় কথা হ'য়ে যায়—আমার মনে হয়, তারা যতই বিদ্যা দিগ্‌গজ হো'ন না কেন মনুকে ধরার মত মাথাই তাঁদের নেই। প্রতিলোম বিয়ে আজ দেদারে চালাচ্ছে, কিন্তু প্রতিলোমের সন্তান খারাপ হবেই। এই হ'ল বিধি, এই হ'ল বিজ্ঞান। বিধি ও বিজ্ঞানকে অবহেলা করলে তা রেহাই দেবে না কাউকে। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই তা মানুষ জ্ঞানতঃই করুক বা অজানাবশতঃই করুক। মানুষের জগতে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হ'ল মানুষ, আর মানুষের আদিম মূলধন হ'ল তার জন্মগত প্রকৃতি। অনেকাংশে তাই-ই মানুষের বর্ত্তমান জীবনের কৃতি বা কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রিত করে। আর, তার উপর নির্ভর করে তার দীক্ষা, শিক্ষা, সাধনা ও প্রজননের সার্থকতা। বিপর্য্যয়ী জননের ফলে যেখানে এই জন্মগত প্রকৃতি বিধ্বস্ত হ'য়ে যায়, সেখানে তার প্রতিকার বিধাতারও দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে। কথায় বলে—শিরে করলে সর্পাঘাত তাগা বাঁধবে কোথা? কোন ওঝায় তখন আর কূল খায় না। প্রতিলোমও জাতীয় জীবনে তজ্জাতীয় অশনি-সম্পাত বিশেষ। (কথাগুলি বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের উজ্জ্বল তপ্তকাঞ্চনবর্ণ যেন বেদনায় নীল ও পাণ্ডুর হ'য়ে উঠলো। তাঁর ব্যথাদীর্ণ মুখের দিকে যেন আর চাওয়া যায় না, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে।)

এই রকম দুঃসহ অবস্থায় কয়েক মিনিট নীরবে কাটল। তারপর তিনি পূর্ব্বসূত্র ধ'রে আবার বলে চললেন---আগে ছোট ঘরের মেয়ে বড় ঘরে দেওয়ার যেমন ঝোঁক ছিল, এখন তার উল্টো ঝোঁক পেয়ে বসেছে। প্রতিলোমে কখনও কি ভালো হয়েছে? কুত্তার বেলাতেই দেখ না! একটা প্রতিলোম কুকুর treacherous (বিশ্বাসঘাতক) হবেই, সে যতই দর্শনধারী হো'ক না কেন তাকে পোছে কে? কিন্তু একটা pedigreed dog (সদ্বংশজাত কুকুর)-এর কত কদর! সে দেখতে হয়তো কিছুই না তবু তার দাম হয়তো পাঁচশো টাকা। সে কিছুতেই betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করবে না—শত লোভানীতও না, ঐ-ই-ই তার বৈশিষ্ট্য। মানুষও animal (জীব), কুকুরও animal (জীব), কুকুরের বেলায় যেটা বুঝি মানুষের বেলায় কেন সেটা বুঝতে চাই না? আমাদের culture (কৃষ্টি) আমরা বুঝতে চাই না কিন্তু পৃথিবীর চিন্তাশীল লোকেরা তার তাৎপর্য্য বুঝতে চেষ্টা করছে। তারা বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষময় ফল বুঝতে পেরে তার হাত থেকে রেহাই পাবার পথ খুঁজছে, আর আমরা তা introduce

(প্রবর্ত্তন) করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছি। এক মায়ের পেটে পাঁচ বাপের যদি সন্তান হয়, মেয়েদের বহুবিবাহ যদি হয়, তবে সন্তানগুলি না পায় মা, না না পায় বাবা। কি অসহায় অবস্থা তাদের! বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে কি কঠিন অবস্থাই না দাঁড়িয়েছে আজ পাশ্চাত্য দেশে। ওদের দেশে ওরাও বলে পাশ্চাত্যে আজ first rate (প্রথম শ্রেণীর) মানুষের অভাব দেখা দিচ্ছে। অনেকেই বলছে এর মূলে আছে বিবাহ ব্যাপারে maladjustment (অসামঞ্জস্য)। ওরা যা' ধরতে পারছে আমরা তা' ধরতে পারছি না। তাই সর্ব্বনাশের পানে সর্ব্বনাশা আগ্রহে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছি। আমাদের রুখবার, ধরবার, দেখবার কেউ নেই আজ। আমি শুধু আকুল হ'য়ে অপেক্ষা করছি কবে তোমরা আমার মনের অবস্থা বুঝে আমার ইচ্ছাগুলি পূরণ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগবে। যা' যা' বলছি এখনি কর লক্ষ্মীরা, দেখ আমি কী করি। তোমরাই হবে saviour of India (ভারতের উদ্ধাতা), saviour of world (পৃথিবীর উদ্ধাতা) দেখতে-দেখতে ভারত আবার দুনিয়ার গুরু হ'য়ে দাঁড়াবে। Unemployment (বেকারী) বা অভাব বলতে দেশে কিছু থাকে তা আমি চাই না। তিন মাস অন্তর প্রত্যেকের কাছ থেকে দশ টাকা ক'রে চেয়ে নিয়ে এক-একটা মস্ত industry (শিল্প) start (আরম্ভ) করব। Agriculture, industry ও production-এ (কৃষি, শিল্প এবং উৎপাদনে) flood (প্লাবিত) ক'রে দেব সারা দেশ। লোক unemployed (বেকার) থাকলেই বিপদ, প্রত্যেককেই profitably (লাভজনকভাবে) engage (নিয়োজিত) করা লাগবে। পরমপিতার এই কাজের জন্য চাই মানুষ, চাই টাকা। আবার এটাও ঠিক—রাজা-গজা দিয়ে এ কাজ হবে না, তোমাদের মত নেংটে, যাদের কলজে আজও তাজা আছে, তাদের দিয়েই হবে—তোমরাই পারবে, লাগ, ভাল করে লাগ। এক আদর্শে মানুষগুলিকে গেঁথে ফেল, integration (সংহতি) আসলে পৃথিবীতে কারও তোমাদের সঙ্গে পারার জো নেই। নচেৎ সবার আহার হ'য়ে থাকবে, যেন ফড়িংয়ের দল, এক-এক ক'রে ধ'রে-ধ'রে অন্যেরা খাবে। আবার কই—আমি যা' চাই, তাড়াতাড়ি ক'রে ফেল।

তাঁর এবং উপস্থিত সবার চোখে-মুখে এখন জ্বলছে এক প্রাণময় উদ্দীপনার শ্বেত-শিখা।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর শবরীর কথা তুললেন।

পুষ্পমা—শবরী কে? নীচ জাতির মেয়ে বুঝি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজ-শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ।' শবরীর কথ শুনলে বুক কেমন করে! তার শৈশবকালে এক ঋষি তাকে বলেছিলেন—

নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র একদিন আসবেন তোমার কাছে, তাই তুমি তাঁর জন্য নিত্য জাগ্রত ও প্রস্তুত থেকো। সেই থেকেই রোজই সে ঘরদোর মোছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখে, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় থাকে। গাছের পাতাটা নড়লে তার মনে হয় এই বুঝি তিনি আসেন। মুহূর্তের পর মুহূর্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রি তার এই ব্যগ্র প্রতীক্ষায় কেটে যায়। গেল কৈশোর, গেল যৌবন, পার হ'য়ে গেল প্রৌঢ় বয়স; বার্দ্ধক্য ও জরা তাকে ঘিরে ধরল, তবু সে আশা ছাড়ে না, প্রতীক্ষায় দিন গোণে, প্রভুর আগমন-প্রত্যাশায় উন্মুখ উৎকর্ণ হ'য়ে থাকে। তখন একদিন সে পেল চিরপ্রতীক্ষিত শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন। সেদিন তার কি সুখ! সেই জরাজীর্ণ দেহেই তাঁর সেবা ক'রে জীবন সার্থক করল।.........রামচন্দ্রেরও বড় কষ্টের জীবন।

পুষ্পমা—কষ্ট কেন? এঁরা তো মহৎ লোক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাঁরা মানুষের দরদী হয় তাঁদের মানুষের জন্যই অনেক ব্যথা সইতে হয়। তাঁদের ব্যথামুক্ত রাখতে গেলে আমাদের বুঝে চলা লাগে—আমরাই পারি তাঁদের ব্যথা লাঘব করতে, যদি ভালবাসি তাঁদের—এবং ভালবেসে তাঁদের মনের দিকে চেয়ে চলি।

পুষ্পমা—রামচন্দ্র সীতার বনবাস দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেও লোকের জন্য।

পুষ্পমা—অযথা কষ্ট দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামচন্দ্র জানতেন প্রজানুরঞ্জন তাঁর যেমন করণীয় সহধর্ম্মিণী হিসাবে সীতারও তাই। আসল ভঙ্গীতে কেউ দেখে না। থিয়েটার-এ দেখায় রামচন্দ্র যেন অন্যায় করেছেন—কিন্তু তিনি কেন, কি জন্য কোন্‌টা করলেন সেটা unfold (অনাবৃত) ক'রে কেউ দেখায় না। বালী-বধ অন্যায় ব'লে চিত্রিত করে—কিন্তু রামচন্দ্র বালীকে বলেছেন—"তুমি এই-এই পাপ করেছ যার দরুন তোমার এই শাস্তি। আমি কেউ না, রাজা ভরত, তবে এ রাজদণ্ড", কত দুঃখিত অন্তরে তিনি বালীকে সব বুঝিয়ে বলেছেন মারবার আগে—সেটা আর দেখায় না।

এরপর পূর্ব্বকালীন সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে কথা উঠল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে নিয়ম ছিল বিধবা ভাইবৌ বিয়ে করা যেতো, তাই বলে দেবর মানে দ্বিতীয় বর—সে নিয়ম অবশ্য উঠে গেছে—এ নিয়ম ছিল যা'তে মেয়েরা না বেরোয়—কুলে থাকে—কুলঘাতিনী হওয়া মহাপাপ, কুলপালিনী হ'য়ে কুলের নিষ্ঠা, গৌরব develop (বৃদ্ধি) করা ছিল তা'দের মস্ত কাজ। আগে সমাজ-বিধান এমন ছিল যে, বারবনিতা কম ছিল। তারাও হিসাব ক'রে লোক নিত—বিশেষতঃ বর্ণের হিসাব! এখনকার মত যাকে পায় তাকে নিয়ে

ডুগি-তবলা বাজাতে সুরু করা তা' ছিল না তা'দের। পূর্ব্বের বিধানের ফলে বারবনিতা হওয়ার প্রয়োজনই ছিল না।

পুষ্পমা—বহুবিবাহ ছিল, উঠে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। মেয়ে থাকবে কতগুলি দুঃস্থ হ'য়ে, যারা হবে সকলের খোরাক। মুসলমানরা কিন্তু রসুলের কথা মেনে আজও বহুবিবাহ বজায় রেখেছে—আমাদের রসুল—আমাদের ঋষি মহাপুরুষদের কথা কেউ শোনে না। বহুবিবাহে স্বামীর প্রথমা স্ত্রী ও স্বামী এই দুই নিয়ে যেন নারীর স্বামী—স্বামী মানে সত্তা—life, জীবন—ইংরেজদের husband নয়, husband মানে বাড়ীর কর্ত্তা। সতীন মানেও সত্তা। আবার ছিল প্রথমা স্ত্রীর consent (সম্মতি) ছাড়া স্বামীর পুনরায় বিয়ে হ'তে পারবে না—সীতা বিয়ে দিলে রামচন্দ্র বিয়ে করতে পারবেন। আগে উচ্চবর্ণের মেয়ের যখন বিয়ে হ'ত সেই সঙ্গে দুই-একজন নীচু ঘরের মেয়ে যৌতুক দিয়ে দিতো—তারা হতো দাসীপত্নী, কিন্তু তা'দের সন্তান হ'ত কত উঁচু। যেনতেন প্রকারেন উচ্চসংশ্রব উচ্চগতি বাড়িয়ে দেওয়াই ছিল লক্ষ্য।

পুষ্পমা—এখনকার মেয়েরা হিংসুটে, সতীনকে সইতে পারে না, তাই স্বামীর পক্ষে ভাল হ'লেও তারা বহু বিবাহ দিতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে সকলের প্রতিই হিংসুটে—আগে বেশীর ভাগ মেয়েরা ছিল স্বামী-পোষক—এখন বেশীর ভাগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে শোষক—দোহক। চুষতে-চুষতে কাঁকলাস ক'রে ছেড়ে দেয়—তখন divorce-টা (বিবাহবিচ্ছেদ) হ'লেই হয়। আর একটা জিনিস—তুমি হয়তো কারও বৌ, তোমার স্বামীকে যদি তোমার সত্তা ব'লে জান তা'হলে তা'র interest-ই (স্বার্থ) তোমার interest (স্বার্থ), তা'কে বাঁচান মানে তোমার নিজেকে বাঁচান, তার সুখ-শান্তি বিধান করা মানে তোমার নিজের সুখ-শান্তি বিধান করা—তাই, জীবনের বিরোধী শক্তি হাজার মজুত থাকলেও আমরা যেমন সব adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে বাঁচতে চেষ্টা করি—স্বামীকে সত্তা ব'লে জানলে তেমনি যত গোলই থাক—তা'কে এবং তা'র envirorment (পরিবেশ) নিয়ে চলতে, যে-ক্ষেত্রে নিরাকরণী করণীয় যা' তা' আমরা করিই—নিজেদের জানের দায়ে, প্রাণের দায়ে, কারণ, তা' না করলে নিজ জীবনই যে ক্ষুণ্ণ হবে। তাঁ'র অসুখ-অশান্তি হ'লে নিজেরই তা' হবে, এবং কিছুতেই তা' হ'তে দেব না। সেইজন্য বলে সতী—সতী এসেছে অস্-ধাতু থেকে—যার মানে—থাকা, বিদ্যমানতা, জীবন—সতীর কাজ হ'ল নিজের জীবন দিয়ে স্বামীর পোষণ—তার সত্তার সম্বর্দ্ধনা।

Divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) করলে তোমার পেটে তোমার তিন স্বামীর

হয়তো দুটি দুটি ক'রে ছ'টি ছেলে হ'ল—তারা কেউ বাবা পেলো না—তোমারও যেমন মাতৃত্ব—মাও থাকলো না তাদের—কুকুরের বাচ্চার মত অবস্থা তাদের। আমিই যদি জন্মাবধি নিজেকে দেখতাম একটা কুকুরের বাচ্চার চাইতে আমার অবস্থা আদৌ উন্নত নয়, নেই স্নেহ, নেই মমতা, নেই দরদ, নেই আশ্রয়, লাথি-ঝাঁটা খেয়ে বেড়াচ্ছি—তখন কেমন লাগতো? Divorce-এর (বিবাহ-বিচ্ছেদের) ফলে সন্তানের sentimental asset ও spirit-টাই spurn করা হয় (ভাবসম্পদ ও আত্মিক শক্তিকেই উপহাস করা হয়)। তার হয়তো orphanage-এ (অনাথ-আশ্রমে) স্থান গ্রহণ করতে হয়। ছেলেপেলে লাথি মেরে ফেলে আর এক পুরুষের সাথে মা ছুটলো—ছেলের প্রতি নেই মমতা, নেই বুকভরা প্রাণভরা টান—তেমন মায়ের ছেলে হওয়া যে জীবনে কতখানি বঞ্চিত হওয়া তা কি কল্পনা করতে পার? নিজের উপর দিয়ে কি ভেবে দেখেছ? কী অপরাধ করেছে তোমার এই সন্তানেরা—শিশুরা, তাদের তো তুমিই এনেছ, তুমিই ধরেছ পেটে, তাদের কেউ নেই, দুনিয়ার যেদিকে তা'রা চায়, সেই দিকেই শূন্য, মহাশূন্য—হাহাকার ভরা জীবন তাদের—এমনতর মহাপাপের ফলে ভগবানের মহা অভিসম্পাত কি তোমাকে রেহাই দেবে? তাই ভেবে দেখ, এহেন divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) কি ভাল?

পুষ্পমা—তাহ'লে ও দেশের মত আমাদেরও পারিবারিক জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, দুর্ব্বহই হয়।

পুষ্পমা—আচ্ছা, বিভিন্ন দেশের বিদ্বান লোক এ সব আইন করছেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা ঋষি নয়, প্রকৃত বিদ্বান যাকে বলে, যাদের practical knowledge (বাস্তব জ্ঞান) আছে তাও নয়—তারা theory (মতবাদ)-ওয়ালা। অনেকের হয়তো লোভ থাকে কারও উপর, অনেকের আবার আক্রোশ থাকে অহং আহত হয়েছে ব'লে—সেই বেতালির ঠেলায়, চেষ্টা ক'রে, কষ্ট ক'রে বড় হ'য়ে দক্ষতার আসনে দাঁড়িয়ে সেই আক্রোশের শোধ তোলে। Selfish consideration (স্বার্থপর বিবেচনা) বড় হ'য়ে থাকে, তাদের একপেশে বুঝ তারা বোঝে—বৃত্তিতে coloured (রঙ্গীন) থাকার দরুন অন্যদিক চোখে পড়ে না। ঋষি হ'লে প্রত্যেকের বুকের ব্যথা নিজের উপর দিয়ে বোধ করে—'আমি যদি এমন হ'তাম, তাহ'লে কী হ'ত—সকলের দরদে দরদী হ'য়ে সকলকে নিজের মত এবং সকলের মত ক'রে নিজেকে বোধ ক'রে সব দিক দেখে সবার কল্যাণ যা'তে হয় তেমনতর বিধান তাঁরা দেন।

মনে কর, বদমাইস মেয়ে তুমি, একটি বদমাইস ছেলের সঙ্গে তোমার দেখা

হ'ল—সে বললে, 'জীবন উপভোগের জন্য,—যৌবনের ডাক এসেছে তোমার জীবনে—সে স্রষ্টারই দান। প্রেম বাঁধনহারা, তাকে কেন রুদ্ধ ক'রে রাখবে, সংকীর্ণ ক'রে রাখবে? তা ক'রলেই তো জীবনকে, যৌবনকে অস্বীকার করা হবে।' এইভাবে বক্তৃতা ক'রে তোমাকে ভজাল—তুমিও ভাবলে বেশ কথা—এই-সব বলে-টলে কাবেজে এনে বদমাইসি ক'রে দিল লম্বা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার পেটে যে-ছেলেটা আসলো তার অবস্থাটা কী? তার পিতৃ-পরিচয়টা? সমাজে তার স্থানই বা কোথায়? তোমার তেমনতর জন্ম হ'লে কেমন হ'ত? ভাবতেও বুকের মধ্যে কেমন করে না? "বিধির নীতির একটু বেচাল একটু বেসামাল, দক্ষতাহীন শিথিল চলন ভাঙ্গেই জীবন তাল।"

মুহূর্ত্তের বেসামালে তোমার এই যে কাণ্ড, সারাজীবনেও তা' শোধরাতে পারবে না। আচ্ছা, আর একটা দেখ—পুরুষের ছেলে হওয়া ব্যাপারটা কী!—ছেলে তো সত্তার প্রতীক ও প্রদীপ। মনে কর, তুমি পুরুষ আছ—একটা মেয়ের সঙ্গে ভাব হ'ল—তা'র স্বভাব ভাল না তবু মোহের বশে তাকে বিয়ে করলে, তার মন ছড়িয়ে রয়েছে দশ জায়গায়। সেই মেয়ের পেটে তোমার ছেলে হ'ল—তার মানে তুমি তোমাকেই ফেললে নরককুণ্ডে—সে গুড়ুম-গুড়ুম ছেলে পিটছে, নাই মমতার টান, নাই বুক উপচান স্নেহের প্লাবন—নাই মাতৃত্বের উদ্বোধন। তার মন তখন ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—অমনতর জায়গায় তুমি জন্মালে, অমনতর মরুভূমিতে তুমি প্রতিপালিত হ'লে তোমার কেমন লাগতো? দুনিয়ার দিকে তাকাতে আর নিজেকে মনে হ'ত সর্ব্বহারা, নিরাশ্রয়, নির্ব্বান্ধব—সে কি খুব সুখের হ'ত? তাই বলি যে-সে মেয়ে, যে পুরুষকে বহন করতে পারবে না—তেমন মেয়ে বিয়ে করা মানে নিজেকে কষ্টে ফেলা—তোমার তো কষ্ট আছেই আর তোমার সন্তানের কষ্টের সীমা-পরিসীমা নাই; আর, ঐ সন্তান মানে তো তুমিই। বদমাইসি এক লহমায় শোধ হ'য়ে যায় কিন্তু তার সুদ দিতে হয় জন্ম-জন্মান্তর ধরে—সেই অসহায় শিশুর প্রতিটি দীর্ঘনিঃশ্বাস কি তোমাকে বিদগ্ধ করবে না? তার সঙ্গে-সঙ্গে ভগবানের দীর্ঘনিঃশ্বাসও কি তোমাকে অভিসপ্ত করবে না? মনে কর, তুমি যদি সেই শিশু হ'তে? এতখানি ভেবে ঋষিদের বিধান। দেখ, বোঝ আর ভাব, তোমার ঋষি মহীয়ান্—না স্বেচ্ছাচারী নব-অবতারী নেতৃস্থানীয়রা মহান্? নরকের উদ্‌গাতারা মহান্—না যারা প্রত্যেককে নিজের মত ক'রে দেখে, সমাজ গঠন ক'রে সকলের সুখের পথ উন্মুক্ত ক'রে গেছেন তাঁরা মহান্? কারা অনুসরণীয়? তাঁরা না এরা? এরা অনুসরণীয় হ'তেন যদি পরিপূরক কাউকে অনুসরণ ক'রে নিজেরা বাস্তব জ্ঞান ও বোধের অধিকারী হ'তেন। যে নিজেই surrendered (আত্মসমর্পিত) নয়, তার কাছে

surrender (আত্মসমর্পণ) কখনো কি শুভাবহ হ'তে পারে? যে নাকি সর্ব্বনাশকে হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করছে—তা'র কাছে নতিস্বীকারে সর্ব্বনাশকেই কি আমন্ত্রণ করা হবে না? আগে মানুষ এই সব বিচার করতো—কাকে জীবন ও জাতির নেতা ব'লে মান্য দেবে—নেতা নিজে surrendered (আত্মনিবেদিত) কি না দেখত। এই দেখাটা আজ ignored (অবজ্ঞাত)।

আমার কাছে পুরুষও খুলে কয়, অনেক মেয়েও কয় তাদের জীবনের কাহিনী। কতকগুলি মেয়ের কাছে শুনেছি—হয়তো নীচু পুরুষের সঙ্গে ভাব হয়েছে। পুরুষ খুব আদর-যত্ন করে—কিন্তু উপগতির সময় হঠাৎ সেই মেয়ে পুরুষটাকে লাথি মারে—তা'র প্রাণের মধ্যে তখন হাহাকার ক'রে ওঠে—আর্ত্তস্বরে তা'র অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে—সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ ডোবার সময় জাহাজের মানুষগুলির যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থাই হয়। এই ভাবে চলতে-চলতে মাস ছয়েক পরে নাকি sentiment (মনোভাব)-টা blunt (নিস্তেজ) হ'য়ে ওঠে—তখন আর অতো কষ্ট হয় না। তবু কষ্টের ভাব থেকেই যায়, পুরুষটা অতো আদর-সোহাগ করে তবু কেন এমন হয়? তার মানে তার পূর্ব্বপুরুষরা একযোগে চিৎকার ক'রে ওঠে—সবাই যেন বলে ওঠে "বাঁচাও, বাঁচাও। আমাদের সর্ব্বনাশ করো না।" তুমি এসেছ তোমার বাবা থেকে, তোমার বাবা তাঁর বাবা থেকে—এইভাবে পারম্পর্য্যানুযায়ী তুমি হ'লে তোমার সমস্ত পূর্ব্বপুরুষের result (পরিণতি)। তাই নীচুর কাছে গেলেই মেয়ের প্রাণ আঁকুপাঁকু করতে থাকে, বুকে ধড়ফড়ি লেগেই থাকে, শান্তি নেই, সান্ত্বনা নেই—তবু হয়তো অন্য লোভ এড়াতে পারে না—কিংবা উপায় থাকে না, তাই টিকে থাকে। মহান্ পূজনীয়ের কাছে প'ড়ে কিন্তু মেয়েদের কখনো এমন হয় না—যদি কিনা স্বামী সন্তাপূরণী হয়। অন্য যত অসুবিধাই থাক—তখন সে কত সুখী—কাজকর্ম্ম করছে, গল্প করছে, বেড়াতে যাচ্ছে, বাবুগিরিও একটু-আধটু করছে, হাতে যেন যষ্টি পেয়েছে। এই তফাৎ হয় কেন? স্বামীর ঢলাঢলি নেই, হয়তো কঠোরও—তবু প্রাণ ঠাণ্ডা—পুরুষ হয়তো তার তরকারিও কোটে না, ছেলেও ধরে না; বরং চাপই দেয়, খাট্‌তে হয়, ছুটতে হয় কত—তবু বুকভরা। কত সময় শাশুরী ননদের কত গঞ্জনা সইতে হয়। শত অত্যাচারেও সে খুশি—কারণ তার inner being (অন্তর্নিহিত সত্তা) ও পূর্ব্ব-পুরুষ তৃপ্ত। মনে কোন সময়ে কোন বিরক্তির ভাব আসলেও স্বামীর মুখ চেয়ে সব সহ্য করে—কেন সে টানে, কেন সে সয়? কারণ, স্বামীকে নিয়ে তা'র বুকজোড়া। তাই তা'র শাশুড়ী নিষ্ঠুরা হ'লেও তা'কে এড়াতে পারে না। স্বামীকে খুশি করার জন্য তা'কে বলে-কয়ে, মানিয়ে-পাতিয়ে চলে।

পুষ্পমা—যদি ক্রমাগত নিষ্ঠুর হয় তবে একদিন এড়াবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু deny (অস্বীকার) করবে না—স্বামীর মা বলে।

পুষ্পমা—শাশুড়ীর ভাল হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপটা ধ'রেই বলছি, স্বামী যদি সব দিক থেকে নাগাল-মত উঁচু হয় তখন তাকে বহন করার আকূতি থেকে মন্দ শাশুড়ীকে নিয়েও হাসিমুখে অনেকখানি মানিয়ে-পাতিয়ে চলে, কিন্তু স্বামী যদি নীচু ঘরের হয় সেখানে স্বামী ও শাশুড়ীর শত আদরেও তার প্রাণ ভরে না।

কি ছিল আর কি হচ্ছে—আজকাল আবার divorce (বিবাহ বিচ্ছেদ)-এর ধুয়ো উঠছে।

পুষ্পমা—যে একজনের ঘর করতে পারে না, সে যে আর-একজনের ঘর করতে পারবে তার ঠিক কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘর করা কি? চোষা, চুষে ছেড়ে দাও।

পুষ্পমা—অনেক সময় শাশুড়ীই যে জীবন অসহনীয় ক'রে তোলে। শান্তি না পেলে ছাড়া কি দোষ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফাঁকে থাকতে পারে, সে যদি তার পেটের মেয়ে হ'ত। একান্ত অসম্ভব হ'লে একটু ফাঁকে থেকে করণীয়গুলি করার ব্যবস্থা করবে।

পুষ্পমা—মা অভিশাপ দিলে তার পাপ হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা যে অভিশাপ দেয়ই না। যত বলে মর, মর, মর, তার মানে মরিস না, মরিস না, মরিস না।

পুষ্পমা—সন্তান মাকে বললেই যত দোষ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যে তার পেটে হয়েছে। মা হ'ল জন্মদাত্রী, তার ঐ কারখানাতে গড়া সে। উৎসকে অবজ্ঞা করা ভাল নয়। মা রাগের ঠেলায় কত সময় কত কয়, কিন্তু সন্তানের অসুখ হ'লেই বুক শুকিয়ে যায়, মা এমনিই চীজ।

পুষ্পমা—একটা মানুষ যদি খুব পুজো করে, ধর্ম্ম করে, অথচ রাগ না যায়, কী লাভ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এবার মুখস্থ করছে, পরের বার (জন্মে) হবে।

পুষ্পমা—আমার মনে হয় আর জন্মে যেন মানুষ না হ'য়ে একটা গাছ হই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাছের কষ্ট তো জানিস না, না জন্মিলেই ভাল, জন্মিলে নিস্তার নেই। আমার তো মনে হয় আর না জন্মিলেই বাঁচি।

পুষ্পমা—কষ্ট কি আপনার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে বাবা! কষ্টের ঠেলায় বাঁচিও না, মরিও না। (একটু

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন)—তুই film-এ নেমেছিলি?

পুষ্পমা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন part-এ (ভূমিকায়)?

পুষ্পমা—নায়িকার part-এ (ভূমিকায়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন হয়েছিল?

পুষ্পমা—ভালো হয়েছিল, তবে ছ্যাবলামো ও প্রেম নেই ব'লে popular (জনপ্রিয়) হয়নি। বইটায় শিক্ষার অনেক বস্তু আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ কতখানি কাজ করা লাগবে, taste (রুচিই) বদলে গেছে। আমি বলি নিজেদের ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়ার ছাঁচে ঢাললে আমাদের কোন সম্মান থাকবে না—তার মধ্যে তোমার বৈশিষ্ট্য কোথায়? তোমার দেশের সেই peace (শান্তি), সেই happiness (সুখ), সেই—exalting tenor (ধারা) আবার ফুটিয়ে তোল জীবনে, চারিয়ে দাও সর্ব্বত্র। এ না ক'রে শুধু অনুকরণ করতে গেলে ওরা বলবে 'ভারত বর্ব্বর ছিল, আমরা আলো দিলাম। তোমরা বলতে পারবে না 'তোরা এই আলোকে মানুষ হ', একযোগে অর্থ ও পরমার্থ লাভ ক'রে মানবজীবন সফল কর।' দেশে আজ চাষই নেই। নেই মানুষের চাষ, নেই গরুর চাষ, নেই শিক্ষার চাষ, নেই জমির চাষ, কোন চাষই আজ ভাল হয় না। সবটার চাষ চাই তবে তো হবে?

পুষ্পমা—নেই কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরাই নষ্ট করেছি।

পুষ্পমা—আজকাল পুরুষ ও মেয়ের একই শিক্ষাধারা—এটা মেয়েদের শরীর-মন, ঘরকরণার কাজ কোন দিক দিয়েই ফলপ্রসূ নয়। পুরুষের শিক্ষাধারাও ঠিক নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিদ্যে হ'ল practical knowledge (বাস্তব জ্ঞান)। বিদ্বান হ'তে গেলে আচার্য্যকে অনুসরণ করতে হবে, যিনি ক'রে জেনেছেন।

পুষ্পমা—কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Demonstrator (প্রমাণ-প্রদর্শক) ছাড়া কি science (বিজ্ঞান) পড়া, science-এ (বিজ্ঞানে) পাশ করা হয়?

পুষ্পমা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমনি প্রত্যেকটি আচার্য্য হ'লেন demonstrator (শিক্ষক), জীবন দিয়ে জীবন দিয়েই তাদের শিক্ষা-বিস্তার—এই শিক্ষা পেতে গেলে চাই অনুরাগ।

পুষ্পমা—আজকাল আর এক ধরণ হয়েছে, ছেলেদের ৫০০ টাকা মাইনে

না হ'লে বিয়ে করতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এরা এই করে, অথচ আমার বাড়ীর চাকর রমজান, তার অবস্থা বুঝতেই পার, তার তিনটে বিয়ে। আমরা বিয়ে করি—বৌ যদি শোষক না হ'য়ে পোষক হয় তবে আজ যার ৫ টাকা আয় দেখতে-দেখতে স্ত্রীর পোষণ-পরিরক্ষণে তার ৫০০০ টাকা আয় হওয়া আশ্চর্য্য কিছু নয়। অনেক মুসলমান বাড়ীতে দেখেছি তাদের বৌগুলি বাস্তবভাবে যেন এক-একটি asset (সম্পদ), তারা ধান ভানে, যাতা ভাঙ্গে—বাড়ীতে কৃষি করে, গরু পালে, ধান মাড়াই করে, সংসারের আয় তারা বাড়িয়ে দেয়। আমাদের মেয়েরা educated theoretically (শিক্ষিত বাচনিকভাবে), আর ওদের মেয়েরা educated practically (শিক্ষিত বাস্তবে)। সবাই যে এমন তা' বলছি না। কিন্তু একটা জিনিস দেখা যায় ভাল-ভাল মুসলমান মেয়েরা হিন্দু ছেলেদের খুব পছন্দ করে, পছন্দটা আবার শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজকাল হিন্দুমেয়েরা আবার খপাখপ্ মুসলমান হ'য়ে যাচ্ছে, সে কিন্তু প্রলোভনের বশে, আর তাদের প্রত্যেকের কথাই শুনি পরে খুব অসুখী।

পুষ্পমা—আকবর হিন্দু-মুসলমান মিলন করতে চেয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রতিলোম বৈবাহিক সূত্রে মিলনে কি কখনও ফল ভাল হয়? প্রতিলোম বিয়ের product (সন্তান) হয় আওরঙ্গজেবের মত। তারা মিল ভাঙ্গতেই জানে, মিল করতে পারে না। প্রতিলোমজ সন্তান treacherous (বিশ্বাসঘাতক) হবেই—Ideal ও culture (ইষ্ট ও কৃষ্টি)-এর পরিপন্থী না হ'য়েই পারে না তারা! তারা যার দ্বারা পুষ্ট হবে তারই সর্ব্বনাশ করবে বেশী ক'রে। একটি প্রতিলোম কুত্তা দেখতে হয়তো giant (দৈত্য)-এর মত চেহারা—কিন্তু একখানা রুটির লোভেই সে betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করবে, pedigreed dog (সদ্বংশলতাসম্পন্ন কুকুর) তা' কখনও করবে না—প্রাণ গেলেও না। অনুলোমে সন্তান হয় ঝাঁজালো ও তীক্ষ্ণ। ব্যাস অনুলোম, বিদুর অনুলোম। এদের রকমই আলাদা, শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা এদের স্বভাবগত। ইষ্ট ও কৃষ্টির উপর কোন অপঘাত আসলে, এরা সার্ব্বশক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। ভাল-ভাল পারশবদের মধ্যে আমি এটা খুবই দেখেছি। মাহিষ্যরা অনুলোমজ সন্তান। এরাও খুব তুখোড় ও বিশ্বস্ত। শুনেছি মোহনলাল ছিল মাহিষ্য-সন্তান। কতলোকে সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সম্পদে-বিপদে কোন অবস্থায়ই সে কিন্তু তাকে ছাড়েনি। আজীবন ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করেছে। পূর্ণিয়ার নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, সে অগ্রণী হ'য়ে যুদ্ধ যাত্রা ক'রে নিজ বুদ্ধি ও পরাক্রমবলে তাকে দমন করেছে।

পলাশীর যুদ্ধেও সে কম বীরত্বের পরিচয় দেয়নি। আমার মনে হয় মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা না করলে, সে ইংরেজ সৈন্যদের পরাস্ত ক'রে বিজয়গর্ব্বে সিরাজের পাশে এসে দাঁড়াতে পারত। ভারতের ইতিহাস আজ অন্যরূপ ধারণ করত। ইতিহাসের এই অধ্যায়ের কথা যখন মনে পড়ে, তখন মন খারাপ হ'য়ে যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বিষণ্ণচিত্তে নীরবে অধোবদনে ব'সে রইলেন।

তখন অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করার মত অবস্থা ছিল না। তারপর তাঁর ভোগের সময়ও সমুপস্থিত। সেই জন্য পুষ্পমা ও অনেকেই প্রণামান্তে সে-দিনের মত বিদায় নিলেন।

২৬শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ১০।৭।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর সামনের দিকের বারান্দায় তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় সুখাসনে উপবিষ্ট। তাঁর পরম মধুর দিব্যকান্তি সবাইকেই কাছে টানে, মনে হয় এক অনন্ত অখণ্ড প্রেমমূর্ত্তি ধ'রে সম্মুখে সমুপস্থিত। তাঁর মধ্যে কি যে এক যাদু, কি যে এক মধু লুকিয়ে আছে, তা' বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হার মেনে যেতে হয়, তবে সর্ব্বেন্দ্রিয় মন-প্রাণ দিয়ে তাঁকে অনুভব ও উপভোগ করতে কোন বাধা হয় না তাতে। তাই ভক্তবৃন্দ এক আকুল নেশায় বারংবার ছুটে-ছুটে আসেন সেই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক পরম সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সান্নিধ্যে। আজও তেমনি এসেছেন দুর্গানাথদা (সান্যাল), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), গোপেনদা (রায়), উমাদা (বাগচী), মাণিকদা (মৈত্র), মহিমদা (দে), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), সুরেনদা (সেন), শরৎদা (সেন), অমূল্যদা (ঘোষ), গোকুলদা (নন্দী), দেবেনদা (রায়), জিতেনদা (রায়), জগন্নাথদা (রায়), হরেনদা (বসু), খগেনদা (তপাদার), আদিনাথদা (মজুমদার), দেবুভাই (বাগচী), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), কালীদা (সেন), সুরেনদা (শূর), শিবরামদা (চক্রবর্ত্তী), খগেন ভাই (মণ্ডল), কালিদাসীমা, সরোজিনীমা, কালীষষ্ঠীমা, রেণুমা, হেমপ্রভামা, মঙ্গলামা, সৌদামিনীমা, রাণীমা প্রভৃতি অনেকে। কাজলভাইও একবার ঘুরে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমে কয়েকটি ছড়া বললেন। তারপর একটা ছড়ার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন—স্ত্রীর চরিত্রে যদি স্বামী ও স্বামীকুলের পরিরক্ষণী পরিপোষণ না থাকে, তা'হলে ছেলের জন্ম সুষ্ঠু হয় না। ধাতুটাই nurtured (পরিপুষ্ট) হয় না। কারণ, স্ত্রীর ধাতু বা ডিম্বকোষের ধরণ, যা' বীজকে ধারণ করে, তা' বাস্তব কৃষ্টির ভিতর-দিয়ে প্রয়োজন অনুপাতিক বিকাশ লাভ করে না। স্ত্রীর সতত অনুধ্যান থাকা চাই কিসে স্বামী ও তার বংশের সবাই সুখে থাকবে,

সুস্থ থাকবে, আনন্দে থাকবে। কষ্টের আঁচড়ও তাদের গায়ে লাগবে না। সেই আঁকুপাকু যদি থাকে এবং মাথায় যেমন-যেমন বুদ্ধি আসে, তেমনি-তেমনি যদি করে। তা'হলে সেই কর্ষণ ও সাধনার ভিতর-দিয়ে সে ক্রমাগত উৎকর্ষ লাভ করে। এই উৎকৃষ্টতাই তার গর্ভের সন্তানকে উপযুক্ত পোষণ যোগাতে সাহায্য করে। তোমার স্ত্রী যদি তোমার মুখের চেহারা দেখে ধরতে না পারে যে তোমার জন্য তার কখন কী করণীয়, তা'হলে বুঝতে হবে সে বাস্তব শিক্ষা ও কৃষ্টি লাভ করেনি। এইদিক থেকে তোমার স্ত্রী যতখানি uncultured (অকৃষ্ট) থাকে, তোমার বীজকে ও বীজসৃষ্ট সন্তানকে সে nurture (পোষণ) দিতে পারে তত কম। তাই, তেমনতর বংশের মেয়ে বিয়ে করা উচিত যার temperamental hankering (প্রকৃতিগত চাহিদা) থাকে পুরুষের ও পুরুষের বংশের প্রতি।

মুক্তির বিয়েতে কী দেওয়া হবে সেই প্রসঙ্গে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতার দু'জন সৎসঙ্গী ভাইকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আমার আশ্রমের মেয়ে। বিয়ে দেবে তোমরা। পয়সা তো আমার নেই। পরমপিতার দয়ায় পাইছি তোমাদের। তোমরা যা' ভাল বোঝ এবং তোমাদের সামর্থ্যে যেমন কুলায় ক'রো—নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে।

কালীষষ্ঠীমা একটা পরিবারের কথা বললেন—তারা প্রতিলোম বিয়ে করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিম্ন-বর্ণের লোক অনেক সময় মনে করে আমি বামুনের মেয়ে বিয়ে করে হইছিরে।—তার মানে এইছিরে। একেবারে সর্বনাশের পথে পা বাড়াইছে।

একটু পরে নগেনদা (বসু) আসলেন। তিনি কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—উচ্চ-বংশ, নিম্ন-বংশ ধরবো তো অভ্যাস, ব্যবহার দিয়ে, কিন্তু অনেক সময় তো দেখতে পাই উচ্চ-বংশের ছেলের অভ্যাস, ব্যবহার খারাপ, নিম্ন-বংশের ছেলের অভ্যাস, ব্যবহার ভাল। এই উচ্চ-নীচের মানদণ্ড কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Biological structure (জৈবী-সংস্থিতি) যার যত fine (সূক্ষ্ম), যে যত fine (সূক্ষ্ম) জিনিস ধরতে পারে, যে যত fine (সূক্ষ্ম) গুণ রক্তমাংসে অর্থাৎ চরিত্রে ফুটিয়ে তুলতে পারে, যে যত বেশী লোককে যত finely (সূক্ষ্মভাবে) fulfil (পরিপূরণ) করতে পারে, সে তত উঁচু। যে যত নীচু, সে তত gross (স্থূল)। একটা জিনিসকে বাইরে থেকে বাড়িয়ে তোলা খুব সহজ। কিন্তু ভিতরে তেমনতর গুণগত পরিবর্ত্তন আনা তত সহজ নয়। যেমন মনে কর একটা লিচুকে বড় ক'রে একটা তরমুজের মত ক'রে তুলতে পারো। কিন্তু তাই বলে তা' তরমুজ হ'ল না। তাতে তরমুজত্ব সমাবিষ্ট হ'ল না। বীজের gene অর্থাৎ জনি পরিবর্ত্তন ছাড়া তা' সম্ভব না। ধর

ন্যাংড়া আম, তার ভাল, খারাপ আছে। ন্যাংড়া জাতের একটা আম মনে কর খুব খারাপই হ'ল। কিন্তু ন্যাংড়ার বৈশিষ্ট্য তাতে কিছু-না-কিছু পাবেই। তাকে nurture (পোষণ) দিয়ে তুমি ভাল ন্যাংড়ায় পরিণত করতে পারবে, তাতে বেশী দিন লাগবে না। কিন্তু একটা ভাল ফজলিকেও তুমি ন্যাংড়ায় পরিণত করতে পারবে না। করলে যেমন ক'রে করা যায় সেই রকমে করা যাবে। তখন আর ফজলির সত্তা তাতে থাকবে না। বিশেষ process (প্রক্রিয়া)-এর মধ্যে-দিয়ে generation after generation (বংশ পরম্পরায়) চেষ্টার ফলে একটা জিনিসের species (জাতি) change (পরিবর্ত্তন) করা যেতে পারে। কিন্তু original (মূল) species (ধরণ)-টা তখন আর থাকে না। একটা উচ্চ-বংশীয় ছেলের যদি বংশের প্রতিলোম interpolation (সংমিশ্রণ) না হয়ে থাকে, তাকে পোষণ দিয়ে full-fledged (পরিপূর্ণ) উচ্চ-বংশের রূপ তার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা যাবে। এখনকার মত তার achievement (বিকাশ) কম হতে পারে, কিন্তু তার সম্ভাব্যতা ঢের বেশী। নীচু-বংশের ছেলে, সে যতই ভাল হোক, তার achievement (বিকাশ) যতখানিই হোক, উচ্চ-বংশের তুলনায় তার বীজগত বিকাশ ও সম্ভাব্যতা কিন্তু ঢের কম। একটা বুনো আম যদি মিষ্টি হয়, সে কিন্তু বুনো আমই। খেতে মিষ্টি, আদর করে খাবেও। তবে একটা কুৎসিৎ ন্যাংড়া আর একটা ভাল বুনো আম-এর মধ্যে ভাল বুনো আমটা আজ হয়তো ব্যবহারে ভাল, কিন্তু তার বিকাশের সম্ভাব্যতা কুৎসিৎ ন্যাংড়ার মত নয়কো।

নগেনদা—নীচকে ভাল দেখলে তাকে কি উচ্চ কবো না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করেছেনও তো। রুহিদাস চামার। তাকে কি আপনারা কম সম্মান দিয়েছেন? তার গুণকেই পূজা করেছেন। তবে তপস্যার্জ্জিত গুণ আর বীজগত গুণ—এ দুয়ের ব্যবহারে তফাৎ আছে। একটা দিয়ে সব কাজ চলে, কিন্তু তাকে দিয়ে তজ্জাতীয় বীজগত গুণ-সমন্বিত সন্তানের প্রজনন হয় না। তাই শূদ্রকে গুরু করতে পারেন, কিন্তু তাকে মেয়ে দিতে পারেন না। পারেন বংশ-পরম্পরায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করার ফলে তার ভবিষ্যত বংশধর যখন বিপ্রবর্ণ প্রাপ্ত হবে, যেখানে তার গুণ বীজগত হবে, যেখানে তা' থেকে reversion (পূর্ব্বানুবৃত্তি) হবে না।

নগেনদা—উচ্চ-নীচের নির্দ্ধারিণ কী দিয়ে হবে? আমাদের মধ্যে না হয় কৌলীন্য প্রথা আছে। সব শ্রেণীর মধ্যে তো তা' আর নেই। এক বর্ণের দুটো বংশের মধ্যে উঁচু-নীচু কিভাবে ধরা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যত fulfilling (পরিপূরণী) তাকে তত superior

(উন্নত) কই।

নগেনদা—অকুলীনকেও তো কুলীনের থেকে ভাল দেখা যায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুলীন মানে যাদের কুলে খাদ ঢোকেনি—অবিমিশ্র-কুলসম্ভূত। তাদের মধ্যে জৈবিক ও eugenic (প্রজননগত) দোষ নেই। কুলীন হ'লেই যে তার বিকাশ উঁচুদরের হবে, তার কোন মানে নেই। তবে তার biological possibility (জৈব-সম্ভাব্যতা) বেশী। ঠিকমত nurture (পোষণ) দিতে পারলে তার উন্নতি করার সম্ভাবনা ঢের।

এতকাল আমি ভাবতাম কুলীন, মৌলিক পালটা ঘর। কিন্তু বাস্তবে দেখছি কুলীনের মেয়ে মৌলিকের ঘরে পড়লে ফল ভাল হয় না।

নগেনদা—চিরকাল তো হয়ে আসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Doomed (বিধ্বস্ত)-ও হচ্ছেন বরাবর। কায়স্থের মত কায়স্থ কি আর আছে? তাহ'লে কি আজ দেশের এই অবস্থা হয়?

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকিতে বসা—কাছে তাঁর বাল্যবন্ধু ভগবতীবাবু, আরও অনেকে। ভগবতীবাবু বহুদিন পরে সম্প্রতি এসেছেন।

ভগবতীবাবু—তুমি জাতটাকে organise (সংগঠন) ক'রে তোল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Bible (বাইবেল) পড়েছ তো?

ভগবতীবাবু—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'তে আছে, God created man after His own image. তাঁর ছাঁচেই তিনি আমাদের গ'ড়ে দিয়েছেন—আমরা এখন প্রত্যেকে যতখানি করব, ততটাই হবে।

ভগবতীবাবু—জাতি-হিসাবে ও ব্যষ্টি-হিসাবে আমরা যে শক্তিহীন হ'য়ে পড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংহতি ছাড়া শক্তি নেই। তিনটি জিনিস আছে—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। প্রত্যেকটা মানুষ পরিপূরক বর্ত্তমানকে ধ'রে যতখানি যজক, যাজক ও ইষ্টভৃতি-পালী হবে, ব্যক্তিগতভাবে সে ততখানি সংহত ও শক্তিমান হবে এবং বহুলোক যখন এমনি করবে তখন সংহতি ও শক্তির একটা climate (আবহাওয়া) হবে। কিন্তু যজন করব কী? যাজন করব কী? আর, ইষ্টই বা কী বা কোথায়? আর সে-কথা ভাবছেই বা কে? তুমি দারোগাগিরি করেছ, ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ, তাই হয়তো কতজনে তোমাকে ঠাট্টা করেছে, তাদের কি বলেছ তুমি তোমাকে ঠাট্টা করতে? মতি-গতিই এমন হয়েছে লোকের। রুটির দেশে ভাত খেতে দেখলে যেমন ঠাট্টা করে—ধর্ম্মপথে চলতে গেলে মানুষ তেমনি

করে—এটা আজ ঠাট্টার বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দেখ তোমার মত শত-শত আজও আছে, জাত আজও আবার শক্তিতে জেগে উঠতে পারে যদি থাকে common Ideal, common interest, common sacrifice (এক আদর্শ, সমস্বার্থ এবং এক উদ্দেশ্যে উৎসর্গ)।

ভগবতীবাবু—গ্লানি reform (সংস্কার) করবার জন্যেই তো ভগবান আসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টঠাকুর ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তৎকালীন সমস্ত গ্লানি নাশ ক'রে। তিনি এমন অবস্থা সৃষ্টি ক'রে দিয়েছিলেন যে হাজার বছর ধ'রে easy flow of life (জীবনের স্বচ্ছন্দগতি) ব'য়ে গিয়েছিল, এত নিরাবিল সে-জীবনধারা যে হাজার বছরের মধ্যে কোন বিপ্লব বা বিপর্য্যয়ের ইতিহাস পাওয়া যায় না। সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন-ধারার মধ্যে কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনা না থাকলে তো তা' আর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় না। পরিব্রাজকদের report-এ (বিবরণে) তার বহুদিন পরের পর্য্যন্ত ইতিহাস আমরা পাই, কি সুন্দর! আবার গ্লানি যখন কিছু ঢুকেছিল তখন বুদ্ধদেব এসে rinse ও renovate (মেজেঘসে নূতন) ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন—তার ঢেউ চলেছিল অশোক পর্য্যন্ত, তারপর ধীরে-ধীরে ভেঙ্গে গেল। বর্ণাশ্রম ignore (উপেক্ষা) করলো, আশ্রম-পারম্পর্য্য উপেক্ষা ক'রে monks (সন্ন্যাসী) সব হ'তে লাগলো, শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় মেয়েরা নিম্ন বরে আত্মসমর্পণ করতে লাগলো, প্রতিলোম শুরু হ'ল। মনু বলেছেন যত্রৈতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্‌রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি—প্রতিলোম সমাজে যত বেশী হবে ততই প্রজাসহ রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবে। চণ্ডী পড়েছ তো? দেবীর আবির্ভাবের কথা মনে পড়ে? শুনেছি ক্ষীরোদ সমুদ্রের কাছে গিয়ে দেবতারা প্রার্থনা শুরু করলেন। তাঁদেরই প্রত্যেকের দেহ থেকে এক-একটা জ্যোতি বেরিয়ে তাদেরই inner hankering (অন্তর্নিহিত চাহিদা) বিধ্বস্তি থেকে ত্রাণ পেয়ে সুষ্ঠুভাবে বাঁচার আকুল আকূতিরূপে বিচ্ছুরিত হ'য়ে দেবীর মধ্য-দিয়ে যেন materialised (মূর্ত্ত) হ'ল অর্থাৎ দেবতাদের integrated (সংহত) চাওয়াটাই যেন মূর্ত্ত হ'য়ে উঠলো দেবীতে। আর, আমরা দেখতে পাই মহাপুরুষরা যেখানে যা' করেছেন তার পিছনে ছিল তাঁতে integrated (সংহত) বিরাট দল,—কেষ্ট-ঠাকুরের ছিল এই integrated (সংহত) বিরাট দল, রসুলের ছিল তাই। আর, আজও যদি তেমন কেউ থাকেন—যিনি বোঝেন সকলের ব্যথা, যিনি দরদী, যিনি adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে তুলতে পারেন প্রত্যেককে বাঁচার পথে এবং তাঁতে যদি বহুজন ভালবাসায় integrated (সংহত) হয়—তবেই হয়। "তোমার

পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি", পতাকাটা আর কিছু নয়, ঐ প্রেম—অচ্যুত ভালবাসা। পতাকা প'ড়ে গেল মানে চ্যুতি আসলো—তখন আর চলতে পারবে না।

এরপর ভগবতীবাবু গাত্রোত্থান করলেন।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনেকের কথা শুনলেই মনে হয়, না ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি। আমরা কিছু করব না, ভগবান ক'রে দেবেন। বললেও বোঝে না, এ-সব philosophy-র (দর্শনের) কু-পরিবেশন। অথচ গীতায় আছে—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো, মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু—মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।"

আবার বলেছেন—"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা নিরাশী-নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।"

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে এসে বসলেন। মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ—একটা শান্ত সৌন্দর্য্য স্বচ্ছ হ'য়ে ফুটে উঠেছে প্রকৃতিতে। বীরেনদা (মিত্র), উমাদা (বাগচী), প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়), মন্মথদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি বহুলোক সমবেত হয়েছেন, মায়েরাও অনেকে আছেন। একটি মা আজ চ'লে যাবেন—শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে সেই দুঃখে তিনি মাথা নীচু ক'রে একপাশে ব'সে চোখে কাপড় দিয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই লক্ষ্য ক'রে তার নাম ধ'রে ডাকলেন—পুষ্প! পুষ্প রে! মা! ওমা! মা রে!

পুষ্পমা অশ্রুভারাক্রান্ত অবস্থায় মুখ তুলে সাড়া দিয়ে তখনই আবার মাথা নীচু ক'রে কাঁদতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা গান করবি মা? একটা গান শোনা মা—মাণিক মা আমার, লক্ষ্মী মা আমার! শুনাবি না?

পুষ্পমা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—খালি গলায় গাইতে পারবি তো?

পুষ্পমা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গানটাকে স্বাধীন ক'রে রাখাই ভাল। হারমোনিয়াম পেলি তো ভাল—নচেৎ গলা খাড়িয়েই সুরু করলি। (এরপর বললেন)—যখনই মন কেমন করবে, ফুড়ুৎ ক'রে চ'লে আসবি।

এই সময় হারমোনিয়াম আনা হ'ল ও পুষ্পমা গান করলেন।

গান হ'য়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মনে থাকে যেন এই ক'টা কথা—

ঊষা নিশায় মন্ত্রসাধন, চলাফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্টনিদেশ মূর্ত্ত করাই তপ—সকাল হয়ে গেল মন্ত্রসাধনও শেষ হ'ল—ইষ্টভৃতি ক'রে কাজকর্ম্মে বেরুলাম—চলছি, ফিরছি, নাম করছি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—মানুষ শ্রেষ্ঠকে যখন ভালবাসে এবং সেই ভালবাসা যখন concentrated (কেন্দ্রায়িত) হয়, তখন তা' sublimated (ভূমায়িত) হ'য়ে ওঠে। ব্যষ্টি-ব্যক্তিত্ব তখন সমষ্টি-ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। শ্রেষ্ঠকে ভাল না বাসলে কিন্তু অমন হ'তে পারে না, তাতে ভালবাসা সঙ্কুচিত হয়—বৌকে ভালবেসে, বন্ধুকে [সে বন্ধু যদি আবার খুব Superior order-এর (শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়ের) না হয়] ভালবেসে, ছেলেকে ভালবেসে অমন হয়েছে দেখা যায় না—আদর্শ, গুরু, মা, বাবা, বড় ভাই—এই শ্রেয়রাই যদি একাধারে শ্রেয় ও প্রেয় হয়, তবেই মানুষ ব্যাপ্তি ও বর্দ্ধনে বিকশিত হ'তে পারে। অবশ্য, সদ্-গুরুর প্রতি টানই মানুষকে তার instinctive possibility-র (অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার) চরমে নিয়ে যেতে পারে। গোপীরা নাকি গাছের সাথে কথা বলতো—ও তমাল! তুমি কী ভাবছ। তারা মনে করতো জুঁই, তমাল বুঝি তাদের কথার প্রতিধ্বনি করছে—তারা বুঝি তাঁরই দরদী—তারা যেমন তাঁর সন্ধানে ব্যাকুল হ'য়ে ফিরছে—তাঁরই প্রীতিকর্ম্মে ও প্রিয় চিন্তায় মস্‌গুল হ'য়ে আছে, ওরাও বুঝি তাই। ঐ রকম ভালবাসাতে বিশ্বপ্রেম গজায়—তার সাথে থাকেন শ্রেয়। আমাদের তথাকথিত বিশ্বপ্রেম তার কাছে dustbin (ময়লা ফেলার পাত্র)-এর rubbish (জঞ্জাল)। অনেক সময় এতে কোন বোধ থাকে না, থাকে না কোন শ্রেয়—থাকে শুধু যথেচ্ছাচারিতা। সতীভক্তি, অব্যভিচারিণী-ভক্তি ছাড়া তা' হবার নয়। মীরা যেমন গিরিধারী ছাড়া জানতো না—গিরিধারীর সাথে কথা বলতো, পাশা খেলতো। লোকে বলতো তুমি যে পাগলের মত গিরিধারীর সঙ্গে কথা বল—তিনি কি তোমার কথায় সাড়া দেন? সে বলতো—আমার তো তাঁর উপর আধিপত্য নেই—তাঁর যখন দয়া হয়, তিনি সাড়া দেন, কিন্তু আমার যে তাঁকে সর্ব্বক্ষণ প্রয়োজন আমি তাঁকে আমার কথা ব'লেই যাব। রামকৃষ্ণদেবের কি বিশ্বাস করার যো ছিল যে কালী পাথরের—কেউ তা' বললে বলতেন—'চিন্ময়ী মা ঐ তো—তুমি অন্য রকম বুঝালে আমি তা' বুঝব কেন? যা' ভাল না, যা' ঠিক না, তা' আমি বুঝব কেন? মানব কেন? তোর কথা শুনতে গিয়ে, তোর বুদ্ধি নিতে গিয়ে আমি শেষটা মা-হারা হ'য়ে থাকব—সেটি হবে না। মা আমার চিন্ময়ীই।'

শবরীকে ঋষি বলেছিলেন—রাম আসবেন, সে কিন্তু সে-কথার অবিশ্বাস করলো না—সেই বিশ্বাসে ভর করেই দুরন্ত প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দিল একটা গোটা

জীবন। সকাল, সাঁজে, দুপুরে সে ঘর নিকিয়ে, পাদ্য-অর্ঘ্য ঠিক ক'রে, আসন সাজিয়ে, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে, ভোগারতির আয়োজন ক'রে দোরের কাছে ব'সে থাকে কখন রাম আসবেন—কি নিদারুণ উৎকণ্ঠা তার। কল্পনা ক'রে দেখ তার বুকটার মধ্যে কেমন হু-হু করতো। তার কানটা, চাউনিটা, চেহারাটা কেমনতর হ'য়ে গিয়েছিল বুঝতে পার? গাছের একটা পাতা পড়ে তো বুকটা ধড়ফড় ক'রে ওঠে—এই বুঝি আসলেন বাঞ্ছিত, উঠে পড়ে চঞ্চল হ'য়ে। কখনও রাস্তার পাশে ছুটে যায়। একটি দুটি দিন নয়, দিনের পর দিন, সকাল, সন্ধ্যা, রাত—সারাটি জীবনভোর এমনতর, কতজনে ঠাট্টা করতো, সে কি সে-কথায় কান দেয়? কান দিয়ে তার লাভ? ঋষি বলেছেন—নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাম আসবেন—সেই জন্যই তো তার বাঁচা—ঋষির কথা কি কখনো মিথ্যা হ'তে পারে? তিনি আসবেনই আর তাঁর আসার ক্ষণটি চেয়ে তার আমান অস্তিত্ব উদগ্র উন্মুখ হ'য়ে থাকে। বার্দ্ধক্যে জরাজীর্ণ যখন, তখন আসলেন রাম—একটিবার রামচন্দ্রের সেবা ক'রে তাঁরই কোলে মাথা রেখে—তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে তার শেষ নিঃশ্বাস বিলীন হয়ে গেল। ঐ অবস্থায় পড়লে বোঝা যেত ভালবাসা কতটা জ্যান্ত আর কতখানি অচ্যুতি! এক ঘণ্টার উৎকণ্ঠায় মানুষ কেমন হ'য়ে যায়, আর সারাজীবন ঐভাবে কাটান—যে-সে কথা নয়। আবার, সে সব-সময় ভাবতো আমার কোন ত্রুটির জন্য তাঁর আসা ব্যাহত হ'ল না তো? আঁতিপাঁতি ক'রে নিজেকে নিরখ-পরখ ক'রে সংশোধন করতো—সে সব-সময় প্রস্তুত হচ্ছিল তার জীবন নিয়ে, চরিত্র, চলন নিয়ে রামচন্দ্রের জন্য। এ-জীবন কেমনতর? ভাবলে কেমন লাগে? আমার তার কথা বলতেই বুকের মধ্যে কেমন তর্‌তর্‌ ক'রে ওঠে—আমার অমন হ'লে তো কর্ম্ম নিকেশ।

দুলালীমা—তেমন টান হবে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাওয়ার থেকে, ভাবার থেকে, করার থেকে।

শবরীর প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবমুগ্ধ অন্তরে প্রাণস্পর্শী ভাষায় আবার বলতে লাগলেন—রামচন্দ্রও কম জব্দ হননি। একজনের অতোখানি ভালবাসা, আজীবন অমনি ক'রে চাওয়া, আবার হাঁটুর উপর মাথা রেখে মুখের দিকে চেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা—এতে রামচন্দ্রের যা' হয়েছিল তা' ভাবলে তো চক্ষু ছানাবড়া—আমি তো ভাবতেই পারি না! আর দুর্গাকে জব্দ করেছিলেন রামচন্দ্র। পূজায় একশত একটা পদ্ম চাই। একটা পদ্ম চুরি হ'য়ে গেছে, গুণে আর যখন কিছুতেই মেলে না, তখন ভাবলেন—একটা পদ্ম যখন নেই, আমার এই নীল আঁখি উৎপাটন ক'রেই মায়ের পায়ে অর্ঘ্য দেব। বাণ দিয়ে যখনই চোখ তুলতে গেছেন তখনই মা দুর্গা আবির্ভূত না হ'য়ে পারলেন না, খাটলো না কোন চাতুরী। ভালবাসার

টানে ভক্ত ভগবানকেও পর্য্যন্ত জব্দ ক'রে ফেলে। তিনি সব উপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু উপেক্ষা করতে পারেন না ভালবাসা। রামপ্রসাদ তাই কত জোরের সঙ্গে ব'লে দেন 'আয় মা সাধন-সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে'। তোরা তো অমন ক'রে বলতে পারিস না। রামপ্রসাদ আবার কেমন বলেছেন—'বিদেশে আনিয়া মাগো করলি আমায় লোহাপেটা, তবু দুর্গা বলে ডাকি—সাবাস আমার বুকের পাটা।'

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—রামপ্রসাদী গান শিখবি না!

পুষ্পমা—কোথায় শিখব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও তো সোজা সুর।

একটু পরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—রজনী সেনের গান জানিস?............ রামপ্রসাদ, রজনী সেন দুইজনই বদ্যিবামুন।

এরপর পুষ্পমা অতুলপ্রসাদের নিম্নলিখিত গানটি গাইলেন—

আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়
বলছ হরি, আমায় ধর।
আঘাত দিয়ে কহ মোরে
এই তো আমার কর॥
হাত বাড়ায়ে ম'লেম ঘুরে
কাছে থেকেও রইলে দূরে;
এত আমার আপন হয়েও
রইলে সদা আমার পর॥
ফুরায়ে যে এল বেলা,
সাঙ্গ কবে করবে খেলা?
হরি তুমি কর নিঠুর লীলা,
আমার প্রাণে লাগে ডর॥
শকতি নাই তোমায় ধরি,
হার মেনেছি, হে শ্রীহরি।
দিয়ে খুলি, চোখের ঠুলি
দেখা দাও হে দুঃখহর॥

গান শেষ হ'তেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের ঠাকুর পীরিত-পাগলাও যেমন অভিমানীও তেমন। তুই যেমন গানটা গাইলি অমনি ধরণে তাঁর করা তিনি ঠিকই করেন, কিন্তু জানতে দেন না, ভাবলে ঠিক পাই। ঠাকুর যদি পীরিত-

পাগলা না হ'তেন উপায় কী হ'ত?—মহা কঠিন ব্যাপার হ'ত।...........যে নিজেই চুরি হ'তে চায় তাঁর কাছে—সেখানে তিনি মহাখুশি, ভারি আহ্লাদ তাঁর, কিন্তু যাকে তাঁর নিজের চুরি করতে হয় সেখানে মহা অভিমান।...........আমার মনে হয়—সার্থকই যদি হতে চাস, ঠাকুরকে খুব ভালবাস্—অকাট্য, অচ্যুত ভালবাসা দিয়ে। তোর মনের প্রত্যেকটি কণা, তোর শরীরের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু তাঁর রঙ্গে রাঙ্গিয়ে তোল—দ্যাখ্ ঠাকুর তোকে দিয়ে কী করেন। দুনিয়ার কিছু যদি ভালবাসতে হয় দেখবি যাতে সে-ভালবাসা তাঁতে সার্থকতা লাভ করে—নয়তো কাউকে নয়, কিছুকে নয়। উৎকণ্ঠার মতন তেমনি ক'রে চলবি, তেমনি ক'রে বলবি, তেমনি ক'রে ভাববি—যাতে ঠাকুর তোর পরিপোষিত হন, পরিরক্ষিত হন, পরিবর্দ্ধিত হন, প্রতিষ্ঠিত হন। তোর কানায়-কানায় একমাত্র তিনিই থাকবেন সবটা জুড়ে—তাই ভাল না?. আর, অমনি ক'রেই তোর মেয়ে-জীবন সার্থক ক'রে তোল। তোর হৃদয় সকলে উপভোগ করুক, আর সকলের গ্লানি মুছে যাক—তাই ভাল না?

পুষ্পমা মুগ্ধ হ'য়ে নীরবে শ্রীশ্রীঠাকুরের পানে চেয়ে রইলেন।

এখন সবাই চুপচাপ। আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসমীক্ষায় মগ্ন। একটু বাদে শৈলমার দিকে চোখ পড়তেই শ্রীশ্রীঠাকুর শিশুসুলভ সারল্যে পুলকিত আদর-উচ্ছল কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—বুক্কুলু, বুক্কুলু, বুক্কুলু, বুক্কুলু!

শৈলমা তো হেসে কুটিপাটি।

অকস্মাৎ যেন এক আনন্দের হুল্লোড় প'ড়ে গেল ভক্তদের আসরে।

এরপর কয়েকটি দাদা বিদায় নিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত কণ্ঠে বললেন—যাতে মন্ত্রের মতন কাজ হ'য়ে যায়, miraculously successful (অলৌকিক রকমে কৃতকার্য্য) হ'তে পার, তাই করা চাই।

সবাই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

পুষ্পমা প্রণাম ক'রে যাবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর অভয় দিয়ে বললেন—খুব স্ফূর্ত্তি ক'রে নামটাম করবি। পরমপিতার দয়ায় ঠিক হ'য়ে যাবে।

২৭শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ১১।৭।৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর হাত-মুখ ধুয়ে এসে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বিছানায় বসেছেন। কাছে প্যারীদা (নন্দী), হরিপদদা (সাহা), সরোজিনীমা, মায়া মাসীমা, পণ্ডিতভাই (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি আছেন।

একটি মা এসে বললেন—বাবা, সংসারে ছেলেরা সব অবাধ্য, যে যা'র ইচ্ছামত

চলে, কী করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের কথাই শোনে না। তোর পেটে হয়েছে অথচ তোর কথা শোনে না। আমরা যেমন ভগবানের থেকে এসেছি অথচ তাঁর কথাই শুনি না, এই তো ধরণ। আমরা যদি ভগবানের কথা মান্য করতাম, সন্তান যদি মা-বাবাকে মানতো, তাঁদের কথা শুনে চলতো, তাহ'লে তো দুঃখই ছিল না। এর মধ্যে সেই তত বুদ্ধিমান যে যতটা সামঞ্জস্য ক'রে নিজের মনকে শান্ত রেখে চলতে পারে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর মুখে-মুখে একখানি চিঠির বয়ান ব'লে গেলেন। প্রফুল্ল লিখে নিল। চিঠিখানি হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য)-কে লেখা হ'ল।

ভগবতীবাবু আসলেন। কথাবার্ত্তা হ'তে লাগলো। দক্ষিণাদাও (সেনগুপ্ত) ইতিমধ্যে এসেছেন। দক্ষিণাদাকে বললেন—আমি ওকে (ভগবতীবাবুকে লক্ষ্য ক'রে) বলছিলাম আমাদের রামকানালী আশ্রম হ'লে অন্ততঃ ২০০ ঘর properly educated professors, teachers (সুশিক্ষিত অধ্যাপক, শিক্ষক), সংস্কৃত পণ্ডিত, ডাক্তার, কামার, কুমোর, ধোপা-নাপিত, টেকনিসিয়ান, মেকানিক এবং নানারকম প্রয়োজনীয় কাজ ও বিদ্যে জানা ও পারা লোক জোগাড় ক'রে দিতে। সব ধরণের লোক একমুখী হ'য়ে পারস্পরিকতা নিয়ে একটা জায়গায় পাশাপাশি থাকলে একটা all-round education ও culture-এর (সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা ও কৃষ্টির) atmosphere (পরিবেশ) গজিয়ে ওঠে। এইটে হ'য়ে ওঠে একটা university (বিশ্ববিদ্যালয়)-এর বীজস্বরূপ। সবরকমের কাজ ও বিদ্যার বিকাশ ও প্রসার ঘটাতে-ঘটাতে নিজস্ব রকমে এক সর্ব্ববিদ্যাতীর্থ গজিয়ে ওঠে। তা হয় বাস্তবভিত্তিক। করা ও জানা পাশাপাশি চলে। ঐভাবে শিক্ষিত হ'লে কারও বেকার থাকা লাগে না।

২৮শে আষাঢ়, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ১২।৭।৪৮)

আজ বিকালে খলিলদা (মহম্মদ খলিলুর রহমান) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। খলিলদাকে দেখা মাত্র আনন্দ-আবেগে ব'লে উঠলেন—আরে, আমার খলিলদা আইছে। আমার খলিলদা আইছে।

শ্রান্ত-ক্লান্ত খলিলদার ম্লান মুখখানি সহসা হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তিনি দ্রুতপদে এগিয়ে এসে ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—খলিলদাকে কাছে-পিঠে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দেন। আমিও যেন খলিলদাকে সব সময় পাই এবং খলিলদাও যেন আমাকে

সব সময় পায়।

কেষ্টদা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। খলিলদা হাত-মুখ ধুয়ে একটু পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সস্নেহে)—কিছু খায়ে-টায়ে নিছেন তো?

খলিলদা—ঠিক এখনই কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না, পরে যা হয় কিছু খাবো।

কাছে তখন পূজনীয়া বড়বৌদি, কল্যাণীমা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), রাজেনদা (মজুমদার), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), উমাদা (বাগচী) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত। ধীরে-ধীরে আলাপ-আলোচনা শুরু হ'ল।

ইসলাম-সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এটা out and out Aryan Culture (পুরোপুরি আর্য্যকৃষ্টি)—এক কথা, এক ছাঁচ, এক সুর। আর্য্যদের ক'টা জিনিস—এক এবং অদ্বিতীয় স্রষ্টা যিনি তিনি আমাদের অনুসরণীয়, পূরয়মাণ ঋষিরা অনুসরণীয়, ইষ্টকৃষ্টির পথচারী পিতৃপুরুষগণ অনুসরণীয়, বর্ণাশ্রম অনুসরণীয়, পরিপূরক বর্ত্তমান পুরুষোত্তম অনুসরণীয়। রকমারিভাবে রসুলের মধ্যেও এই কথা পাওয়া যায়। খোদাতালা এক এবং তাঁকে পাওয়ার পথই হলেন রসুল। রসুলের প্রতিনিধি-স্বরূপ কেউ হাবসীদের ক্রীতদাস হ'য়ে আসলেও তাঁকে অনুসরণ করার কথা ব'লে গেছেন রসুল। অবশ্য, যদি তিনি কোরাণের নীতি-অনুযায়ী চলেন ও চালনা করেন। সবাই এক সত্যে উপনীত হ'য়ে একই কথা বিভিন্ন ভাষায় ব'লে গেছেন। তাই বলে বিজ্ঞান। যারাই পরমপিতার পথে চলবে তাদের সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলার কথাও বলেছেন। তাদের হিংসা করাই পাপ। তাদের হিংসা করলে ধর্ম্মকেই হিংসা করা হবে—এমন ধরণের কথাও নাকি আছে। প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে পার্থক্য করা, কাউকে ছোট বলা, কাউকে বড় বলা যে কাফেরত্বের লক্ষণ এ-কথা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করা আছে। আর, পূর্ব্বপুরুষকে অস্বীকার করা যে পাপ, তাও বলা আছে। বর্ণাশ্রমের কথা সরাসরিভাবে না থাকলেও তিনি চাইতেন না যে, কেউ তার ব্যক্তিগত বা বংশগত বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা ক'রে যেমন খুশি তেমনভাবে চলে, যা' খুশি তাই করে। তাই আমার মনে হয় তিনি in essence (তত্ত্বতঃ) বর্ণাশ্রম মানতেন। বর্ণাশ্রমের প্রধান কথা হ'ল যে, জীবিকা বেছে নিতে হবে যার-যার জন্মগত প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী। এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। যে-ব্যাপারে যার যোগ্যতা বা প্রবণতা নাই সে যদি খেয়ালবশে তাই করতে লেগে যায় তা তো একটা পণ্ডশ্রম। তাতে সেও লাভবান হবে না, পরিবেশও উপকৃত হবে না। তাই, যারাই মানুষের কল্যাণ চায় তারাই বর্ণাশ্রমের মূলগত উদ্দেশ্য মানেই কি মানে। এর মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষের কোন স্থান নেইকো। মাথা মাথার কাজ করে, হাত হাতের কাজ করে। শরীরের প্রত্যেকটি অংশ ঠিকমত ক্রিয়া করলে তবেই শরীর ও জীবন বাঁচে। এর মধ্যে কোন্ অংশ কোন্ অংশকে ঘৃণা করবে? কারও যে কাউকে বাদ দিয়ে চলার যো নেই। তাই আমি স্বভাবতঃই ভাবি, মানুষের দরদী বান্ধব মহামঙ্গলদাতা রসুল কখনও বর্ণাশ্রমের বিরোধী হ'তে পারেন না। আমি তো লেখাপড়া জানি না, তা না হ'লে মূল কোরাণ ও হাদিস ঘেটে অকাট্যভাবে প্রমাণ দেখিয়ে দিতে পারতাম যে, বর্ণাশ্রমের মূলগত উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে রসুলের

বিন্দুমাত্র দ্বিমত নেই। আমি দেখি fundamental (মূল) ঠিক থাকলে সবাই কিন্তু এক। অবশ্য, fundamental (মূল) ঠিক আছেই-ই, গোলমাল সৃষ্টি করি আমরা। প্রবৃত্তি যখন আমাদের প্রভু হ'য়ে ওঠে, তখন কোথাকার ভগবান কোথায়? কিন্তু আমরা যদি ধর্ম্মপ্রাণ হই এবং প্রত্যেককে যদি ধর্ম্মপ্রাণ ক'রে তুলতে চেষ্টা করি তাহলে স্বর্গ মর্ত্ত্যে নেমে আসা বলতে যা' বোঝায় বাস্তবে তাই হবে। সবই ঠিক ছিল, প্রবৃত্তিমার্গী শক্তিমান কালপুরুষরা অনেক কিছু লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়েছে। মিলনের জায়গায় বিভেদ সৃষ্টি করেছে। আমরা যেন শয়তানের রাজত্বে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগবিভোর হ'য়ে কথা বলতে-বলতে হঠাৎ একটু থামলেন। তামাক সেজে দেওয়া হ'ল। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে আনমনাভাবে নলটি হাতে ধ'রে আস্তে-আস্তে মুখে দিয়ে টানতে লাগলেন। তাঁর মন যেন তখন কোন্ সুদূরে। একটু পরে খলিলদাকে লক্ষ্য ক'রে অন্তরঙ্গ সুরে বললেন—আমার মনে হয় কি, আমি তো politics (রাজনীতি) বুঝি না, নিজের দাঁড়ায় যা' বুঝেছি, যা' করেছি, যার উপর দাঁড়িয়ে আপনি সেই কত বছর আগে 'এক সত্যে হিন্দু মুসলমান' লিখেছিলেন, সেই থেকে যদি তার যথাযথ propaganda (প্রচার) হ'ত তবে ব্যাপার অন্যরকম দাঁড়াত। উল্টো propaganda (প্রচার) হয়েছে জোর, কিন্তু truth (সত্য)-এর propaganda (প্রচার) হয়নি, যার ফলে আজ এমন হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো অজ্ঞান, তারা জানে না, বোঝে না, মতলববাজী ক'রে তাদের বিপথে পরিচালিত করেছে। আজ তাই strong publicity ও propaganda (বলিষ্ঠ প্রচার)-এর মধ্য-দিয়ে সকলকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে সত্যটা ধরিয়ে দিতে হবে।

কিছু সময় নীরবে কাটলো।

অমূল্যদা (ঘোষ) কোন একটা বিষয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন—Environment (পরিবেশ)-এর influence (প্রভাব) এড়ানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—Environment (পরিবেশ)-এর influence (প্রভাব) যতই থাক, মানুষের যদি একটা সর্ব্বসঙ্গতিশীল কেন্দ্র থাকে এবং সেই কেন্দ্রের প্রতি যদি তার সুনিষ্ঠ টান ও নেশা থাকে, তবে—সে সারা দুনিয়াকে টেনে আনতে চেষ্টা করে তার কেন্দ্রের দিকে। সে চেষ্টা তার থামে না। তাই তার পা তো ফসকায়ই না, বরং পা ফসকানো চলায় চলে যারা, তাদের সেই স্খলিত চলনকে সুদৃঢ় ক'রে তুলে সে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা এবং খলিলদাকে নিয়ে নিভৃতে কথা বলতে লাগলেন। সবাই তখন সরে গেলেন।